শরচ্চন্দ্র

অমরচন্দ্র দত্ত

১৯১৫ ।

ভূমিকা

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় কিরূপ উচ্চাশয় লোক ছিলেন, পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র জীবনী হইতে তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার সঙ্গে একই গৃহে প্রায় পঁচিশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। তাঁহার পরার্থপরতার কথা যথাকালে লিখিয়া রাখিলে তাঁহার ন্যায় দুর্ল্লভ জনের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত প্রকাশ করা যাইত। তাহা রাখি নাই। এখন অকালে এ আক্ষেপ বৃথা। বহুলোক— বহু বড়লোক যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহৎ ব্যক্তি। উহা বুঝাইবার জন্য এই জীবন-চরিতের পুরোভাগে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে সমস্ত শোকলিপি, সমস্ত সান্ত্বনালিপি, সংবাদ-পত্রের মন্তব্য এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার সমস্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি।

৺শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ আনন্দমোহন বসু মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন—I shall deem it a privilege to be allowed to bear the cost of publishing Sarat Babu's life. সময়ের অভাবে এবং শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। উহার কয়েক বৎসর পর চারুমিহিরে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাও নানা কারণে এতদিন পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সুদীর্ঘ কাল পরে তাঁহা

সুহৃদ্‌গণের যত্ন, আগ্রহ ও আয়োজনে ঐ জীবনী পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত আকারে সচিত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা এই কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম।

ময়মনসিংহ
৩রা আগষ্ট,
১৯১৫।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

শরচ্চন্দ্র

শোক, স্মৃতি ও সান্ত্বনা।

মাননীয় ৺ আনন্দমোহন বসুর পত্র।

130, Dharmtola
6th Aug. 1901.

My dear Amar Babu,

At length the final news reaches me this morning from your letter, of the passing away of one of the noblest souls it has been my privilege to know in this life. From your telegram a few days ago, I had hoped that there might perhaps be a reprieve, and Sarat Babu might yet be spared to us, and to every noble cause, for some time to come. But this was not to be. There is some consolation in the thought that his sufferings, so long and so patiently borne, have come to an end; but we have lost not only a dear and a valued friend, but a hero to fight for the right, a strenuous worker in every

good cause, a soul unsurpassed in the loftiness of its aspiration, unselfishness of its aim and purity of its character. His lot was cast by Providence in a comparatively humble sphere ; but what brightness and joy, strength and inspiration he brought into the lives of those amongst whom he worked ! Who is there now among us to take his place and do his work ? If it can be said of any one in these days that he worked, not for himself but for others, and sacrificed himself in the pursuit of his high ideas, it can be surely said of our departed friend. But though his noble presence is gone away from amongst us, may his life and memory and example ever abide as an inspiring force !

Perhaps we shall by and bye hear more in detail of his last days, and perhaps some friend will compile a short account of his heroic life. There were other things to write but to-day the heart is too full of grief for other topics to find a place in this letter.

With prayers for him who is gone away from our midst and the deepest condolence with you all, I remain,

Very sincerely yours

Ananda Mohan Bose.

শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের পত্র।

সহর সেরপুর
৭।৮।০১

প্রিয় অমরবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া যে কতদূর মনোকষ্ট পাইলাম তাহা আপনিই বুঝিবেন, লিখিবার নহে। শরৎবাবু অনেকেরই বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের সহিত যে কি এক আন্তরিক আত্মীয়তা ছিল তাহা আর পাইব না। ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে তিনি স্থান লাভ করিয়াছেন সুতরাং আমাদের শোকের অতীত, তবে মনে এই দুঃখ চিরকাল থাকিবে তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে পাইলাম না।

আপনার
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী।

ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি, এর পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা কখনও মনে করি নাই তিনি এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইবেন। তাঁহাকে এই সময় একবার দেখিতে পাইলাম না ইহাতে প্রাণে বিশেষ আঘাত পাইয়াছি। আপনাদের এতদিনের বন্ধুতা, আপনাদের কষ্টের ত কথাই নাই। আমরাও তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে শেষ সময় একবার দেখিতে না পারিয়া প্রাণে নিতান্তই কষ্ট পাইতেছি। জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ যেখানে যাপন করিয়াছেন, যে সকল বন্ধুর মধ্যে কার্য্য করিয়াছেন, সেই স্থানে এবং সেই সকল বন্ধুর মধ্যেই যে জীবন

শেষ হইল ইহা কতকটা সুখের বিষয়। তাঁহার মৃত দেহের ফটো অবশ্য রাখা হইয়াছে। আমাদিগকে অবশ্য একখান পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীবরদাকান্ত বসু।

(রায়বাহাদুর) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরীর পত্র।

সহর সেরপুর

২২শে শ্রাবণ ১৩০৮

শ্রদ্ধেয় অমর বাবু,

আমাদের শরৎ বাবুর মৃত্যু সংবাদে যে কিরূপ ব্যথিত হইলাম তাহা আর লিখিব কি? তিনি কেবল আমাদের কেন সমস্ত ময়মনসিংহেরই পরমাত্মীয় ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়, সারস্বতসমিতি প্রভৃতি যাবতীয় সাধারণ হিতকর কার্য্যেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার অভাব সহজে পূরণ হইবে না। ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন।

নিবেদন ইতি

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী।

প্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর পত্র।

বাঁকীপুর

৭ই আগষ্ট ১৯০১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পোষ্টকার্ড পড়িয়া অতিশয় মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলাম। অন্তরে অনেক স্মৃতি জাগিয়াছে। তিনি যে এত শীঘ্র দেহ ত্যাগ করিবেন তাহা ভাবি নাই। তিনি শরীরে নাই কিন্তু প্রাণের অতি নিকটে। তাঁহার স্নেহ ভালবাসা আজ প্রাণ ভ'রে অনুভব করিতেছি।

আপনাদের স্নেহের

গুরুদাস।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষের পত্র।

টাঙ্গাইল

৮ই আগষ্ট।

ভাই অমর,

শরৎ বাবুর অবস্থাসূচক পত্র প্রতিদিনই আমার নিকট আসিতেছিল, সুতরাং আমি যে এইরূপ সংবাদ পাইবার জন্য একবারে অপ্রস্তুত ছিলাম তাহা নহে কিন্তু তথাপি যখন সে সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল তখন আমাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। কাল সারাদিন আমার কোন কাজ কর্ম্ম ভাল লাগে নাই, কোথাও কাহাকেও পত্র লিখিতে পারি নাই। কত যে অশান্তিতে সময় কাটাইতেছি বলিতে পারি না। "আমরা এমন অকৃত্রিম সুহৃদ্ আর পাইব না" ইহা সত্য কথা, কেবল তাহাই নহে ব্রাহ্ম সমাজ, পূর্ব্ববাঙ্গালা বিশেষতঃ ময়মনসিংহ একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ হারাইল। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন তখন সেখানকার ব্রাহ্মগণ, পবিত্র চরিত্র ছাত্রগণ এবং উৎসাহী যুবকবৃন্দ সিংহবলে বলীয়ান হইত। একজন সুহৃদ্‌কে জন্মের মত হারাইয়া কত যে কষ্ট বোধ করিতেছি তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? তাঁহার পবিত্র আত্মা জগদীশ্বরের চরণ ছায়ায় শান্তি লাভ করুক্।

তোমার

কালীকৃষ্ণ।

তালুকদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসুর পত্র।

আলিসাকান্দা

৮ই আগষ্ট ১৯০১

শ্রদ্ধেয় অমরবাবু,

শরৎ বাবু আনন্দময়ের শান্তি ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, বিধাতা তাঁহার আত্মাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

মৃত্যু সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না এই কষ্ট বারম্বার মনে হইতেছে। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার অমায়িকতার তুলনা হয় না। তাঁহার মনটা যে কত বড় ছিল আমি তাহার কল্পনাই করিতে পারিতেছি না। কত ধনশালী ব্যক্তি দেখিয়াছি কিন্তু মন এত বড় কাহারও দেখি নাই। যেখানে তিনি বসিতেন সেই খানেই আনন্দ, উৎসাহ, সরলতা আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকট বসিলে মনে হইত একটা উৎসব ক্ষেত্র বসিয়াছে।

আপনার
প্রসন্ন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বসুর পত্র।

Vialima
Darjeeling
Aug. 8th 1901.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অমৃতবাজার পত্রিকায় দাদামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তাঁহার শেষ কালের বিবরণ বিস্তারিতরূপে জানিতে খুব ইচ্ছা করে। মৃত্যুর কতক্ষণ পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মৃত্যু সন্নিকট এবং তখন কি করিয়াছিলেন এবং কি কি বলিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার নিকট কে কে ছিলেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহার শেষকালে তাঁহার কিছুমাত্র শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতাম। তাঁহার শেষ কালে কোনরূপ শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না একথা যখন মনে হয় তখন বড়ই কষ্ট পাই। তাঁহার কথা বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আপনার স্নেহের
যতী।

ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোমের পত্র।

কলিকাতা
৮।১০।০১

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারান্তে নিবেদন,

সোমবার এই দুঃসংবাদ শুনিয়াছি। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া অসহায় অবস্থায় তাঁহার নিকট যে সাহায্য এবং যে স্নেহ পাইয়াছি সে ঋণ পরিশোধনীয় নহে। তিনি যে এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহা আমি সপরিবারে এখনও মনে করিতে পারিতেছি না। তিনি যেন আমাদের সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন মনে হইতেছে। এরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ্ স্নেহশীল অভিভাবক আর পাইব না। আগামী শনিবার প্রাতে ৭ টার সময় মন্দিরে আমরা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ শ্রাদ্ধ করিব।

স্নেহানুগত
গগন।

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবকুমার সমদ্দারের পত্র।

বাকিপুর
৮।৮।০১

প্রিয় অমর বাবু,

দাদা মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র পাইলাম, কতদূর দুঃখ পাইলাম তাহা আপনি সহজে অনুভব করিতে পারিবেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার মত সুহৃদ্ অন্ততঃ আমার আর কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রাণের যে কি একটা টান ছিল তাহা বলিতে পারি না। আমার দ্বারা

তাঁহার কোন কাজ হইল না ইহাই দুঃখের বিষয়। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক্।

আপনার

শ্রীনবকুমার সমদ্দার।

(ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট রায়বহাদুর) শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গাঙ্গুলীর পত্র।

শিমলা।

৯।৮।০১

বিনীত নিবেদন,

শরৎ বাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। শেষ সময়ে শরৎবাবু যে আপনাদের নিকট ছিলেন এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ক্রুটী হয় নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ঈশ্বর শান্তিময়, তিনি শান্তি দিবেন।

অনুগত

শ্রীপ্রিয়লাল।

(প্রিন্সিপাল) শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এর পত্র।

ঢাকা

২৫শে শ্রাবণ ১৩০৮

সুহৃদ্বরেষু,

শরৎ বাবুর শোক শীঘ্র ভুলিতে পারিব না, ভুলিতে চাই না। আপনারা কবে তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করিবেন জানিতে চাই।

অনুগত

শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র বি, এলর পত্র।

Bogra
The 11th August, 01.

My dear Sir,

Terrible was the news of the death of দাদা মহাশয়। I have scarcely seen a more loving and large hearted man. I am so very sorry that I could not see that face again. We have lost a dear relation. May his soul rest in peace. The best are passing away.

Yours affly
Ananta.

শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন মহাশয়ার পত্র।

রংপুর
১২ই আগষ্ট।

মান্যবরেষু,

পরম হিতৈষী বন্ধু শরৎ বাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমরা যার পর নাই ব্যথিত হইলাম। তিনি যেমন নিস্বার্থ ভাবে সকলকে ভাল বাসিতেন ব্রাহ্ম সমাজে এখন তেমন অতি কমই দেখা যায়। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন্।

শ্রীসুদক্ষিণা সেন।

প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু বি, এর পত্র।

Faridpur
Aug. 16, 1901.

শ্রদ্ধেয় অমর বাবু,

কাহারও কাহারও চরিত্রে এমন কিছু শক্তি লুক্কায়িত থাকে যাহা দ্বারা তাঁহারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারেন, যাহারা তাঁহাদের সহিত একবার মিলিত হইবার সুযোগ পান তাহারাই এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিদিগকে আপনার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ লোকের সংখ্যা জন সমাজে বিরল হইলেও ইঁহাদের ২।১ জনের প্রভাবেই সমাজ সবল ও মিষ্ট হয়। আমাদের শরৎ বাবু আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে ঐরূপ একজন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মিষ্ট হাসি, সরল ব্যবহার ও উৎসাহের কথা সকলেরই প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। তিনি বক্তা ছিলেন না, লেখক ছিলেন না, ধর্ম্ম প্রচার ব্রতও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কোন্ বক্তা কোন্ প্রচারক আমাদের সমাজে তাঁহার মতন অধিক কায করিয়া গিয়াছেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে যে তাঁহার চরণধূলি একবার মস্তকে লইতে পারিলাম না ইহাতেই বড় দুঃখ রহিল।

আপনার
হরকান্ত বসু।

(লেফটেনাণ্ট কর্ণেল) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসুর পত্র।

Rangpur
19. 8. 1901.

My dear Amar Babu,

Your kind letter of 4th instant duly came to hand. We were all very much affected by

the sad news it contained in it. His life was exemplary and his fearlessness, his love of truth for its own sake, his candour at the same time his amiableness and largeness of heart, his simplicity and love of work—all these endeared his life to us who have had the pleasure to know him, to live with him and to enjoy his company. In him the Sadharan Brahmosomaj had a champion, by his death we have truly sustained a heavy loss. But the ways of the Lord are unscrutable and we can not conjecture why he has been raised up so early, probably to relieve him of the heavy burden of the life and we must thank God for what he does for us.

Yours sincerely

D. Basu.

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর পত্র।

রংপুর।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আমরা প্রকৃতই জীবনের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হারা হইলাম। সজ্ঞানে আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহাই

সান্ত্বনার বিষয় । তিনি পরলোকে গমন করাতে পরলোক আমার নিকট প্রিয় বোধ হইতেছে ।

স্নেহের
অশ্বিনী ।

টেলিগ্রাম ।

The Indian Mirror, 9-8-01.

Death of a Good man.

Babu Sarat Chandra Roy an old Brahma and founder of the Alexander Girls' school, Sarasvat Samiti, Mymensingh Institution and a distinguished worker of every good cause, died of diabetis last night at 10-30 at the age of 56. His loss is mourned by a large number of friends and admirers in almost every district. Bengal shall not see a man like him again. May his soul enjoy eternal peace in heaven.

সংবাদ পত্র ।

সঞ্জীবনী ২৩শে শ্রাবণ ১৩০৮

বাবু শরচ্চন্দ্র রায় একজন দরিদ্র লোক ছিলেন । তাঁহার জন্য আজ সহস্র লোকের হৃদয় ভেদ করিয়া শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে । গত শনিবার রাত্রিকালে তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

তিনি কুমার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবন পরের সেবাতেই ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। এমন সরল এমন উৎসাহী এমন তেজস্বী লোক বাঙ্গালী ঘরে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যাঁহারা অলঙ্কার তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন।

ঢাকা গেজেট, ২৭শে শ্রাবণ।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের প্রিয় সুহৃদ্ ময়মনসিংহের কর্ম্মবীর, সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা বাবু শরচ্চন্দ্র রায় তনুত্যাগ করিয়াছেন। চিরকুমার শরৎচন্দ্রের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা, স্বাবলম্বন পরার্থপরতা, অধ্যবসায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই অনুকরণীয়। যিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে উপস্থিত বন্ধু-বান্ধব-গণকে বলিয়া গিয়াছেন "তোমাদের সকলকে বলিয়া যাইতেছি অন্যায় অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise (আপোষ নিষ্পত্তি) করিও না।"—তাঁহার মন ও চরিত্রের বল কতটুকু সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গবন্ধু।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শরচ্চন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই। ইনি যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছেন। ইহাঁর মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা উৎসাহ ও আনন্দের ছটা প্রকাশ পাইত। ভগবান্ তাঁহার এই পুত্রকে আপনার কোলে স্থান দান করুন্।

প্রতিনিধি—কমিল্লা।

আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি নাছিরনগর নিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। পরার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কত ছাত্র তাঁহা দ্বারা বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করিয়াছে, কত ছাত্র তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসায় সত্য ও পবিত্রতার পথে আকৃষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং চরিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। যাঁহারা চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করেন সাধারণত তাঁহাদের হৃদয় কঠোর হইয়া পড়ে, কিন্তু শরচ্চন্দ্র রায়ের হৃদয় রমণী-হৃদয় হইতেও কোমল ছিল। সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় প্রেমকে আবদ্ধ না করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমে তাঁহার হৃদয় অতীব পূর্ণ ছিল। এমন পবিত্র চরিত্র, এমন উৎসাহশীলতা, স্বদেশ প্রেম ও এমন আত্মত্যাগ এদেশে বড়ই দুর্লভ। শরচ্চন্দ্রকে হারাইয়া আজ হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যে জীবনের সৌরভে শত শত জীবন আমোদিত হইয়াছে, সেই জীবন আজ আনন্দময়ীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র নিত্য শান্তি নিত্য সুখ সম্ভোগ করুন্ ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা।

ত্রিপুরা হিতৈষী।

আমরা শোক-সন্তপ্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, এ জেলার অন্তর্গত নাছিরনগর নিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র রায় বিগত ১৮ই শ্রাবণ ময়মনসিংহে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু জীবনের অধিকাংশ কাল ময়মনসিংহেই অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি একজন পুরাতন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম। সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে উৎসাহী এবং ময়মনসিংহে শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানদিগের মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিশেষরূপে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। স্কুলে ছাত্রগণ

সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নীতিপরায়ণ হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সমস্তই পরের উপকারে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন জীবন্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবল অসাধারণ ছিল। ন্যায়ের সমর্থন এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে তিনি সর্ব্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রোগীর সেবা, বিপন্নের সহায়তা এবং অত্যাচারিত লোকের পক্ষাবলম্বন করিতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। স্বাধীনতা, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ ছিল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত সেই উচ্চ ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কপটাচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিয়া গিয়াছেন "তোমাদের সকলকে বলিয়া যাইতেছি অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise করিও না।" তাঁহার স্বর তখন ক্ষীণ ছিল কিন্তু ইংরেজী শব্দটী তিনি সজোরে বারম্বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বঙ্গীয় যুবকদিগের বিশেষ অনুকরণীয়।

চারুমিহির।

২১শে শ্রাবণ—১৩০৮

আমরা গভীর শোক সহকারে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের প্রিয় সুহৃদ্, স্থানীয় রায় কোম্পানির সত্ত্বাধিকারী বাবু শরচ্চন্দ্র রায় গত শনিবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। অতি কঠিন বহুমূত্র পীড়ায় তিনি প্রায় দুইমাস ক্লেশ পাইয়া ৫৬ বর্ষ বয়সে তাঁহার অসংখ্য বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদিগকে শোকাকুল করিয়া মৃত্যুর অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন।

শরৎ বাবু একজন পুরাতন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, সর্ব্ব প্রকার সৎকর্ম্মে উৎসাহী এবং শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক

ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরে রায় সরকার কোম্পানি নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর দোকান খুলিয়া আঠার বৎসর কাল উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই দোকান ব্রাহ্মদোকান নামে পরিচিত ছিল। যখন এই নগরে সর্ব্ববিধ উন্নতির স্থচনা হয়, যখন ভারতমিহির সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠায় এই অঞ্চলে এক নবযুগের আরম্ভ হয়, তখন শরৎ বাবুর ব্রাহ্ম-দোকান শিক্ষিতগণের মিলন-ক্ষেত্র ছিল। তথা হইতেই বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা হইত। নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সাধুতার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারের পথ এই নগরে তাঁহার দ্বারা আরম্ভ হয়।

সর্ব্ব প্রকার শুভকার্য্যের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন (বর্ত্তমান সিটীস্কুল) প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সারস্বত সমিতির তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এই সকল কার্য্যে তিনি যেরূপ উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতেন তাঁহার তুলনা নাই। শরৎ বাবু একজন জীবন্ত মনুষ্য ছিলেন। মৃতভাব কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। তিনি উৎসাহের উৎস ছিলেন; যখন যে স্থানে উপস্থিত হইতেন সেই স্থানই উৎসবময় করিয়া তুলিতেন। এই প্রাচীন বয়সেও তাঁহার যুবকের ন্যায় উৎসাহ উদ্যম ছিল। তাঁহার সংস্পর্শে নির্জীব মৃত হৃদয়েও উৎসাহ ও তেজের সঞ্চার হইত।

শরৎ বাবু চির কুমার ছিলেন। তাঁহার চরিত্র বল অসাধারণ ছিল। ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে তিনি বজ্রের ন্যায় কঠিন ছিলেন। তিনি আপনার জন্য কিছুই করিয়া যান নাই; প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সকলই পরের জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কত লোক তাঁহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে, কত ছাত্র তাঁহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইয়াছে। যুবকদিগের সুশিক্ষা বিধান ও চরিত্র গঠনের জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টা ছিল। রোগীর সেবা

বিপন্নের সহায়তা এবং অত্যাচারিত জনের পক্ষাবলম্বন করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যাইত না। তিনি কূট কপটাচারের ঘোর শত্রু ছিলেন। পরের জন্য জীবন ধারণ তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। "স্বাধীনতা", "সত্যনিষ্ঠা" ও "স্বাবলম্বন" তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই উচ্চভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ লোক অতি দুর্লভ। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় উদার ছিল; সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ও প্রিয়জন দৃষ্ট হইত।

ইতঃপূর্ব্বে তিনি জীবনের কতিপয় বর্ষ কলিকাতা ও অন্যত্র ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ময়মনসিংহের প্রতি আকর্ষণ কখনও খর্ব্ব হয় নাই। কুমিল্লা তাঁহার জন্মভূমি ছিল, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মভূমি ময়মনসিংহ। এই স্থানেই তাঁহার জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই নগরে রায় কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিয়া ময়মনসিংহের পুরাতন জীবন্ত যুগের পুনঃ সৃষ্টি করিতেছিলেন। সারস্বতের নবজীবনদান এবং কলেজের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কি অসীম উৎসাহ ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াও অধিবেশন স্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, কলেজের ছাত্র মণ্ডলীতে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। তাহা হইল না। তাঁহাকে হারাইয়া ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইল কবে তাহার পূরণ হইবে জানি না। বঙ্গদেশ ও আসামের বহু জেলায় তাঁহার অসংখ্য বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জন আছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে সকলেই শোকাকুল হইবেন, ভগবান তাঁহাদের মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন্।

অন্তিম শয্যায় অন্তমুহূর্ত্তে মনুষ্য জীবনের শেষ পরীক্ষা হয়। যিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিয়া সকল রোগ যাতনা সহ্য করিতে পারেন যাঁহার প্রাণবায়ু পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে, তিনি অতি সুকৃতি সম্পন্ন পুরুষ। শরৎ বাবুর সেই সুকৃতি ছিল। তিনি

মৃত্যুর পূর্ব্বে বন্ধুজনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "যাহা করিবার ছিল করা হইয়াছে, যাহা বলিবার ছিল বলা হইয়াছে।" ক'জন লোক এরূপ আপ্ত কামনায় শান্তি লাভ করিতে পারে? জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা অটল ছিল। তিনি বন্ধু বান্ধবদিগকে বলিয়া গিয়াছেন "তোমাদিগের সকলকে বলিয়া যাইতেছি—অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise করিও না।" তাঁহার স্বর তখন অতি ক্ষীণ ছিল কিন্তু ইংরেজী শব্দটী তিনি সজোড়ে দুইবার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শরৎবাবুর তেজঃপুঞ্জ বিশাল বপু শ্মশানে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার এই অগ্নিময় বাক্য, অটল সত্যনিষ্ঠার উচ্চভাব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে। আমাদের অনুরোধ এই, শরৎ বাবুর বান্ধবগণের কেহ তাঁহার একখানি জীবন চরিত প্রকাশ করুন্। শরৎ বাবুর জীবন-চরিত এই আত্মপরতার দিনে পরার্থপরতা, সরল সত্যনিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের ভাব শিক্ষাদানের সহায়তা করিতে পারিবে।

অন্তঃপুর। (ভাদ্র ১৩১১)

উদ্দেশে। *

* * * *

দুঃখীদের দুঃখ, ঘুচাইতে দেব!
ছিলে সদা যত্নবান।
কলেরা রোগীর নিকটে যাইতে,
লোকের আতঙ্ক হয়,

---

* ত্রিপুরান্তর্গত নাছিরনগর নিবাসী পরোপকারী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায়ের আত্মার প্রতি।

পথ হতে রোগী, আনিয়া আলয়ে,
সেবিতে হে প্রেমময় !
তোমার সেবায়, কত রুগ্ন-নর,
মরিয়া জীবন পেত,
সবল হইয়া আশীর্ব্বাদ করি,
আলয়ে চলিয়া যেত।
শীতকাল এলে, শীতবস্ত্র সব,
অন্যেরে করিতে দান,
নিজে ক্লেশ পাব, এই ক্ষুদ্রভাব,
হৃদয়ে পেত না স্থান,
অনাবৃত দেহে, কাটাতে যামিনী,
ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাতে,
অন্যের যাতনা দূর হল ভাবি,
বিমল আনন্দ পেতে।
অনাথা বিধবা হেরিলে হে তাত !
আঁখি হত ছল ছল,
সতত ভাবিতে কি করিলে ঘুচে,
বিধবার নেত্র জল।
সুশিক্ষা লভিয়া, বাল-বিধবারা,
যাতে প্রাণে শান্তি লভে,
প্রাণপণে দেব ! করেছ যতন,
যত দিন ছিলে ভবে।
কত শোকার্ত্তের শোক-দগ্ধ প্রাণে,
ঢেলেছ অমৃত ধারা,

ধর্ম্ম উপদেশ, শুনি মধু মুখে,
আরাম লভিত তারা।

*　　*　　*　　*

কত অসহায় বালক সকলে,
মানুষ করিয়া গেলে,
গণ্য মান্য লোক, হয়েছে তাহারা,
তোমার সাহায্য বলে।
কখনো যখন তাদের ভবনে,
যাইতে হে তুমি তাত!
কত সমাদরে, সেবিত তাহারা,
আরাধ্য দেবতা মত॥
পাঠ্যাবস্থা কালে কোন বালকের,
বড় জ্বর হ'য়ে ছিল,
সহিতে না পারি, অসহ্য যাতনা,
কেঁদে সে আকুল হলো।
যাতনা হেরিয়া, কাঁদিল পরাণ,
রোগক্লিষ্ট বালকেরে
জননীর মত, তুলিয়া লইলে,
আপন বক্ষের পরে।
সারা নিশি জাগি, করিলে ব্যজন,
স্নেহময়ী মার মত,
দগ্ধ হয় বক্ষঃ তাহে দৃষ্টি নাই,
তবুও প্রফুল্ল চিত।
তোমার সেবাতে, অতি অল্প দিনে
বালক আরাম হলো।

জননী ব্যতীত, এত ভালবাসা,
আর কার থাকে বল।

* * * *

পরকে আপন, করেছিলে দেব!
মধুর চরিত্র গুণে,
সহস্র হৃদয়, শোকে ম্রিয়মাণ,
হারাইয়া তোমা ধনে।

* * *

যখন মোদের খবর আসিবে,
স্বদেশে যাবার তরে,
তখন হে দেব! নিয়ে যেও তুমি
আমাদের হাত ধরে।

শ্রীজ্ঞানদা রায়।

৺শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায়ের স্মৃতি পুস্তক হইতেঃ—

যে কালে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা করা দেশীয় কুসংস্কারের ফলস্বরূপ অমঙ্গলকর বিবেচিত হইত যদিও জননী উত্তরা সুন্দরী সেই কালের মেয়ে বলিয়া লেখা পড়া জানিতেন না তথাপি তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীলা রমণী ছিলেন। আর্থিক সমূহ অসচ্ছলতার দিনেও তিনি যেরূপ মিতব্যয়িতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার সহিত পরিবারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত সংসার চালাইয়াছিলেন তাহা অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলার অনুকরণ-যোগ্য বটে। শরচ্চন্দ্র নিজ পরিবারের কাহাকেও বিশেষ কোন সাহায্য করেন নাই। মাতাঠাকুরাণীর প্রশ্নের উত্তরে একবার বলিয়াছিলেন—

"মা, কৈলাস যখন আমাদের সংসারের জন্য উপার্জ্জন করিতেছে তখন আমার সাহায্যের দরকার কি? আমাকে নিরুপায়ের জন্য খাটিতে দেও"।

শরচ্চন্দ্রের বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর মাত্র তখন তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার বাসাবাড়ীর এক অংশে উমাকান্ত দাস নামক সমৃদ্ধিশালী এক মোক্তার একটী পায়খানা প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতা লক্ষ্মীকান্ত রায় আপত্তি করিলে উমাকান্ত দাস তাঁহাকে কিছু কটু কথা বলিয়া পায়-খানা ব্যবহার করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন। ইহাতে বালক শরচ্চন্দ্র পিতার অবমাননাকারী উমাকান্ত দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে "তুমি আমার পিতাকে অপমান করিলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পায়খানায় যাইতে চেষ্টা করিবে তাহাকে আমি জুতা মারিয়া তাড়াইয়া দিব।" তদনু-সারে রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই একখানি জুতা হাতে লইয়া শরচ্চন্দ্র রাস্তার মুখে বসিলেন। উমাকান্ত দাস বা অপর কেহ এই পায়খানায় যাইতে সাহস করিলেন না। প্রতিবেশীরা জানিত শরচ্চন্দ্রের যেই কথা সেই কাজ। বালক বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে কাহারও সাহস হইত না। তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল এত প্রবল ছিল যে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে ভীষ্মদেব বলিতেন।

শরচ্চন্দ্র চিরকাল সকল বিষয়েই "বড়" আর "বেশীর" পক্ষপাতী এবং "ছোট" আর "অল্পের" ঘোর বিরোধী ছিলেন। যেমনি মনোরাজ্যে তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে আবার তেমনি বাহ্য জগতে তিনি "ছোট" "অল্প" "অর্দ্ধ" ইত্যাদি বড়ই না পসন্দ করিতেন। প্রাণ ভরা পূর্ণ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত প্রেম, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা, ভক্তি, পরোপকার, পরসেবা প্রভৃতি যেমন একদিকে তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল, অপর দিকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ইত্যাদি দমনজন্য প্রবল প্রতাপান্বিত অন্যায়কারীর সহিতও ঘোর বচসা করিয়া অসূয়া জন্মাইতে দৃক্‌পাত করিতেন না। বড় সভা, তুমুল আন্দোলন, বড় উৎসব, বৃহৎ মোকদ্দমা, মুষলধারে বৃষ্টি,

বড় বাড়ী, বড় ঘর, বড় বিছানা, বড় থালা, বড় ঘটী বাটী, বড় ভোজ এই সমস্তেই তাঁহার মন বড় খুলিত। ছোট কিছুতেই মন উঠিত না।

একদিন কলিকাতায় হেরিসন রোডের উপর একটি ভদ্রলোকের দোকানের পার্শ্বে কয়েকটা গুণ্ডা তাস দ্বারা জুয়া খেলিতেছিল। শরৎবাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন কিরূপ কৌশলে তাহারা নিরীহ পথিকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রথম প্রথম ২।১ বার কিছু কিছু দিয়া পরে ২৲ ৩৲ ৪৲ টাকা করিয়া প্রত্যেককে ঠকাইতেছিল এবং ঐ সরল সবল গ্রাম্যলোক কিরূপ সন্তপ্ত ও রোরুদ্যমান হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। অল্পকাল মাত্র এই দৃশ্য দেখিয়া শরতবাবু রাগে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন এবং গুণ্ডাদিগকে এমনি তেজের সহিত তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার সেই বিশালকায় ও হাব ভাব দেখিয়া মুহূর্ত্তেকের তরে কলিকাতার বিষক্রমি এই দুর্দ্দান্ত গুণ্ডারাও যেন হতভম্ব হইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে তিনি কোন উচ্চ পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী নহেন এবং এই দোকান ঘরও তাঁহার নহে তখন তাঁহার আদেশে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইল। তিনি তখন গৃহস্বামীকে যাইয়া এমনিভাবে উত্তেজিত করিলেন যে ঐ ভদ্রলোকটি পাগলের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া ঐ গুণ্ডাদিগকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম। তাঁহাকে ঐ গুণ্ডারা আস্তে আস্তে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে “এই বাবুটি থাকেন কোথায়?” তাহাদের অভিপ্রায় ভাল নয় বুঝিয়া আমি উত্তর দিলাম না বটে কিন্তু আমার ভয় হইল কোন্ দিন এই সকল অসৎ লোক দাদার কোন্ অনর্থ ঘটাইবে। আমি দাদাকে এই সকল জঘন্য লোকের সহিত বিবাদ করায় যে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে এই কথা বলায় দাদা বলিলেন যে “এরা আমার কি করবে, না করবে তা ভেবে আমার চক্ষের

সামনে এইরূপ অত্যাচার হ'তে দেব?” এই গুণ্ডাদের ভয় কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে জাগিতে ছিল।

কাহাকেও খাওয়াইতে হইলে তাঁহার বড় আনন্দ হইত। ৫ জনকে খাওয়াইতে হইলে ১০ জনার পরিমিত আয়োজন না হইলে তাঁহার মন উঠিত না।

চাকর বেহারা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যাহাদের ভাগ্যে ভাল জিনিস প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তি অধিক ঘটে না, অনেক সময়েই তাহাদের আহারের সময়ে স্বয়ং সাক্ষাৎ থাকিয়া তত্ত্বাবধান করা তাঁহার এক নিয়মিত কার্য্য ছিল। পরন্তু তাহাদের পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম, এবং রোগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষের স্মৃতিলিপি হইতে।

ক্যাম্প পাথরাইল,
১১ই জুলাই ১৯০২।

* * * *

ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষার পর শরচ্চন্দ্র একাকী নির্জ্জনে বসিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত গ্রন্থাবলী—এই সকল শুধু শেষ করার জন্য তিনি পড়িয়া যাইতেন না, প্রত্যেক প্রবন্ধ প্রত্যেক উপদেশ তিনি, বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহাতেই তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় শুদ্ধরূপে লিখিবার ও বলিবার অধিকার জন্মে। ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সংসর্গে সর্ব্বদা অবস্থিতি করার দরুণ কেবল যে অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, অনেক সময় কঠিন শব্দ সংযুক্ত সুদীর্ঘ বাক্যদ্বারা কেহ ইংরেজীতে আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিলে শরৎ বাবু তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং সেই সকল বাক্য তিনি নিজে উচ্চারণ করিয়া তাঁহার মনোগত

ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার বুদ্ধি এবং মেধা এমনি প্রখর ছিল।

কত ছাত্রকে যে শরৎ বাবু আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন তাহার তালিকা করাও সুকঠিন কিন্তু একটী পরলোকগত বালকের নাম আমি এই উপলক্ষে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি, কারণ শরৎ বাবুর জীবনীর সঙ্গে সেই বালকের নাম লিপিবদ্ধ হইতেছে ইহা জানিতে পারিলে আজ শরৎ বাবুও নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। সে বালকের নাম ছিল চন্দ্রকিশোর পত্রনবিশ। তাহার বাড়ী ছিল নসিরুজিয়ালের মধ্যে বারড়ীগ্রামে। উচ্চ এবং সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বালক চন্দ্র কিশোর বিদ্যালয়ে সচ্চরিত্র ও গুণশালী ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শরচ্চন্দ্র ইহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি তাহার একখানি ফটো সযত্নে রক্ষা করিতেন।

ময়মনসিংহের প্রবীণ উকীল মিঃ চেয়ারমেন শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের বর্ত্তমান লাইব্রেরী-গৃহ পুরাতন সূর্য্যকান্ত হলে ছিল। এই হলের পরিবর্ত্তে মহারাজা সূর্য্যকান্ত নূতন টাউন হল করিয়া দেন। নগরের প্রয়োজন অনুসারে আমি পূর্ব্ব টাউন হল অপেক্ষা বড় আকারের গৃহের এক প্লেন লইয়া একদিন মহারাজা সূর্য্যকান্তের নিকট উপস্থিত হই। মহারাজা বড় হল নির্ম্মাণের ব্যয়ের পরিমাণ বেশী দেখিয়া উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকেন। আমি নানা যুক্তি দেখাইলেও মহারাজা তাহাতে টলিলেন না। শরৎ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার কথা সমর্থন করিয়া সজোরে বলিলেন—"মহারাজ, আমরা যখন সকলে চাহিতেছি তখন অবশ্যই দিবেন, না দিয়া পারিবেন কি?" শরৎ বাবুর কথার মধ্যে

এমনি একটা তেজ, এমনি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ছিল যে মহারাজার মতের সহসা পরিবর্ত্তন হইল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সংলগ্ন গৃহগুলির আয়তন পূর্ব্ববৎ রাখিতে বলিয়া হলের প্লেন মঞ্জুর করিলেন এবং উহার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দানে সম্মত হইলেন।

১৯০১। ২২ শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় কাকিনিয়ার সাতাগাড়া কুঠিতে রংপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সম্মিলিত হন এবং ডাঃ ডি, বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সাধারণ ব্রহ্মসমাজের সুপরিচিত হিতাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধু বাবু শরচ্চন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে রংপুরে বিশেষ উপাসনায় বাবু অশ্বিনীকুমার বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

* * *

বাল্যকালে দেখিয়াছি ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদোকানে সকালে বিকালে কত ধনীর আগমন, কত নির্ধনের জন্য অর্থাগমের উপায় চিন্তায় সমিতি সংগঠন। বহু ছাত্র মধুমক্ষিকার মত দিনের প্রায় সকল সময়ই ব্রাহ্ম দোকানটিকে মুখরিত করিয়া রাখিত। কখনও একাধিক রোগীর পরিচর্য্যার ব্যবস্থার আলোচনা হইতেছে, কখনও ওলাউঠার মৃতকল্প অধিবাসীর জন্য ব্যাকুল হইয়া সেই স্থান হইতে দলে দলে শুশ্রূষাকারিগণ প্রেরিত হইতেছে। এই সমুদয় দলের, এই সমুদয় আলোচনায় এবং সমুদয় ব্যবস্থার মধ্যবর্ত্তী প্রধান ব্যক্তি—সেই আমাদের দাদামহাশয়। তিনিই সমস্ত আন্দোলনের একীভূত কারণ ছিলেন। তাঁহার যত্নেই রোগীরা আরোগ্যলাভ করিত—নির্ধন ব্যক্তি আহার সংস্থানের ও অর্থাগমের কার্য্যে লিপ্ত হইত; আর তাঁহারই অশেষ যত্নে ও সস্নেহ ব্যবহারে ছাত্রগণ কুপথ ছাড়িয়া সুপথে ধাবিত হইত, দরিদ্রের পাঠের ব্যবস্থা হইত,

দুঃখী, ম্লানমুখী মুখে হাসিয়া উঠিত। আমি ত কখনও ব্রাহ্মদোকান হইতে এবং তাঁহার সংসর্গ হইতে ম্লানমুখে ফিরিতে পারি নাই! কি ভালবাসার উৎস! পুণ্যের আশ্রম!! উৎসাহের জলন্ত বহ্নি!!! কে ম্লানমুখে, অলসভাবে—নৈরাশ্য বুকে করিয়া সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিত! আজ কত ধনী হয়ত ধনের অপব্যবহার করিয়া উৎসন্নের পথে ভ্রমিত, কেবল এক দাদামহাশয়ের সহৃদয়, স্বাধীনতাব্যঞ্জক ব্যবহারে এবং সৎকর্ম্মে আত্মবলি-দানের প্রভাবে জীবনকে পরিবর্ত্তিত আকারে গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কত ছাত্র কুসংসর্গের অকুল সমুদ্রে হয়ত ভাসিয়া যাইত—সংসার তাহার খবরও রাখিত না—এক দাদামহাশয় তাঁহার স্নেহ-হস্ত প্রসারণ করিয়া সজোরে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ চরিত্রের প্রভাবে তাহা-দিগকে সততায় অনুরঞ্জিত করিয়া এক একটিকে চরিত্রে ও বিদ্যাবত্তায় মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন!

তাঁহার বুদ্ধি এরূপ সর্ব্বভাবপরিগ্রাহী ছিল যে, কি সাহিত্যবিদ্, কি বিজ্ঞানবিদ্, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গেই তিনি অবলীলাক্রমে আলাপ করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার বন্ধুত্ব বড়ই গভীর ছিল। যিনি তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন তিনিই বুঝিতে পারিতেছেন যে, কেমন এক মূর্ত্তিতে পিতা, মাতা, গুরু ও সখা হারাইয়াছেন। প্রকৃতই তিনি নিজকে ভুলিয়া ভালবাসিতে পারিতেন। কিন্তু যাহার জন্য এত ভালবাসা, তিনি যদি দাদামহাশয়ের অমতে অসত্যের সঙ্গে সন্ধি করিতেন কিংবা তাঁহার মতে যাহা অন্যায় তাহার সমর্থন করিতেন কিংবা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জীবনকে অন্যায়ের পথে ধাবিত করিতেন তাহা হইলে সেই বন্ধুর সেই কার্য্যের সঙ্গে এবং তদানুসঙ্গিক কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন প্রকারে তাঁহার কোনই সহানুভূতি পরিলক্ষিত হইত না। তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেন—এতই নীতিবান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি ছিলেন! তথাপি তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী।

উক্ত উপাসনা সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিমোহন বসু কর্ত্তৃক বিবৃত।

সাধারণতঃ আমাদের তর্কপ্রণালীতে যে কু অভ্যাস আছে, আমরা তর্কে স্বমত প্রবল এবং প্রতি পক্ষের মতকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করি; দাদামহাশয়কে কোন দিন কোন বিষয়ে কাহার সহিত এরূপ তর্ক করিতে দেখি নাই। তিনি অতি ধীরভাবে অন্যের কথা শুনিতেন, যদি তাহা তাঁহার প্রাণে স্থান দিতে না পারিতেন দুঃখিতস্বরে অমনি বলিয়া উঠিতেন, "ভাই, তোমার কথাটি আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার ভাব, আমিও ভাবি।" তিনি দুর্ব্বলতা ও উদ্যমহীনতা দেখিলে বড়ই দুঃখিত হইতেন, তখন তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে চক্ষে জল আসিত। ত্রুটি দেখিলে তিনি কেমন স্নেহমাখা উচ্চৈস্বরে ধমক দিতেন, সেরূপ কথা ও সেভাব জীবনে আর কখনও শুনি নাই ও দেখি নাই। কাহার কোন বিশেষ গুণের বিকাশ দেখিলে তিনি নাচিয়া উঠিতেন, তখন বোধ হইত তাঁহার মন আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। "আমি বড় সুখী হইয়াছি" বলিয়া আনন্দে দুই হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহার মন অমায়িকতার উৎস ছিল। তিনি একবার সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। বার বার নানা ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তাহা বলিতে থাকিতেন। পরনিন্দার বড়ই বিরোধী ছিলেন। তিনি কর্ম্মবীর, উৎসাহী, স্বভাবের শিশু, শিশুর ন্যায় সরল ও বিনীত ছিলেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মিত, তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধু কে কোথায় আছে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া আত্মীয় করিতেন। ভগবান্ তাঁহাকে যেমন বলিষ্ঠ দেহ দিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মশীল জীবনে দেহের সেইরূপ প্রয়োগ করিতেন। কোন কর্ম্মে কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দৃষ্ট হইত না। তাঁহার বেশভূষার আড়ম্বর ছিল না, সাধারণভাবে থাকিতেন।

সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। উপাসনার সময় তাঁহার মুখ দেখিলে প্রাণে কেমন এক নির্ম্মল ভাবের উদয় হইত। তিনি বিদ্যালয়ে পড়েন নাই, অথচ ভাষা ও ভাব শুনিলে ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভাষায় তাঁহাকে ব্যুৎপন্ন মনে হইত। বসুধার সকলেই তাঁহার কুটুম্ব ছিল।

স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা

"শরচ্চন্দ্র লাইব্রেরী"

সিটীকলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রগণ শরৎবাবুর কতিপয় সুহৃদের সাহায্যে গত ২৫শে আগষ্ট ১৯১৪ তাঁহার স্মরণার্থ সিটীস্কুলে "শরচ্চন্দ্র লাইব্রেরী" নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সিটীস্কুলগৃহে একটী অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারমেন শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ভায়েসচেয়ারমেন মুন্সী সাহেব আলী, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত রমানাথ চক্রবর্ত্তী, পোষ্টেল সুপারিণ-টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত বেচারাম বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রামসুন্দর গুহ বি এল, এবং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সুললিত ভাষায় শরৎবাবুর সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং সত্যনিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলে বাবু শ্যামাচরণ রায় শরৎবাবুর জীবনী এবং জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে একখানি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর প্রধান শিক্ষক বাবু

গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লাইব্রেরী কিরূপে পরিচালিত হইবে এবং লাইব্রেরী দ্বারা ছাত্রদের কি উপকার হইবে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ৺মহারাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুরের প্রাইবেট সেক্রেটারী বাবু রমানাথ চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার বাবু রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস শরৎবাবুর বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু বলেন। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় শরৎবাবুর নির্ম্মল চরিত্রের অনুকরণ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিয়া লাইব্রেরীর দ্বার মুক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় যে বিবরণী পাঠ করেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

* * * Babu Sarat Chandra Roy was a great friend of students. They looked up to him as their patron and guardian. He spared no pains to help and guide them in the prosecution of their studies and formation of their character. In all their difficulties he sood by them. He took a leading part in the establishment of this school. * * * He identified himself with all movements of progress, and he was always earnest and enthusiastic in whatever he took in hand. He was thoroughly independent and fearlessly advocated the cause of truth. He was open-hearted and straight forward. He knew no compromise between truth and untruth, between

righteousness and unrighteousness. If he was convinced that any one, however great he might be, or however dear he might be to him, was wrong in his dealings, he used to assail him with all vehemence, compel him to eschew the path of unrighteousness. * * * The students out of reverance to his memory have arranged to start this library with the help of some of his friends and admirers. This is a humble beginning and I sincerely trust it will benefit the students and that it will develop in time.

তাঁহার জীবনের যেরূপ সদ্গতি হইয়াছে, তাঁহার দোকানের সদ্গতিও সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, দোকানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সোম, বাবু অমরচন্দ্র দত্তের পরামর্শে দোকানের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ে প্রচুর অর্থ হইয়াছিল। তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া যে অর্থ উদ্ধর্ত্ত হয় তাহা হইতে প্রথমে ময়মনসিংহ সিটীকলেজে "শরচন্দ্র বৃত্তি" দেওয়া হইত।

তৈলচিত্র স্থাপন।

True Copy

Calcutta
88, Amherst street.
16/1/15.

To

Babu Syama Charan Roy
Pleader, Secretary, City C. School,
Mymensingh.

Dear Sir,

The friends and admirers of the late Babu Sarat Chandra Roy, who was one of the founders of the Mymensingh Institution now called the City Collegiate School Mymensingh Branch, have the pleasure of presenting his portrait to the City Collegiate School and request the favour of your kindly accepting it and taking steps that the portrait may be hung up in the Hall of your school.

We beg to send the portrait in oil-colours to you through Babu Amar Chandra Dutt.

Yours truly
(Sd.) Pares Nath Sen.
(Sd.) Gagan Chandra Home.

Extract from the resolution of the Managing Committee of the C. C. School Mymensingh 7-2-15.

8. Resolved that the portrait in oil colours be accepted with thanks and hung up in the Library Room.

A copy of the resolution be sent to Babus Paresnath Sen and Gagan Chandra Home.

১৯১৫ সনের ৭ই মার্চ্চ সিটি কলেজিয়েট স্কুলগৃহে স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র উদ্ঘাটন উপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। গোলোকপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল; অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিবার পর "শরচ্চন্দ্র লাইরেরী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, বি এল শরৎবাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি এল, শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্যের পর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয় তৈলচিত্র উন্মোচনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উপস্থিত সভ্যগণের সমর্থনান্তে সভাপতি মহাশয় তৈলচিত্র উন্মোচন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ এবং শ্রীযুক্ত রামসুন্দর গুহ বি, এল সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় পঠিত বিবরণী :—

এই সভাতে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র রায় সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। তিনি অতি উচ্চ চরিত্রের লোক ছিলেন। মহতেই মহতের মর্য্যাদা অধিক বুঝেন। ১৯০১ সনের ৩রা আগষ্ট শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ৺আনন্দ-মোহন বসু শ্রদ্ধেয় অমর বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এই :—

(পত্র পাঠ)

এইরূপ ব্যক্তিরই স্মৃতি চিহ্ন রাখা আবশ্যক। গত ২৫এ আগষ্ট এই স্কুলে ছাত্রগণের উপকারার্থ "শরচ্চন্দ্র লাইব্রেরী" নামে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধু লোকের চরিত্র সাধুচিন্তা সজাগ করিয়া দেয়। বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ, যিনি এই স্কুলের ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন নাম থাকা কালে প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং বাবু গগনচন্দ্র হোম বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া ৺শরচ্চন্দ্রের এই তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া সিটি স্কুলকে—শরচ্চন্দ্র যে সিটি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেই স্কুলকে দিয়াছেন; স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ৺ মোক্ষদাকুমার বসু শরচ্চন্দ্রের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যশোদা কুমার বসু এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্রের স্মৃতি স্থাপনার্থ যাঁহারা এ পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম :—শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ নন্দী, শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বেচারাম বসু, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ চাকলাদার, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়। আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ।

৺শরচ্চন্দ্র রায় চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক আস্থা ও অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না তথাপি যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া নিষ্কাম সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সেবাব্রতের কথা সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় নাই; সভাসমিতিতে উহার উল্লেখ হয় নাই, জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই; তিনি যে ভাবে দীন ও আর্ত্তের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা, যে ব্যক্তি সেই সেবার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারে নাই। এই সেবা ব্রতের মধ্য দিয়া তিনি ব্রহ্মোপাসনা করিয়া গিয়াছেন। এই সেবাব্রতের মধ্য দিয়া তিনি মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু, ৺মহারাজা সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বী শরচ্চন্দ্র রায় জীবনে কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কে কোন্ কথায় তুষ্ট কোন্ কথায় রুষ্ট হইবে তাহা তাঁহার ভাবিবার অবসর ছিল না। স্বাধীন ব্যবসায়ে তাঁহার যে সামান্য আয় হইত তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও স্ফূর্ত্তিহীন দেখে নাই। কর্ত্তব্যের পথে সর্ব্বদাই তিনি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। সরলতা, নিস্বার্থতা ও পবিত্রতার মূল সূত্র হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। এই কারণে কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মহীনতার সহিত তাঁহার চিরবিরোধ ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কারণে তিনি তাঁহার উচ্চ চরিত্রের অনুরূপ বন্ধুবর্গ লাভ করিয়াছিলেন। অন্যায়ের সহিত কোন অবস্থাতেই compromise করা হইবে না—ইহাই

তাঁহার কার্য্যের মূলভিত্তি ছিল। "যাহা করিবার করা হইয়াছে, যাহা বলিবার বলা হইয়াছে"—তাঁহার অন্তিম কালের এই বাক্য জীবনের কঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম ব্যক্তিগণের পক্ষেই সম্ভবে। ইহজীবনের কার্য্যক্ষেত্রের পর পারে কি আছে, ইহলোকের কার্য্য দ্বারা পরলোকের জন্য সঞ্চয় করিতে হইবে—এ ভাবনা শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। তাঁহার মানব জীবনের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

চিরদিন আত্মগোপন করিয়া চলা যাঁহার প্রকৃতি ছিল তাঁহার বান্ধব-সমাজ আজ তাঁহার তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া আপনাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রক্ষা করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত বলেন ঃ—

আমি যে আমার জীবনের কিয়ৎকাল অক্লান্তকর্ম্মা শরচ্চন্দ্রের পদতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার কার্য্যময় জীবন অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে সত্য সত্যই সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। তাঁহার দেহ যেমন বিশাল ও উন্নত ছিল, তাঁহার মনও তেমনই উদার ও উন্নতি-লিপ্সু ছিল। তিনি কখনও ক্ষুদ্র লইয়া বিব্রত থাকিতেন না; তিনি বৃহতের উপাসক ছিলেন, চিরদিনই তাঁহার মন বৃহতের অনুধ্যানেই রত থাকিত।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে একদিন তাঁহার দোকানে তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে,—কথায় কথায় বেলা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে,—আমি উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, এমন সময়ে তিনি বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা কর,—অনেক বেলা হইয়াছে,—ক্ষুধায় তোমার বড় কষ্ট হইতেছে,—কিছু খাও, শরীরটা একটু সুস্থ করিয়া বাড়ী যাও।" এই বলিয়া দুইজন আমওয়ালাকে ডাকিলেন। তাহাদের ঝুড়িতে নানা প্রকারের আম ছিল। আমার উপর আদেশ হইল আস্বাদন না করিয়া

সর্ব্বাপেক্ষা ভাল আম বাছিয়া লইতে হইবে। আমি অনেক দেখিয়া, গন্ধ লইয়া একজাতীয় ছোট আম বাছিয়া লইলাম। দেখিয়াই, তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি! বৃহতের উপাসক হইয়া ক্ষুদ্রের দিকে দৃষ্টি! ও আমটা নয়, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা বড় তাহাই বাছিয়া লও"। বৃহতের দিকে তাঁহার এমনি দৃষ্টি ছিল;—ক্ষুদ্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহার এমনি ঘৃণা ছিল!

যে রোগে জড়দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কালরোগে তিনি তাঁহার দোকান-গৃহে শয্যাগত। ১৯০১ সনের ১২ই জুলাই পদতলে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। তখন কি জানিতাম ইহাই ইহলোকের শেষ বিদায়? কিন্তু সেই সাধু পুরুষ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি সপরিবারে এ স্থান হইতে যাইতেছ, জানি না আবার তোমাদের সঙ্গে ইহলোকে দেখা হইবে কি না। তোমার সহ-ধর্ম্মিণীকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিও, তোমরা যেখানেই থাক না,—আমিও যেখানেই থাকি না, আমার শুভ ইচ্ছা সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। একটী কথা চিরদিন মনে রাখিও—'No compromise with untruth'! অসত্যের সহিত,—অধর্ম্মের সহিত,—অন্যায়ের সহিত,—পাপের সহিত কখনও সন্ধি করিবে না।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এল বলেন ঃ—

আমি ইংরেজী পড়িবার জন্য ১৮৮৫ কি ৮৬ সনে এই নগরে প্রথম আসি। আমি ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসনের (বর্ত্তমান সিটী স্কুল) ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের শিক্ষক ছিলেন। আমি ভর্ত্তি হওয়ার কয়েকদিন পর ঈশান বাবু অন্যত্র চলিয়া যান। যাইবার কালে তিনি শরৎবাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দেন।

আমি এই নগরে এক প্রকার নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম।

যে বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে পারিব বলিয়া ভরসা ছিল কোন কারণে সে বাসায় আমার থাকা হইল না। তখন এক হোটেলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। হোটেলে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। সেই হোটেলে আরও কয়েকটী ছাত্র থাকিত।

একদিন রাত্রিতে একটী ছাত্রের ওলাউঠা হইল। আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সহরে নূতন আসিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানা নাই ; হাতে তেমন পয়সা নাই। সেই অল্প বয়সে এই মহাসঙ্কটের সময়ে কি করিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।

তখন আমার শরৎবাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি প্রথম পরিচয়ের দিন বলিয়াছিলেন—কোন অসুবিধায় পড়িলে আমাকে জানাইও। আমি রাত্রিতেই আমাদের বিপদের কথা শরৎবাবুকে জানাইলাম। তিনি এই অবস্থার কথা শুনিবামাত্র হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল দেহ, তাঁহার বিপুল উৎসাহ। তিনি আসিবা মাত্র আমার মনের হতাশ ভাব চলিয়া গেল। যখন যাহা আবশ্যক তিনি তাহা করিতে লাগিলেন। কয়েকটী যুবককে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং নগরের প্রধান প্রধান ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কোনও সময়ে বেদানা-হাতে উপস্থিত, কোনও সময়ে শুশ্রূষার জিনিষ লইয়া উপস্থিত, কোনও সময়ে রোগীর মাথায় জল দিতেছেন, কোনও সময়ে তাহার বিছানা ও কাপড়াদির সুব্যবস্থা করিতেছেন। রোগীর সেবা শুশ্রূষার ও চিকিৎসার কোন ক্রটীই রহিল না।

ইতিমধ্যে আমার পেটের অসুখ উপস্থিত। শরৎবাবু আমাকে তাঁহার গৃহ ব্রাহ্ম-দোকানে নিয়া গেলেন। এদিকে আমার সেবা শুশ্রূষা চলিতে লাগিল, ওদিকে হোটেলে সেই ছেলেটীর প্রতি সেইরূপ যত্ন চলিতে লাগিল। তাহার জীবনের আশা একরূপ ছিল না। শরৎবাবুর দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা পাইল। শেষে সেই ব্যক্তি ডাক্তারি স্কুলে পড়িয়া

নিজেই ডাক্তার হইয়াছিলেন। ইহার পর কলিকাতায় এবং এই নগরে বহুবার তাঁহাকে দেখিয়াছি; তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত আর সকলে যে শ্রেণীর লোক শরৎবাবু সেই শ্রেণী অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থিত। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত।

শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বলেন ঃ—

এই নগরে জলের কল হইবার পূর্ব্বে খুব ওলাউঠা হইত। সাধু শরচ্চন্দ্র অগ্রণী হইয়া ওলাউঠা রোগীর শুশ্রূষা করিতেন। অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকেও তিনি যত্নপূর্ব্বক দেখিতেন। এইরূপ ভাবে পরসেবা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

এই নগরে বহু নিরাশ্রয় ছাত্র আসিয়া কোথায় কাহার বাসায় থাকিয়া পড়িবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। সহৃদয় শরচ্চন্দ্র এই শ্রেণীর ছাত্রদের বাসস্থান স্থির করিয়া দিবার জন্য কত না খাটিতেন এবং বাসস্থান ঠিক করিয়া বহু ছাত্রের পড়ার সুবিধা করিয়া দিতেন। নানা উপায়ে তিনি ছাত্রদের উপকার করিতেন। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ বি, এ, এখন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট; এই নগরে ছাত্রাবস্থায় বাসার অভাবে তাঁহাকে বহু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। শরৎবাবু তাঁহার সে অসুবিধা দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা একবার কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনের পাশ দিয়া ব্রাহ্মদোকানের দিকে যাইতেছিলাম। টিকিট করিবার স্থানে একটী মৃতদেহ ও ১০।১২ বৎসরের একটী বালককে দেখিলাম—সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। বালককে শরচ্চন্দ্র সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ মৃত ব্যক্তি বালকটীর পিতা; অসুস্থ পিতাকে লইয়া বালকটী দেশে যাইতেছিল, পালকীর মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, সঙ্গে যে কয়েকটী টাকা ছিল বাহকেরা উহা লইয়া টিকিট করিবার ঘরে ঐ মৃত ব্যক্তিকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। শরৎবাবু বালকটীর

দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তাহার পিতার সৎকারের চেষ্টা। তাহার স্বজাতীয় কয়েকজনকে খুঁজিয়া বাহির করিলেও কেহ আসিল না। অবশেষে ওরূপ স্থানে মৃত দেহের যেরূপ গতি করা সম্ভব তাহাই হইল। শরৎবাবু ঐ বালকটীর রাত্রিতে থাকিবার ও দেশে পঁহুছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ভক্তিভাজন শরচ্চন্দ্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ যেমন উন্নত ছিল, মনও তেমনি উন্নত, হৃদয়ও তেমন প্রশস্ত ছিল। তিনি ধনী ছিলেন না, তাঁহার জনবল ছিল না, তিনি উচ্চ শিক্ষা পান নাই। তথাচ অনেক ধনী যাহা পারেন না, যাঁহার জনবল আছে তিনি যাহা পারেন না, অনেক উচ্চ শিক্ষিত যাহা পারেন না, মহাত্মা শরৎচন্দ্র ধর্ম্ম-বলে উহা সম্পন্ন করিয়া মানবের আদর্শস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন।

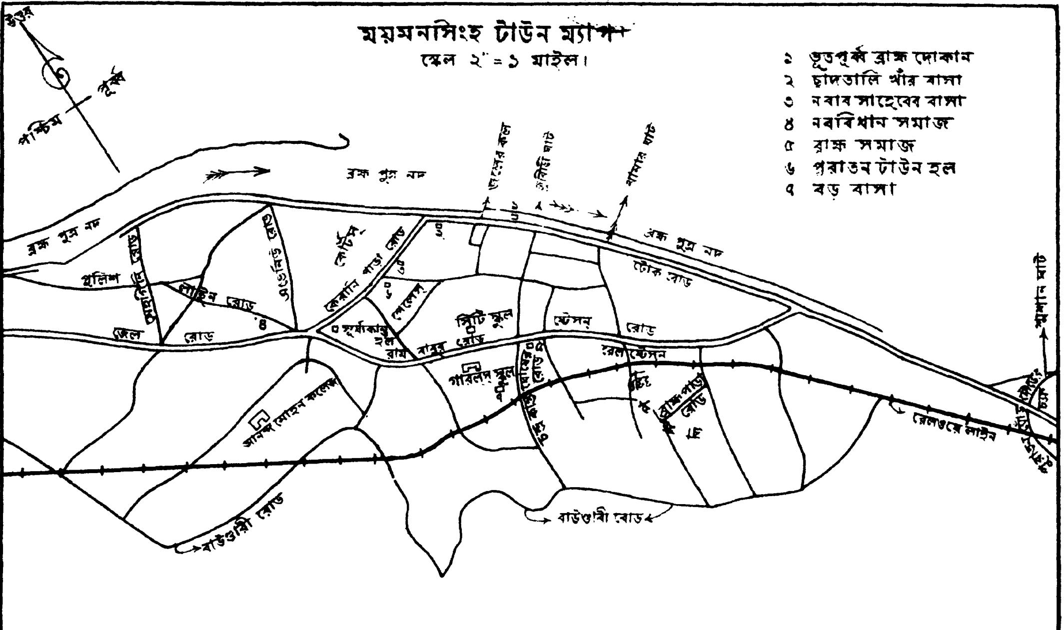
বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এই নগরের একজন কর্ম্মশীল উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। আজ প্রায় পনর বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এই নগরের এমন কোনও সৎকার্য্য ছিল না যাহার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন না। পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার উপায় বিধান ইত্যাদি কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন এবং তাঁহার জীবনের প্রায় সর্ব্ব সময় তিনি এই প্রকার পরোপকারার্থই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহের ছাত্রসমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। স্থানীয় সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার একখানি তৈলচিত্র ঐ স্কুলে স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩শে ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্নে স্কুলগৃহে একটী

সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় শরৎবাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার পর ঐ তৈলচিত্র উন্মোচন করা হইয়াছে। চারু মিহির ২৫শে ফাল্গুন ১৩২১।

শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাস জ্যেষ্ঠ সহোদর শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি পুস্তকে লিখিয়াছেন—"তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল এত প্রবল ছিল যে, কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের ভীষ্ম বলিতেন।

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :—

হে সংযমী সত্যকাম হে চিরকুমার,
ব্রহ্মব্রত চিরযতি চির ব্রহ্মচারী,
যোগযুক্ত চিরমুক্ত জীবন তোমার
যোগীন্দ্র শিবের মত সন্ন্যাসী-ভিখারী !
প্রজ্ঞানেত্র ছিল তব পাপ ধ্বংসকারী,
স্নিগ্ধ করিয়াছ দেশ প্রীতি চন্দ্রমায়,
জ্ঞানালোকে সূর্য্যসম দুর্নীতি সংহারি
জনম করিলে ধন্য দেশের সেবায় !
পবিত্র জীবন তব পূত গঙ্গাবারি
বহে এ পতিত দেশে পুণ্য প্রস্রবণ,
অমৃত মঙ্গলময় পূত স্পর্শে তারি
জাগিয়া উঠিল কত নবীন জীবন !
অনামা অপূর্ব্ব-কর্ম্মা ওহে কর্ম্মবীর,
বিশ্বের পূজিত ভীষ্ম তুমি বাঙ্গালীর !


ময়মনসিংহ টাউন ম্যাপ
স্কেল ২" = ১ মাইল।
১ ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম দোকান
২ চাঁদআলি খাঁর বাসা
৩ নবাব সাহেবের বাসা
৪ নববিধান সমাজ
৫ ব্রাহ্ম সমাজ
৬ পুরাতন টাউন হল
৭ বড় বাসা
উত্তর
পূর্ব্ব
পশ্চিম
ব্রহ্ম পুত্র নদ
ব্রহ্ম পুত্র নদ
ব্রহ্ম পুত্র নদ
টোক রোড
ষ্টেসন রোড
রেল ষ্টেসন
সিটি স্কুল
গারলস্ স্কুল
রাম বাবুর রোড
জেল রোড
পুলিশ
লাইন রোড
কোর্টস্
কেরানি পাড়া রোড
আনন্দ মোহন কলেজ
বাউণ্ডারী রোড
বাউণ্ডারী রোড
রেলওয়ে লাইন
ব্রাহ্মপাড়া রোড
শ্মশান ঘাট
বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও।

শরচ্চন্দ্র

এ জগতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু সকলের জীবন সার্থক বলিয়া গণ্য হয় না। ঈশ্বরভক্তি, স্বদেশ-সেবা, সাহিত্যের পরিচর্য্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পরিমাণ অনুসারে সচরাচর জীবনের সফলতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রের আয়তন যাঁহার যত প্রশস্ত, জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ যাঁহার যত অধিক, তাঁহার সুখ্যাতি তত বিস্তৃত। কিন্তু সকল সময়ে ঐ সুযোগ ও বিস্তৃতি মানব-জীবনের সার্থকতার মানদণ্ড নহে। একদিকে তরঙ্গময়ী জাহ্নবী, অপরদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। বন্দনায় ভাগীরথীর ব্যাখ্যা উছলিয়া উঠিলেও ফল্গুর উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; উভয়েই একই ধরিত্রীর বক্ষ সরস ও সুশীতল করিতেছে।

আমরা যাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিপুলা পৃথিবীর তুলনায় বিস্তৃত ছিল না, জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-যোগ্য কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান করিয়া যান নাই। তাঁহার কার্য্য ফল্গুর ন্যায় অন্তরালে অন্তরালে প্রবাহিত হইয়াছে। সময়ের যে সরস স্তর হইতে রস গ্রহণ করিয়া শরচ্চন্দ্রের জীবন পরিপুষ্ট হইয়াছিল আমরা প্রথমতঃ তাহারই পরিচয় প্রদান করিব।

ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত নাছির নগর গ্রামে ১৮৪৬ সনের নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুন্সেফী আদালতে ওকালতী করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত রায়ের চারিপুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজদাসের এবং কনিষ্ঠা এক মাত্র কন্যা অন্নপূর্ণার শৈশবেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র মহিমচন্দ্র, ১৮৬৭ অব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি এক জন অসাধারণ বলশালী সাহসী পুরুষ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া উপবিভাগে মোহরের কার্য্য করিতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। ইনি তুফানের মত দ্রুত লিখিতে পারিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম সবডিভিসনেল অফিসার মেঃ জে, জি, কিলবী, মহিম চন্দ্রকে "তুফান মহরের" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ কৈলাস চন্দ্র কাছাড় হাইলা-কান্দী উপবিভাগে হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেছেন। শরচ্চন্দ্রের মাতা উত্তরাসুন্দরী অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। পিতা মাতা উভয়েই আতিথ্য-সৎকার পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের গৃহ আগন্তুকের আরামপ্রদ আশ্রম ছিল। জনক জননীর আতিথেয়তার উদারক্ষেত্রে শরচ্চন্দ্রের সহৃদয়তার প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহাই তাঁহার জীবনাঙ্কুরের সারভাগ। তিনি কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, গৃহ তাঁহার গুরু, সময় তাঁহার শিক্ষক এবং বঙ্গের তাৎকালিক অবস্থাই তাঁহার অবৈ-তনিক অধ্যাপক ছিল।

বঙ্গদেশে ১৮৫৮ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত এক শুভ যুগের উদয় হইয়াছিল। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঋষিদিগের ন্যায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন, কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারে প্রমত্ত, নবযুগের শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য সংস্কারে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের তখন অসীম প্রভাব। অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের এক এক সুবর্ণ স্তর গড়িয়া তুলিতেছেন। রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস রাজনৈতিক স্রোতে যে তরী ভাসাইয়াছিলেন, সুরেন্দ্র-নাথের শক্তি সঞ্চারে তাহার পালপক্ষে তুফান বহিতে লাগিল। আনন্দমোহন ধর্ম্ম এবং রাজনীতির সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। ছাত্রসভার আবির্ভাবে নবযুগের নবজীবনে শারদ-জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। তখন "সুলভ সমাচার" অতি সুলভে নবযুগের সুসমাচার সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত বহন করিত। এই যুগে বাঙ্গালায় মেরীকার্পেণ্টারের পদার্পণ, মহিলা সমাজে এক নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। হৃদয়, মন ও আত্মার তৃপ্তির জন্য—ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য রাজনীতির এমন উত্তম সময় আর উপস্থিত হয় নাই।

এই যুগের বীজ-মন্ত্র "সত্য"। ধর্ম্মের সত্য সেবা, রাজ-নীতির সত্য সেবা, সমাজের সত্য সেবা এবং সাহিত্যের সত্য সেবা এই যুগের মহাব্রত ছিল। তাহা না হইলে, দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি হইতে পারিতেন না, ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বলিয়া পূজিত হইতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উচ্চ সিংহাসন লাভ করিতে পারিতেন না, কৃষ্ণদাসের শুভ্র মূর্ত্তি এত সত্বর প্রতি

হইত না, হেমচন্দ্রের বীণা বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিত না। এই যুগ, মূষিক মার্জ্জার, অহিনকুল ,সিংহ ও মেষের সৌহার্দ্দ্যে রঞ্জিত না হইলেও ইহা সত্য সেবার সত্যযুগ। যাঁহারা অমর হইয়াছেন, যাঁহাদের যশ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে লক্ষবর্ষ পরমায়ু বা একবিংশতি হস্ত পরিমিত দেহ অতি তুচ্ছ কথা। এই যুগ-প্রবর্ত্তকগণ সত্যের সেবায় আত্মদান করিয়া এদেশে যে উন্নত উর্ব্বর স্তর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন অভিষিক্ত-শিক্ষকশূন্য শরচ্চন্দ্র, সেই স্তরে মূল প্রোথিত করিয়া কর্ম্মময় জীবনের কাণ্ড এবং শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র যে উদার যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিশাল দেহ, প্রশস্ত হৃদয় এবং উন্নত মন সেই যুগের উপযুক্ত ছিল।

শরচ্চন্দ্রের জন্মভূমি কুমিল্লা। তাঁহার জীবনের আদি, মধ্য, শেষ ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ নগরের অনুকণায় শরচ্চন্দ্রকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রান্তরে বট বৃক্ষ স্বচ্ছন্দে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিপুলতা লাভ করে, মুক্ত আকাশ এবং আলোক তাহার সহায়; কিন্তু বীজ শূন্যে রাখিয়া দিলে উহার অঙ্কুরের সম্ভাবনা নাই; পাদমূলের ভূমির উর্ব্বরতার উপর বৃক্ষ লতার শোভা ও সামর্থ্য নির্ভর করে। বঙ্গদেশের তাৎকালিক অবস্থার আলোচনায় সময়ের মুক্ত এবং সত্য ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ নগরের প্রকৃতির পর্য্যালোচনায় পাদমূলের মৃত্তিকার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

নসিরাবাদ প্রাচীন নগর নহে। পূর্ব্বে এই নগর কতকগুলি

অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত ছিল। ১৭৮৬—৮৭ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নগরের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এই নগরে প্রাচীন কোন সম্ভ্রান্ত বংশের স্থায়ী বাস নাই; বিচারালয়, বিদ্যালয় এবং ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে কয়েক সহস্র লোক এখানে বাস করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত লোকের আবির্ভাবে ইহার ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাজনীতি চর্চ্চায় নব বল সঞ্চারিত হইয়াছে।

১৮৫৩ সনে ময়মনসিংহ নগরে জেলা স্কুলের প্রতিষ্ঠায় ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সেই নূতন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত নব ধর্ম্মের নূতন জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শরচ্চন্দ্রের জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজের শিক্ষাই প্রধান সার বস্তু, সুতরাং তাহার ইতিহাস এইস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে করটীয়ার জমিদার চাদত আলী খাঁর বাসা, ১৮৫৪ সনে তথায় মোক্তার কালী গাঙ্গুলী বাস করিতেন। ১৮৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে শিক্ষক স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, সূয়াপুর নিবাসী বাবু ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত এবং হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ উক্ত কালী গাঙ্গুলীর বাসায় এই নগরে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিতেন এবং সমাজের সহায়তা করিতেন। ক্রমে শিক্ষক বাবু ভগবানচন্দ্র বসু, বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালিকাদাস দত্ত,

খাজাঞ্চী জমিদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস, উকীল বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক বাবু জগদানন্দ সেন প্রভৃতি অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের স্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। সেরপুরের শিক্ষিত ভূম্যধিকারী বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ১৮৬৭ সনের ২৩শে আষাঢ় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সেন, বাবু প্রসন্ন কুমার সেন, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র, শাখা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু দিন পর বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু নিত্যহরি মিত্র ইহার সভ্য হন।

এতদিন ব্রাহ্মসমাজের কোন গৃহ ছিল না। বর্ত্তমানে যে স্থানে ঢাকার নবাব সাহেবের বাসা, ১৮৬৫ সনে তথায় বাবু কালিকা দাস দত্ত প্রভৃতির যত্নে দুই শত টাকা মূল্যে একখানি গৃহ ক্রীত হয় এবং ঐ সনের ১২ই মার্চ্চ হইতে নূতন গৃহে উপাসনা হইতে থাকে। গন্ধর্ব্বকান্তি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অশ্রু অভিষিক্ত হইয়া উদাস রাগে তান ধরিতেন—

মন কেন কাঁদে রে, প্রাণ কেন কাঁদেরে,
মিছে দারা সুত ধন লাগিয়ে,
ত্যজরে মনের ভ্রান্ত, হওরে বিষয়ে ক্ষান্ত
পূর্ণানন্দপুরে চল নিরানন্দ ত্যজিয়ে

তখন প্রতি উপাসকের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের সন্ন্যাসচিত্র অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিত।

শরচ্চন্দ্র

(২)

১৮৬৬ সনে ময়মনসিংহ নগরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পদার্পণ এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই সময়ে ময়মনসিংহের কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল। এক দিকে দেশীয় এবং পাশ্চাত্য কৃষি ও শিল্প সম্পদের সংগ্রহ, অপর দিকে দেশীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণাবতার কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব—লোকের মনে এক নব উৎসাহ ঢালিয়া দিল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অগ্নি প্রধূমিত করেন, ১৮৬৭ সনে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রচারক ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই নগরে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন। তাঁহার বক্তৃতা-বহ্নির সঙ্গে তুফান বহিল। তিনি নগরের নানাস্থানে ৩০শে মাঘ "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ", ৫ই ফাল্গুন "উপাসনা," ৭ই "মুক্তি", ১১ই "পবিত্রতা", ১৪ই "সংসার" এবং ১৮ই "পৌত্তলিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বিজয়-কৃষ্ণের বক্তৃতায় নগর কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বক্তৃতার ফলে বাবু ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞাপনী সম্পাদক বাবু জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত পরিত্যাগ করেন এবং বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ ও বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পড়েন। নগরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ব্রাহ্মদিগকে শাসন করিবার বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে থাকে। এই নগরে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে

অভিযান অল্প দিনের নহে। ১৮৫৪ সনের আষাঢ়ের তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণে প্রকাশ—"এই সভা ভঙ্গের কারণ, কতকজন কত মতাবলম্বী হইয়া কত অপবাদ, কত বিবাদ, কত রাগ, কত বিতণ্ডা, কত উপহাস প্রভৃতি কতরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ না করিয়াছেন।" বিজয়কৃষ্ণের বিশ্বাস ও ভক্তির আকর্ষণে হিন্দু-সমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রাহ্ম-সমাজের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন দেখিয়া হিন্দু-সমাজের অগ্রণিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। দুর্ব্বল সৈনিকগণ সংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; রামচন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন। সম্পাদক অগ্নিহোত্রী, "গোলযোগের মধ্যে আমরাও জিহ্বা পরম্পরায় আরূঢ় হইয়াছি" কিন্তু "আমাদিগকে কেহ নিরুপবীত দেখেন নাই"—এই সকল কথার আবরণে তাঁহার উপবীত ত্যাগের কথা আপনি "বিজ্ঞাপনীতে" অস্বীকার করিতে লাগিলেন। বাবু গোবিন্দ, গোপীকৃষ্ণ, পার্ব্বতীচরণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। বাবু রামসুন্দর গুণ তুলসী তলায় লুঠাইয়া হরিনাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইলেন। বাক্‌পীড়নে পীড়িত হইয়া তৎসময়ে বিজ্ঞাপনীতে বাবু রামচন্দ্র শর্ম্মা, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, জগদানন্দ সেন, কমলাপ্রসন্ন বল, অন্নদাপ্রসাদ দাস, গোবিন্দ-চন্দ্র বসু এক পত্র প্রকাশ করিলেন। বিশ্বাসের দুর্গশিখরে ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস ও গিরিশচন্দ্র সেন অটল দণ্ডায়মান রহিলেন। হিন্দু এবং ব্রাহ্মের এই বিসংবাদ সময়ে ১৮৬৭

সনের ১৩ই ফাল্গুন "হিন্দুধর্ম্ম-জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ এতদিন আদি-সমাজের ছায়ার অনুগমন করিতেছিলেন, বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতার পর হইতে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্ম-সমাজের ভাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শিক্ষা এবং সাহিত্যে সজীবতা ছিল। ১৮৫৩ সনে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৮ সনে "মনোরঞ্জিকা" সভার সৃষ্টি। জেলা স্কুলের "মনোরঞ্জিকা", বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের "বিদ্যা-বিমল-চন্দ্রিকা" সভায় ছাত্রগণের সাহিত্য চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, ৺আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির ধর্ম্মজীবন মনোরঞ্জিকা সভার ফল। ঐ সনের ৭ই মে নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা। "ধর্ম্মনীতি" "রচনাবলী" "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" "নীতিবিজ্ঞান" প্রভৃতি পুস্তকের সহিত পরিচিত নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উৎসাহে উদারচিন্তা ও ব্রাহ্মভাব এক নূতন শক্তি লাভ করিয়াছিল।

১৮৬৬ সনে "আত্মোন্নতি" সভার জন্ম। ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট বাবু কালিকাদাস দত্ত, মুনসেফ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, জমিদার বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য, নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাম-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে এই সভার বিশেষ উন্নতি হয়। অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা জন্য ইহা এক উত্তম ক্ষেত্র ছিল। প্রার্থনা করিয়া মনোরঞ্জিকার কার্য্যারম্ভ হইত।

"মনোরঞ্জিকা" ঈশ্বর পূজার পুষ্প চয়ন করিত। "আত্মোন্নতিতে" চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রাহ্ম-সমাজে ঈশ্বরের আরাধনা হইত।

১৮৬৫ সনে বাবু কালিকাদাস দত্ত, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণের যত্নে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা স্কুলের বাবু গিরিশচন্দ্র সেন প্রাতে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। রামচন্দ্র বাবুর কন্যা ৺ কাদু ও বিন্দু প্রথম ছাত্রী। বাবু তারকনাথ রায়ের কন্যা ৺ রাধা তৎপর স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্কুলটী কিছুদিন চলিয়া উঠিয়া যায়।

বর্ণিত সময়ে লোকে সত্যের আলোচনায় উৎসাহী ছিল, ইংরেজী শিক্ষা সর্ব্ব প্রকার উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিত। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায় সত্য যুগের যে মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, ময়মনসিংহের প্রধান নগরে উহা তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। বাবু শরচ্চন্দ্র ১৮৬৪ সনে ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হন। "সত্যই" এই সময়ের সার বস্তু। শরচ্চন্দ্র উহা হইতে বল সঞ্চয় করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার উর্ব্বর ভূমি। প্রথম সংগ্রামে যখন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্বর্ত্তী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন, তখন শরচ্চন্দ্র নিভৃতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিমন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

---

(৩)

বিজয়কৃষ্ণের জ্বলন্ত বক্তৃতায় আকৃষ্ট অধিকাংশ ব্রাহ্ম হিন্দু-সমাজের প্রথম আঘাতে হেলিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরেই গোস্বামী মহাশয় পুনরায় ময়মনসিংহে পদার্পণ করিলেন।

এই সময়ে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রামকৃষ্ণ মুন্সী পেনসন লইয়া দেশে গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন কালেক্টরীর খাজাঞ্চী। গোপী বাবুর বাসার প্রশস্ত অঙ্গনে চন্দ্রাতপ তলে গোস্বামী বিজয় কৃষ্ণ "শান্তি" বিষয়ে এক অত্যুৎ-কৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উহাতে বহু লোকের চিত্ত সচ্চিদানন্দের পরাভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। যে সকল ব্রাহ্ম পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া চিরদিনের জন্য ব্রাহ্ম-সমা-জের শরণ লইলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভার ইংরেজী স্কুলের পণ্ডিত বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের উপর অর্পিত হইল। বাবু কালী-কুমার বসু, এবং শাখা-সমাজের যুবক ব্রাহ্মগণের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় অভিনব শক্তি লাভ করিল।

সেরেস্তাদার রামকৃষ্ণ মুন্সী পরম হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম্মজ্ঞান-প্রদায়িনী সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র গোপীকৃষ্ণ হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আত্ম সমর্পণ করিলেন দেখিয়া হিন্দু-সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। পুনরায় প্রবল-ভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ হইল; কিন্তু গোপীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সমবিশ্বাসিগণ কিছুতেই টলিলেন না। এই

নগরে তখন অধিক সংখ্যক চিকিৎসক ছিলেন না, গোপী বাবু বিবিধ রোগের এলোপেথিক ঔষধ রাখিতেন এবং ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানিতেন। রোগ হইলে লোকে তাঁহাকে আহ্বান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। তিনি রোগীর সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতেন, ঔষধ দিতেন, শুশ্রূষা করিতেন, অবস্থা বিশেষে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন। গোপীকৃষ্ণ বহু লোকের চিত্ত নিস্বার্থ পরোপকার মূল্যে কিনিয়া ফেলিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মের জীবন পরোপকারের জন্য—ব্রাহ্ম সমাজের এই প্রধান শিক্ষা, ময়মনসিংহে বাবু গোপীকৃষ্ণের জীবনে প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছিল।

এতদিন একখানি কাঁচা ঘরে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই সময়ে উদ্যমশীল ব্রাহ্মগণ স্থায়ী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু উদ্দিষ্ট কার্য্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই নগরের অধিস্বামী ৺ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য এই সময়ে স্বয়ং জমিদারীর কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রাচীন কর্ম্মচারিগণের হস্তেই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। ব্রাহ্মগণ এই সকল কর্ম্মচারিগণের নিকট ব্রহ্মোপাসনা জন্য ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের অনুমতি চাহিলেন। কর্ম্মচারিগণ অনুমতি দিলেন না। ব্রাহ্মগণ তৎসময়ের কালেক্টর আলেক্‌জেণ্ডার সাহেব সমীপে প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের তালুক বেয়ার্ডে একখণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব স্থান ৭৫৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই স্থানে যত দিন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত না হইল, তত দিন প্রথমতঃ

হেড্‌মাষ্টার পার্ব্বতী বাবুর বাসায়, তৎপর জেলা স্কুলের পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেনের বাসায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য এক তৃণকুটীর নির্ম্মিত হইল। এই স্থানে একটী খর্জ্জুর বৃক্ষের তলে শরচ্চন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মগণের প্রথম সাক্ষাৎ। শরচ্চন্দ্র কোন হিন্দু মোক্তারের মোহরের ছিলেন; রাত্রিতে কার্য্যান্তে এই খর্জ্জুর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া উপাসনা শুনিতেন। তখন ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয় নাই; এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিবার জন্যও প্রস্তুত হন নাই। এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবল হইয়াছে; তিনি তখন হইতেই ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সুহৃজ্জনের দিকে চাহিয়া গৃহে প্রকাশ্যে দৈনিক উপাসনা করিতেন না; তিনি বলিয়াছেন—স্নানের সময় ডুব দিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া ভগবানকে প্রাণের গভীর প্রার্থনা জানাইতেন।

শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হইতেছে, অভিভাবক মোক্তার মহাশয়ের তাহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি জানিতেন শরচ্চন্দ্র তাঁহার অজ্ঞাতে ব্রাহ্মসমাজের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিবে না, করিলেও উহা গোপন রাখিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবে না। ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিল। মোক্তার মহাশয় এক ঘরে ইষ্টপূজায় উপবিষ্ট, শরচ্চন্দ্র তখন অন্যগৃহে রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত। মোক্তার এবং শরচ্চন্দ্রে যে কথোপকথন হইয়াছিল,শরৎ বাবু আমাদিগকে যে রূপ বলিয়াছেন আমরা সেইরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মোক্তার। শরৎ।

শরৎ। কি আজ্ঞা।

মোক্তার। অমুক সরকারের জমাখরচটা আন তো।

শরৎ। আনিয়াছি, কি আজ্ঞা হয়।

মোক্তার। ঐ জমাখরচে আরও দুইটা টাকা বাড়াইয়া দেওয়া যায়, লেখ তো "কালেক্টরীতে যাইয়া সেরাজদার বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম না, তৎপর তৌর্জীখানায় যাইয়া মূল দলিলের তল্লাসি বাবদে ১৲ দিতে চাহিলাম, না মানাতে কাজ জরুরী বিধায় দুই টাকা, একুন ৩৲ দেওয়া গেল।"

শরচ্চন্দ্র ঐরূপ লিখিয়া যাইয়া নির্ব্বাণপ্রায় চুল্লীতে ইন্ধন প্রদান করিলেন। আবার ডাক পড়িল—শরৎ।

শরৎ। কি আজ্ঞা।

পূজায় উপবিষ্ট মোক্তার মহাশয় বলিলেন, "আবার ঐ জমা-খরচটী আন তো বাবা, আরও দুই টাকা বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

শরচ্চন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া জমাখরচ লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। মোক্তার মহাশয় বলিলেন, পাতাটী বদলাইয়া তাহার উপর লেখ, "তৌজীনবিশ বলিল, মুহরী ঐ দলিল বাসায় লইয়া গিয়াছে, তাহাকে কিছু দিতে হইবে, সরকারের কাজ অতি জরুরী, সরকারের ক্ষতি হইবে, তাহাকেও দুই টাকা দেওয়া হইল, একুনে ৫৲ টাকা।"

শরচ্চন্দ্র হৃদয়ে কি এক বেদনা অনুভব করিলেন, তাঁহার

হাত অবশ হইয়া আসিল, ওদিকে চুলা নিবিয়া গেল। তখন তাঁহার মনে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে—তিনি এইরূপ জমাখরচের সাক্ষী এবং সহায় হইতে পারেন কি না? বহু কষ্টে সে দিনের রন্ধন কার্য্য এবং মধ্যাহ্নের আহার শেষ হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আর এ মোহরেরের কার্য্য করিবেন না। তিনি শাখা-ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনায় নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শরৎ বাবুকে আশ্রয় দান জন্য মোক্তার মহাশয়ের উপর পীড়ন আরম্ভ হইল; বৃদ্ধ মোক্তার শরৎ বাবুকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন কিন্তু শরৎ বাবুকে গৃহে রাখা সুবিধাজনক হইল না, শরৎ বাবুও এই অবস্থায় তাঁহার গৃহে থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবু প্রসন্ন কুমার বসুর গৃহে আশ্রয় লইলেন।

---

(৪)

একদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুগণের বিষদৃষ্টি, অপর-দিকে তাঁহাদেরই উদার অর্থসাহায্য—উভয়ই ব্রাহ্মগণের ধর্ম্ম-জীবনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিল। আঘাত ব্যতীত শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না; অনুকূলতা প্রাপ্ত না হইলে অঙ্কুর শুকাইয়া যায়। ব্রাহ্মগণের প্রতি বাহিরের পীড়ন যতই প্রবল হইতে লাগিল ঈশ্বরে নির্ভর তত বাড়িয়া চলিল। তখন ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছিল, অনেক হিন্দু মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে অচিরে

ব্রহ্মমন্দির ভগবানের কৃপার নিদর্শনস্বরূপ ভূমি ভেদ করিয়া এভিনিউ এবং মুক্তাগাছা পথের পার্শ্বে শির উত্তোলন করিল। ১৮৬৯ সনের পৌষমাসে মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইল। কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং ৺ কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবের মঙ্গলাচরণ একটী সহৃদয় অনুষ্ঠানে আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন ইংলণ্ড যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছেন, পাথেয় অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রার্থনাপত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছিল। উহার একখানি ময়মনসিংহের ব্রাহ্মগণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রার্থনাপত্র বিশ্বাস ও ভক্তির অনুপম চন্দন চর্চ্চায় চিহ্নিত ছিলঃ—"অর্থ কোথা হইতে আসিবে ভগবান জানেন, এক কপর্দ্দকও সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু তাঁহার বিলাত যাওয়ার দিন স্থির হইয়াছে।" ব্রাহ্মগণের কে কি সাহায্য করিবেন পরামর্শ হইল। পরামর্শ সভায় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি গাত্র হইতে আপন শাল উন্মোচন করিয়া কেশবচন্দ্রের বিলাত যাত্রার পাথেয় স্বরূপ পাতিয়া দিলেন, শাল বিক্রয়ে পঁয়ষট্টি টাকা সংগৃহীত হইল। এই দৃষ্টান্তে শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ে সহৃদয়তার একটী সুন্দর পদচিহ্ন পড়িল। কোন্ সময়ে কোন্ বাতাসে কোন্ কুসুমটী ফুটিয়া উঠে, ভগবান ব্যতীত কে তাহার তত্ত্ব রাখিয়া থাকে?

বাবু প্রসন্নকুমার বসু একজন তেজস্বী ব্রাহ্ম ছিলেন, আর

এক তেজ শরচ্চন্দ্র তাঁহার গৃহে নিত্য অতিথি স্বরূপ বাস করিতেন। নগরের পদপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র ভাটায় বহিয়া যায়, অপরাহ্নে উহার তীরে বালকের স্রোত একই সময়ে উজান ভাটায় বহিতে থাকে। শরচ্চন্দ্র তখন সমবয়স্ক ব্রাহ্ম বালকগণের সঙ্গে নদী-তীরে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেন। একদিন তাঁহাদের স্রোতে তর্কের তরঙ্গ উঠিল; বালকগণের ধূম্রপান অতি গর্হিত। তৎ-সময়ে শরচ্চন্দ্র নামে আর একটী বালক ব্রাহ্মসমাজে খোল বাজাইত, লোকে তাহাকে "খোলী শরৎ" বলিয়া চিনিত। খোলী শরৎ এবং শরচ্চন্দ্র উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ। শরচ্চন্দ্র মিত্রকে "কালো শরৎ" বলিয়া সুখী হইতেন। "কালো শরৎ" তাঁহাকে বর্ণ-কুৎসা বিনিময় করিয়া আমোদ সম্ভোগ করিতেন। কালো শরৎ অধিক মাত্রায় তামাক খাইতেন। শরৎ বাবু ইহা অতিশয় কদর্য্য দৃষ্টান্ত বলিয়া সময়ে সময়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। উপস্থিত তর্ক-তরঙ্গে মিত্রের ধূমপানের প্রতি শরচ্চন্দ্র তীব্র ইঙ্গিত করিলেন; শরচ্চন্দ্রের অভিভাবকস্থানীয় বাবু প্রসন্ন কুমার একজন পরি-চিত ধূমপায়ী ছিলেন। "খোলী শরৎ" শরৎ বাবুর অভিভাব-কের ধূমপানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপন দোষ আবৃত করিতে যত্ন করিলেন। বালক, অভিভাবকের অসদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে এবং তিরস্কৃত হইলে অভিভাবকের আচরণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আপন দোষ সমর্থন করে, শরচ্চন্দ্র এই সমস্ত ভাবিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তখন ব্রাহ্ম বাসায় সঙ্গত সভা হইতেছিল, শরচ্চন্দ্র বন্ধুগণসহ সঙ্গতে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গতের কার্য্যান্তে প্রসন্ন বাবু বলিলেন, “ছবরণ, তামাক লাও।” তখন শরচ্চন্দ্র অতি বিনীত অথচ অব্যর্থ কণ্ঠে প্রসন্ন বাবুকে বলিলেন “একটী বালক আজ আপনার ধূমপানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বকীয় কু-অভ্যাস সমর্থন করিল, আপনি ধূমপান পরিত্যাগ করুন।” প্রসন্ন বাবুর সমক্ষে শরচ্চন্দ্র বালক, কিন্তু বালকের কণ্ঠে অব্যর্থ আদেশ-মন্ত্র উদ্গীর্ণ হইল। প্রসন্ন বাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “ছবরণ, মৎ লাও”। প্রসন্ন বাবু জীবনে আর ধূমপান করেন নাই। সুহৃৎগণ এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া শরচ্চন্দ্রের দিকে বিস্ময় এবং ভক্তি সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাবু গিরিশচন্দ্রের স্ত্রী আদর্শ রমণী ব্রহ্মময়ীর তখন মৃত্যু হইয়াছে, গিরিশ বাবু পশ্চিম অংশের বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর অংশে রাজপথের পার্শ্বে যে স্থানে এখন শশীলজের সিংহদ্বার, উহার সন্নিকটে এক গৃহে বাস করিতেন। ঐ গৃহ ব্রাহ্মগণের একটী সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল। ত্রিসন্ধ্যা ঐ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা এবং সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হইত। নগরের নানাস্থানে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম বন্ধুগণের গৃহে পর্য্যায়ক্রমে সংগীত সংকীর্ত্তন করিবার পদ্ধতি ছিল। তখন বিদ্যালয়ের বহু বালক শাখাব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য। অগ্রে পরিণত বয়স্ক বাবু গিরিশচন্দ্র, বাবু গোপীকৃষ্ণ, বাবু কালী কুমার বসু, বাবু প্রসন্ন কুমার বসু পশ্চাতে উৎসাহশীল

বালক পংক্তি ;—স্বভাবের নিয়মে তখন একটী জয়শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় ১৮৭০ সনের আষাঢ়ে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কীর্ত্তন ও উপাসনায় নিত্য উৎসব হইতে লাগিল। ব্রাহ্মগণের ঘরে ঘরে "আজি গাও গভীর স্বরে, নগরে মধুর ব্রহ্মনাম" এই সংকীর্ত্তনটী গীত হইত। আষাঢ়ের উৎসবে বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, বাবু মধুসূদন সেন, ছাত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র, অমরচন্দ্র দত্ত, রমাপ্রসাদ বিষ্ণু ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যভাবে দীক্ষিত হইলেন।

তখন নগরের বহু গৃহে বহু ছাত্র আশ্রয় পাইত। স্বনামধন্য সুপুরুষ নির্ম্মলস্বভাব বাবু গঙ্গাদাস গুহ একজন ছাত্রবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার গৃহে বহু ছাত্র বাস করিত, এবং তাঁহার উদারতার আশ্রয়ে বহু ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষালাভ করিত। তাঁহার বহিরঙ্গণের সম্মুখভাগে একটী সুবৃহৎ বাঙ্গলা ছিল, উহার কক্ষে কক্ষে বালকগণ যখন প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রহ্মোপাসনার ধ্বনি তুলিত, তখন ঐ গৃহের হিন্দু অধিবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিতেন, গৃহস্বামী গঙ্গাদাস বাবুর উদারতার দিকে চাহিয়া কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু তাঁহার গৃহের কয়েকটী ছাত্রের প্রকাশ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছাত্রবৎসল কোমলহৃদয় বাবু গঙ্গাদাস, দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে স্বকীয় সামাজিক অবস্থা

ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র এই গৃহে ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন, অনেক সময় রাত্রি যাপন করিতেন। এখন হইতে তাঁহার সে সুবিধা চলিয়া গেল। গঙ্গাদাস বাবুর গৃহে তাঁহার আত্মীয় নূতন দীক্ষিত বাবু কৃষ্ণকুমার (সঞ্জীবনী সম্পাদক) ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার ছাত্রবন্ধুগণ তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র এই শুশ্রূষাকারী দলের অগ্রণী ছিলেন।

উৎসবান্তে বাবু বঙ্গচন্দ্রের নগর পরিত্যাগের পর সাধু অঘোরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্যান ও আলোচনা কীর্ত্তনের স্থান অধিকার করিল। সাধু অঘোরনাথ ব্রহ্মোপাসনার জীবন্ত সত্যভাব প্রতি উপাসকের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৮৭০ সনের ভাদ্রমাসে তাঁহার নিকট বাবু হরমোহন বসু, বাবু কালীকুমার বসু, বাবু শরৎচন্দ্র রায়, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ, বাবু ললিত মোহন রায়, দীননাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত হইলেন। প্রসন্ন বাবুর হিন্দু আত্মীয় এই দীক্ষার পর শরচ্চন্দ্রের প্রতি নানা উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি গোপী বাবুর বাসায় আশ্রয় লইলেন।

গোপী বাবুর গৃহে ইঁহারা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না, গোপী বাবুর হিন্দু আত্মীয়গণ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য গোপী বাবুকে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। শরৎ বাবুদের জন্য গোপী বাবুকে ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইতেছে দেখিয়া শরৎ বাবু

গোপী বাবুর ব্যয়ে অন্যত্র থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শরৎ বাবু প্রভৃতি বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের বাসায় আশ্রয় লইলেন। এই বাসা ব্রাহ্মবাসা নামে পরিচিত হইয়া উঠিল।

অর্থের অভাবে শরচ্চন্দ্রকে অতি দীনবেশে জীবন যাপন করিতে হইত। এই সময়ে তাঁহার একখানি পরিধেয় ও একখানি উত্তরীয় ব্যতীত অন্য গাত্রাবরণ ছিল না, পাদুকা ছিল না এই সময়ে কলিকাতায় "সুলভ সমাচার" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। উহার নগদ মূল্য এক পয়সা ছিল। বাবু শ্রীনাথ চন্দ উহা কলিকাতা হইতে আনাইয়া নসিরাবাদ নগরে বিক্রয় করিয়া যে কমিশন পাইতেন তাহাতে সপ্তাহে প্রায় এক টাকা বাঁচিত। শ্রীনাথ বাবু ইহাদ্বারা আপন ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এক মাসে ১৲ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শরচ্চন্দ্রকে নগ্নপদে দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্লিস্ট হইলেন। জুতা ক্রয় করিবার জন্য শরচ্চন্দ্রকে ঐ এক টাকা প্রদান করিলেন। শরচ্চন্দ্র জুতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, অনুরোধে পড়িয়া জুতা ক্রয় করিতে গেলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি, শরচ্চন্দ্রের পদের উপযুক্ত পাদুকা নসিরাবাদের বাজারে মিলিল না। শরচ্চন্দ্রকে নগ্নপদে থাকিতে হইল। নগ্নপদে শরচ্চন্দ্রকে কেহ কখনও ভগ্নমনা দেখিতে পায় নাই বরং বেশের দীনতায় তাঁহার দেহমনে বিনয় এবং ভক্তি অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

---

(৫)

ধন বৃথা, যদি তাহা দেবতাকে স্মরণ করাইয়া না দেয়, দীনতা ধন্য, যদি তাহাতে ভগবানের পদচিহ্ন থাকে। নগ্ন পদ, সামান্য বসন, সামান্য উত্তরীয়—দীনতা শরচ্চন্দ্রের উৎসাহের এক অণুও হরণ করিতে পারিল না। অভিভাবকের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণের পর তাঁহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তিনি তখন পরমধন উপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। অনেকে সঙ্গীতই উপাসনার সার মনে করিয়া থাকেন। শরচ্চন্দ্র সঙ্গীতরসজ্ঞ ছিলেন কিন্তু গাইতে পারিতেন না, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন, বাক্যে উপাসনা অপেক্ষা তিনি মননে আরাধনা ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন—গানের কথার সঙ্গে জীবনের কার্য্যের যোগ নাই অথচ গানের জন্য গান করা হইতেছে, ইহাতে কপটতা শিক্ষা হয়। অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি একজন ভক্ত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ঐকান্তিকতায় বাহ্য বিষয়ে উদাসীনতা জন্মে। বাহ্য বিষয়ে উদাসীনতা ঐকান্তিকতার অন্যতর প্রমাণ; যোগী এবং কর্ম্মী উভয়ের জীবনেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আর্কিমিডিসের আত্মবিস্মৃতি ঐকান্তিকতার উচ্চ দৃষ্টান্ত। তৎ সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনায় ঐকান্তিকতা অতিশয় প্রবল ছিল, অনেক সময় বাহ্য বিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হইত। কিন্তু শরচ্চন্দ্র এই শ্রেণীর ব্রাহ্ম ছিলেন না। একদিকে ঐকান্তিকতা অপরদিকে বাহ্যবিষয়ে সাবধানতা শরচ্চন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তিনি

দীর্ঘ আরাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না, ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানস্থ হইয়া উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "বহু লোক অনেকক্ষণ সাঁতার দিতে পারে কিন্তু জলে ডুব দিয়া অধিক সময় থাকিতে পারে না। সাঁতার ও ডুবিয়া থাকায় যে প্রভেদ—দীর্ঘ আরাধনা এবং ধ্যানে সেই প্রভেদ।"

একদিকে ব্রাহ্মগণ দরিদ্র, অপরদিকে তাঁহাদের উপর হিন্দু সমাজের উৎপীড়ন, ব্রাহ্মের গৃহে ভৃত্য থাকে না, ছাপরবন্ধ ঘর ছায় না, ভারবাহী ভারবহন করে না। ব্রাহ্মকে ভৃত্য, ছাপরবন্ধ এবং ভারবাহী সকলের কার্য্যই করিতে হইত। শরচ্চন্দ্র এই সকল কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু সমাজের উৎপীড়নের মধ্যে একজন পরামাণিক ব্রাহ্মদের অনেক কার্য্যের সহায়তা করিত; পরামাণিক মাত্রেই গল্পপটু এবং অতিরঞ্জিত গল্পের পূর্ণ ভাণ্ডার। এই পরামাণিক শরচ্চন্দ্রকে সকল কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিত। নদী এবং পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার ভার শরচ্চন্দ্রের উপর ছিল। বর্ষাকালে তিনি আপন কর্ত্তব্য পালনের এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গনে বাঁশের উচ্চ মঞ্চ গড়িয়া, তাহাতে এক পংক্তি কলসী স্থাপন করিলেন, একখানি বস্ত্রদ্বারা কলসীগুলির মুখ আবৃত করিয়া প্রত্যেকটীর মুখে বস্ত্রের উপর ইষ্টক খণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক কলসীতে বৃষ্টিজল গ্রহণের সুবিধা করিয়া লইলেন। যে দিন বৃষ্টি হইত সে দিন মনে হইত ভগবানের কৃপাই যেন কলসীতে অবতীর্ণ হইয়া শরচ্চন্দ্রের সহায়তা

করিয়াছে ; তাহার আনন্দ এবং উৎসাহের সীমা থাকিত না। কিন্তু কাষ্ঠ বহনের কোন কৌশল ছিল না। বাবু কালীকুমার বসুর পুত্রের নামকরণভোজে বহু কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাবু কালীকুমার বসু, উকীল বাবু হরমোহন বসু এবং শরচ্চন্দ্র নদী তীর হইতে যখন ঝাউ কাষ্ঠ বহিয়া আনিতেছিলেন, তখন "আপন কাজে অপমান নাই"—এই উচ্চ নীতি অতি সুন্দর ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রাহ্মণ দূরের কথা, ভৃত্যের অভাবে রন্ধনের কার্য্য পালাক্রমে আপনাদিগকেই করিতে হইত। এই সময়ে বাবু ভুবনমোহন সেন বি এ, জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম। ভুবনবাবু দরিদ্র ব্রাহ্মগণের পূর্ব্বে উল্লিখিত দীন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীহট্টবাসী একজন ভৃত্য আসিয়াছিল। ভৃত্যটা অকেজো হইয়া ওজনে গুরুতর ছিল, আলস্যে তাহার ওজন আরও বিশ্বম্ভর-ভারী করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন সে অতি ধীরে ধীরে মশলা পিষিতেছিল ; নোড়া নড়ে তো, হাত নড়ে না, হাত নড়ে তো, নোড়া নড়ে না। শরৎ বাবুর তাহা সহ্য হইল না, তিনি মশলা কেমন করিয়া পিষিতে হয় নোড়া ধরিয়া দ্রুত পেষণে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্যটা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বাবু জুয়ান লা কিত্তুন, দেড়া কেরে, দুনা কেরে কই না।" সেই দিন হইতে সে আলস্য ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত শ্রমশীল হইল।

উক্ত বাসায় একে একে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্ম গৃহতাড়িত

হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মনামে ইহারা দরিদ্রতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অন্যের সাহায্যে ভরণপোষণ চলিত। বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের যত্নে কেহ কখনও ক্লেশ পায় নাই। কিন্তু দরিদ্রের গৃহে কখনই আহার্য্য উপকরণের বাহুল্য সম্ভবে না। ইহাঁদের কোন বাহুল্য ছিল না। অনেক সময়ে আগন্তুক অতিথির পদার্পণে দাইল থাকিলে ভাত থাকিত না, ভাত থাকিলে দাইল থাকিত না। তখন সময়ে সময়ে বেহারের আহিরী ভৃত্য মিলিত। আহারের সময় ইঁহাদিগকে প্রায়ই শুনিতে হইত "বাবু তরকারী ত নাহি"। গোপী বাবু কাছারী যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিতেন "আজ কি দিয়া আহার হইল" শরৎ বাবু উত্তরে বলিতেন "কিছু ক্ষুধা দিয়া এবং কিছু হাসি দিয়া আজ উত্তম আহার হইয়াছে।" সেই সময়ে ব্রহ্মনামে এই বাসায় প্রকৃত আনন্দ-মঠের আবির্ভাব হইয়াছিল। ওপারে জেলা স্কুল, স্কুলের বহু ছাত্র সময় পাইলেই এই আনন্দমঠে আসিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিত। ছাত্র রমাপ্রসাদ বিষ্ণু এক জন সুগায়ক ছিলেন, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া স্কুলের সময়ে যখন স্কুলের উত্তরে কদম্ব বিথিকায় বসিয়া উচ্চ কণ্ঠে ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিতেন, তখন ছাত্র ও শিক্ষকগণ তন্ময় হইয়া তাহার সঙ্গীত শুনিতেন।

এই সময়ে শরৎবাবুর মনে পরকীয় সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ অপেক্ষা কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ বাবু বিদ্যালয়ে শিক্ষিত নহেন সুতরাং স্কুলে কিম্বা

কাছারীতে তাঁহার কর্ম্ম পাইবার সম্ভাবনা অল্প, অথচ কর্ম্ম সম্পাদনে নিপুণতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, শরচ্চন্দ্রে তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি ভ্রাতা "তুফান কেরাণী" মহিমের ন্যায় দ্রুত এবং সুন্দর লিখিতে পারিতেন। দুই এক স্থলে তাঁহার বিষয় কর্ম্মের প্রস্তাব হইলেও শরচ্চন্দ্র তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি দুইটী সঙ্কল্প লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, "জীবনে বিবাহ করিবেন না এবং পরের দাসত্ব করিবেন না"। তিনি কোন চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। খাজাঞ্চী বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন তাঁহাকে ষ্টাম্প ভেণ্ডারের কাজ প্রদান করিলেন। ষ্টাম্পের সঙ্গে কিছু এনভেলপ থাকিত; তখন এনভেলপে আঁটা ছিল না, ওয়েফার দ্বারা এনভেলপ বন্ধ করিতে হইত, তিনি ওয়েফারও বিক্রয় করিতেন। তিনি কর্ম্মকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মও উপেক্ষা করিতেন না। তিনি অতিশয় নিষ্ঠা এবং নিপুণতার সহিত ষ্টাম্প ভেণ্ডারের কাম করিতে লাগিলেন এই উপলক্ষে তিনি ব্যবসায় বুদ্ধিতে বিচক্ষণতা লাভের সুযোগ পাইলেন, বিক্রয়ে বহু লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল।

তিনি অধিক দিন এই ক্ষুদ্র কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। ময়মনসিংহ নগরে তখন উচ্চ শ্রেণীর কোন দোকান ছিল না, উৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয়ের অতিশয় অসুবিধা ছিল। বড় বাজারে চট্‌কিয়া বিক্রেতারা কথার চমক লাগাইয়া ক্রেতার বুদ্ধি লুপ্ত

করিয়া দিত, বাজারে কোথাও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জিনিষ বিক্রয় হইত না। শরচ্চন্দ্র তখন যৌথ মূলধনে এক মনোহারী দোকান খুলিতে সঙ্কল্প করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সঙ্কল্পের সহায় হইলেন। কিন্তু মূলধন কোথায়? বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের যত্নে অর্থের অভাব থাকিল না। বাবু গোপীকৃষ্ণ স্বয়ং অংশ গ্রহণ করিলেন, বাবু শশীকুমার ঘোষ এবং বসন্তকুমার ঘোষ তাহার অনুসরণ করিলেন, ১৮৭২ সনে সীতারাম সাহার এক ক্ষুদ্র দালানে "রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী" নামে এক দোকান প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পূর্ব্বে নূতন সময়ের উপযোগী নূতন নূতন সামগ্রী এই নগরে আর কেহ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে নাই, নির্দ্দিষ্ট মূল্যে আর কেহ বিক্রয় করে নাই। এই দোকানের প্রতি অচিরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িল। অচিরে শরচ্চন্দ্রের অধ্যক্ষতায় "রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী" "ব্রাহ্ম দোকান" নামে, পরিচিত হইল।

(৬)

ব্রাহ্ম দোকানের প্রতিষ্ঠায় শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে ক্রমে ময়মনসিংহ জেলার সকল শ্রেণীর লোকের পরিচয় হইতে লাগিল। পরিচয়ে এবং নিত্য আলাপ প্রসঙ্গে অনেকের সহিত প্রীতি জন্মিল। প্রীতির ফল এই হইল যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি হিন্দুগণের বিদ্বেষ ভাব র হইতে লাগিল।

ব্রাহ্ম-দোকানের অন্যতম অংশী বাবু শশীকুমার ঘোষ উকীল বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের পুত্র। চরিত্রগুণে বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তখন দশক্তরা ছিল না, উকীলের গৃহে টাউট জলৌকাদের প্রাদুর্ভাব ছিল না। মোকদ্দমার অল্পতা বশতই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, অনেক উকীলের উচ্চ বিষয়ে সময় যাপন করিবার অবসর এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ দিবসের বহু সময়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শাস্ত্রালোচনায় ক্ষেপণ করিতেন। ব্রাহ্ম দোকানের সঙ্গে শশী বাবুর সংশ্রবসূত্রে শরৎ বাবু কৃষ্ণসুন্দর বাবুর বাসায় যাতায়াত করিতেন। এইবাসার অন্য নাম বড়বাসা। বড়বাসা আন্দোলন আলোচনায় শক্তি সঞ্চয়ের একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। শরৎ বাবু কৃষ্ণসুন্দর বাবুর গৃহে শাস্ত্র, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্যের আলোচনায় উপস্থিত থাকিতেন। বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল; কৃষ্ণসুন্দর বাবুও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। খ্যাতনামা উকীল বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিলেন, শরৎ বাবু আপন চরিত্র গুণে এই ঘোষ পরিবারের আত্মীয় স্থানীয় হইয়া পড়েন। বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের প্রতি বড়বাসার সকলের সুহৃদ্‌ভাব অতিশয় প্রগাঢ় ছিল। শরৎ বাবুর স্পর্শে উহা সস্নেহ ভাবে পূর্ণ হইল। বড়বাসার ঘনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মগণের প্রতি অল্পে অল্পে নগরের অন্যান্য কেন্দ্রের সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। শরৎ বাবু এই সুহৃদ্‌ভাবের সস্নেহ বন্ধনস্বরূপ ছিলেন।

এই সময়ে এক উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি পুনরায় অপ্রসন্ন করিয়া তুলিল! বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মগণ—এখন যে স্থানে টাউন হল বিদ্যমান—সেই স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্ম বাসা স্থাপন করিলেন। এই বাসায় জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু ভুবনমোহন সেন ১৮৭২ সনে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। বাবু শ্রীনাথচন্দের বিধবা ভগ্নী তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে ব্রাহ্ম বাসায় আনীতা হইলেন। উভয়ে অনেক সময় প্রকাশ্যে পদব্রজে ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইতেন। হিন্দু সমাজের চক্ষে তাহা বিষম বাজিল। ব্রাহ্মগণের হিন্দু আত্মীয় স্বজন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মন্দিরে যাইবার সময় কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত কখনও লোষ্ট্র নিক্ষেপ কখনও অন্যপ্রকার ভয় প্রদর্শন দ্বারা বাধা জন্মাইতে লাগিল। হিন্দু বান্ধবগণ, ব্রাহ্ম আত্মীয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতার এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের ভাবের বিপর্যায় উপস্থিত হইল। এই মহিলা দ্বয়কে ব্রাহ্মগণে বেষ্টিতা হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে হইত। প্রহরীগণের মধ্যে বাবু শরচ্চন্দ্র অগ্রণী। তিনি হিন্দু বান্ধবগণের অপ্রসন্নতার দিকে চাহিলেন না। পূর্ব্বে যে পরামাণিকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই পরামাণিক, উপাসনার দিন প্রতি রবিবারে দুর্ব্বৃত্তগণের নূতন অভিযানের তত্ত্ব ব্রাহ্মগণকে

গোপনে বলিয়া যাইত। বাবু শরচ্চন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ জেলা স্কুলের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ দিয়া অকুতোভয়ে উক্ত মহিলা দ্বয়কে ব্রহ্ম-মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তথা হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনায় শরচ্চন্দ্রের নির্ভীকতা প্রমাণিত হইল। কলেক্টরীর পেস্কার বাবু আনন্দ নাথ ঘোষ তখন ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার বাসায় এক হিন্দু ভৃত্য হঠাৎ ইরিসিপেলাস রোগে আক্রান্ত হয়। ইরিসিপেলাস অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাধি। ক্ষৌর কার্য্যে তাহার মুখের একটী ক্ষুদ্র ব্রণ কাটিয়া গিয়াছিল। বার ঘণ্টায় তাহার সমস্ত শরীর এত স্ফীত হইয়া উঠিল যে তাহার আর মানুষের আকৃতি রহিল না। আনন্দ বাবুর গৃহে হিন্দু ভৃত্য ছিল; তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু ব্রাহ্মগণ অকুতোভয়। সেবা শুশ্রূষার সেনাপতি বাবু শরচ্চন্দ্র সকলের অগ্রে, কনিষ্ঠ ব্রাহ্মগণ তাঁহার পশ্চাতে। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার চূড়ান্ত হইল কিন্তু ভৃত্যটী বাঁচিল না। কোন হিন্দু ভৃত্য তাহার শব স্পর্শ করিল না। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সদর ঘাটে তাহার শব নৌকায় তুলিয়া শ্মশানে লইয়া তাহার সৎকার করিলেন।

১৮৭২ সনে শরচ্চন্দ্রের পিতা লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন, শরৎ বাবু নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মমতে পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ডেপুটী

মেজিষ্ট্রেট হইয়া চলিয়া যাইবার পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ এই নগরে একটী দরিদ্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে উহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বাবু শরচ্চন্দ্র নানাস্থান হইতে অর্থ আনিয়া এই বিদ্যালয়টীর সহায়তা করিলেন। প্রধানত তাঁহার যত্নে দরিদ্র বিদ্যালয় বহুদিন দরিদ্রকে জ্ঞান দান করিয়াছিল। জেলা স্কুলে একটী নৈশ বিদ্যালয় ছিল। জিলা স্কুলের পণ্ডিত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় জেলা স্কুলের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ বারেন্দায় একটী রজনী-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে ৬।৭টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত না কিন্তু স্কুলের পাঠ্যের সঙ্গে যোগ রাখিয়া সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কুলটী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম ছাত্র বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ও বিহারীকান্ত চন্দ ভর্ত্তি হইলেন। ঐ স্কুলে পড়িয়া কোনরূপ বিষয় কার্য্যের উন্নতি করিবেন, শরৎ বাবুর এরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল না, বাঙ্গালা ভাষাটী ভালরূপে শিক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ স্কুলটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। এই স্কুলে শ্রম-জীবিগণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাবু শরচ্চন্দ্র সুতারপটীতে এক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। উহাতে প্রথমত ব্যবসায়িগণের প্রয়োজনীয় শুভঙ্করী ও হিসাব-পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইত, পরে উহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। শরৎ বাবু এই সামান্য পদ্ধতির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না। শরৎ বাবু নৈশ শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

তিনি অন্যের নিকট পাঠ পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এখনও তাঁহার এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র জীবিত আছে; তাহারা এখনও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতিতে কৃতজ্ঞতার অশ্রুপাত করিয়া থাকে।

এই নগরে বালিকাবিদ্যালয় তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৭৩ সনে তিনি এবং বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের বাসায় সাতটী ছাত্রী লইয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।* বিদ্যালয়ের ১৮৮৯ সনের বার্ষিক বিবরণীতে স্থাপয়িতাগণের নামের তালিকা হইতে শরৎ বাবুর নাম বর্জ্জিত হইয়াছিল। হয়ত এই কারণে অনেকের বিশ্বাস হইতে পারে, তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন না। আমরা সত্য নির্ণয় জন্য ১৮৯০ সনের ২০শে এপ্রিলের ভারতমিহির হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী রিপোর্টে একটী ভ্রম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—এই বালিকা বিদ্যালয় ১৮৬০

* আমাদের লিখিতে লজ্জা হয়, ময়মনসিংহে বালক শিক্ষার যেরূপ আশাতীত উন্নতি হইয়াছে বালিকা শিক্ষার তাহার সহিত তুলনা হয় না। এমন কি এই জেলাবাসী শিক্ষিত যুবকগণও স্ত্রীশিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এখানে স্ত্রীশিক্ষার কোন চর্চ্চা হয় নাই। এই দুর্গতি দূরীকরণ জন্য বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এখানে এই বালিকা বিদ্যালয়টী বহু যত্নে প্রতিষ্ঠিত করেন। (ময়মনসিংহ বালিকা বিদ্যালয়ের ১৮৮২—৮৩ সনের কার্য্য বিবরণ; স্বাক্ষর শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ সহকারী সম্পাদক)

সনে (১৮৬৫ সন হইবে; ১৮৬৫ সন ৩রা ডিসেম্বরের ঢাকা প্রকাশ দ্রষ্টব্য) বাবু গিরীশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তৎপর ইহার লোপ হইয়া গেল, ১৮৭৩ সনে বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইহার সেক্রেটারী মহাশয় ১৮৮২।৮৩ সনে ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন; তখন তিনি যে এক খণ্ড রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান রিপোর্টের লিখিত এই বিষয়ের ঐক্য দেখা যাইতেছে না। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন "বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী এবং বাবু শরচ্চন্দ্র রায় (এবারের রিপোর্টে আমরা শরৎ বাবুর নাম শুনিতে পাই নাই) এখানে এই বলিকা বিদ্যালয় বহু যত্নে প্রতিষ্ঠিত করেন।" গিরীশ বাবু এখানে বালিকা বিদ্যালয় প্রথম স্থাপন করেন বটে কিন্তু এই বিদ্যালয় তাঁহার স্থাপিত সেই বিদ্যালয় নহে। সেক্রেটরী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব লিখিত রিপোর্ট অনুসন্ধান করেন নাই অথবা বিস্মৃতি বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের রিপোর্টে উক্ত ভ্রম করিয়াছেন।"

দরিদ্র বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম-দোকান ইত্যাদিতে শরচ্চন্দ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সকল শুভ অনুষ্ঠানে তাঁহার হস্ত দেখা যাইত। ১৮৭৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন বাবু আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে আসিবার পর এই নগরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইল। বাবু আনন্দ মোহন ১৮৬৯ সনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, আনন্দ

মোহনের আগমনে জনসাধারণের সঙ্গে ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র অভ্যর্থনা আয়োজনে একজন প্রধান নেতা ছিলেন। বাবু আনন্দ মোহনের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের এই প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় কার্য্য পরম্পরায় ক্রমে কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল যথাসময়ে যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে।

ব্রাহ্ম দোকানের সৃষ্টিতে লোকের নূতন নূতন সামগ্রীর প্রতি রুচি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নূতন সামগ্রীর জন্য লোকের আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের প্রসারও বৃদ্ধি পাইল। দোকান সীতারাম সাহার গৃহ হইতে মধুসাহার গৃহে তৎপর নদী তীরস্থ রামবক্স মিশ্রির বৃহৎ দালানে উঠিয়া আসিল। এই নগরে জুতা ক্রয়ে ভদ্রলোকদিগকে জুতাবিক্রেতা চট্‌কিয়াদের হস্তে বড় বিপত্তি ভোগ করিতে হইত। চট্‌কিয়া যখন জুতা এক জোড়ার পর অন্য জোড়া দেখাইয়া জুতার গুণ বর্ণনে ক্রেতার মন হরণে অসমর্থ হইয়া পড়িত, তখন অশ্রাব্য উক্তি করিতে ক্রুটী করিত না। এই বিপত্তি দেখিয়া শরৎ বাবু ব্রাহ্ম দোকানে জুতা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলেন। জুতা বিক্রয়ের প্রস্তাবে হিন্দুঅংশীগণ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। শরৎবাবু সঙ্কল্পে পশ্চাদ্‌পদ হইবার লোক নহেন। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী পূর্ব্বেই শরৎবাবুর সহযোগিত্ব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার তাঁহার স্থান পূর্ণ করিলেন। দোকানের নাম "রায় সরকার" কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত হইল।

জুতা বিক্রয়ের পক্ষপাতিগণ বলিতে লাগিলেন,—লেভেণ্ডারের শিশির মাথায় চাম আছে, ছাতার মাথায় চাম আছে, তা বিক্রয়ের দোষ নাই, জুতা বিক্রয়ে দোষ কি ? এ যুক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও হিন্দু অংশিগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, গ্রহণ করিলেন না। তাহারা তাঁহাদের অংশ তুলিয়া লইতে সঙ্কল্প করিলেন। দোকানের এক ঘোর সঙ্কট-কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন টাকার তোড়া লইয়া উপস্থিত হইলেন, যে যে অংশী অংশ উঠাইয়া লইতে চাহিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের টাকা ফিরাইয়া দিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্ম অংশীগণ মধ্যে বিস্তর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কতিপয় ব্রাহ্ম ঐ সকল অংশ ক্রয় করিলেন। নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন এই দোকানের এক জন অংশী ছিলেন। তিনি এই বিষম সঙ্কটে তাঁহার প্রিয় ছাত্র নজীব উদ্দিনের নামে তাঁহার অংশ লিখাইয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয়দলের সুহৃৎগণের সদ্ভাব বজায় রাখিলেন। জুতার চালান আসিল, জুতা বিক্রয় হইল, কিন্তু লাভ হইল না। শরৎ বাবু জুতার ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলেন।

(৭)

ব্রাহ্মদোকান গিয়াছে, নাম আছে, এখনও লোকে ব্রাহ্ম-দোকান বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকে ; এখনও রামবক্স মিশ্রের দালান 'ব্রাহ্ম দোকানের বাড়ী", বলিয়া পরিচিত

হইতেছে। ব্রাহ্মদোকান উঠিয়া যাইবার পর এই নগরে অল্প সংখ্যক দোকান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তবে উহার জন্য এত অভাব বোধ কেন? ব্রাহ্ম দোকান কেবল দোকান ছিল না। উহা বৃদ্ধের আরাম স্থল, যুবকের আনন্দ উৎস, বালকের বিদ্যালয়, রাজনীতিকের মন্ত্রণাভবন, ধর্ম্মনীতিকের ধ্যানাগার ছিল। সমাজ সংস্কারকগণ, আলোচনা আন্দোলনের অস্ত্র শস্ত্র এই স্থানে শাণিত করিতেন, এই স্থানে সর্ব্ব প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প হইত।

ব্রাহ্ম দোকানের অবস্থানই বা কি মনোহর! সম্মুখে রাজপথে জনস্রোত, পশ্চাতে পাদমূলে ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে। সুদূরে গারো পর্ব্বতের কৃষ্ণ রেখা সুনীল নভোনয়নে কজ্জল রেখার ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। অদূরে পালপক্ষে স্ফীত তরণীর নৃত্যভঙ্গী, গুণাকর্ষী নাবিকের ধীর এবং দৃঢ় চেষ্টা, ভাটার স্রোতে ক্ষেপণী-তাড়িত নৌকা শ্রেণীর নক্ষত্রগতি, মনে কি অপূর্ব্ব ভাবই না ঢালিয়া দিত। রামবক্স মিশ্র অতি সৌখীন লোক ছিলেন। অট্টালিকার প্রান্তদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তিনি এক পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উহা ইষ্টক প্রাচীরে ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-প্রহার হইতে সুরক্ষিত ছিল। শরৎ বাবু অতিশয় পুষ্প-প্রিয় ছিলেন; এমন কি, বহুদিন অনুপস্থিতের পর যদি কখন মধ্য রাত্রিতেও দোকানে উপস্থিত হইতেন তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বরোপিত পুষ্প বৃক্ষ সকল দেখিয়া লইতেন। শরৎ বাবু সম্মুখে

পশ্চাতে উভয়দিকেই উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অট্টালিকার একদিকের প্রবেশদ্বার এত উচ্চ ছিল যে, আরোহী সহ হস্তী উক্ত দ্বার-পথে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত। শরৎ বাবু আর একটী দ্বার খুলিয়া উহা বিগ্‌নোনিয়া লতায় শীতল সুশোভিত করিয়া লইয়াছিলেন। অগ্র পশ্চাতের উদ্যানদ্বয় অট্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। অট্টালিকার শিরে উঠিলে অনন্ত আকাশ, অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া দর্শকের মন অনন্তের দিকে লইয়া যাইত। দোকানের অভ্যন্তরের সামগ্রী সম্ভারের সংখ্যা এবং শ্রীসম্পদের কথা কত উল্লেখ করিব? উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ জন্যই হউক অথবা অন্য কারণ বশতই হউক, এক সঙ্গে তিনি বহুসময় কলিকাতায় যাপন করিতেন। ইহাতে দোকানের ক্ষতি হইত না এরূপও নহে। তখন ঢাকা ময়মনসিংহে রেল ছিল না, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ে থাকিলেও অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী কলিকাতা হইতে নৌকা পথে আনয়নই লাভজনক ছিল। সুন্দর বনের পথে একাকী নৌকায় তাঁহাকে বহুবার বহু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এরূপ দুর্জ্জয় সাহস ছিল যে, শত লোকও তাঁহার হুঙ্কারে ভীত হইয়া পড়িত। দীর্ঘকাল পরে যখন শরচ্চন্দ্র সামগ্রীসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতেন, যখন উহা একে একে নৌকা হইতে উত্তোলিত হইত, মুর্গীহাটায় দৃঢ় নিবদ্ধ বাক্সের অন্ধকূপ হইতে তৃণাবরণ ফেলিয়া যখন অসংখ্য সামগ্রী একে একে বহির্গত হইত, তখন দোকান লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত।

বর্ষাকালে কত লক্ষপতির তরণী ব্রাহ্মদোকানের ঘাটে বাঁধা থাকিত, কত দূরাগত ধনপতি শরচ্চন্দ্রের সংসর্গে বাস করিয়া আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মনোহারী দ্রব্যের মনোহর বিপণি—কক্ষে কক্ষে অসংখ্য সামগ্রী সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। শরচ্চন্দ্র এরূপ সৌন্দর্য্যানুরাগী ছিলেন যে, একটা সামগ্রীও বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকিতে পারিত না। সামগ্রী বিন্যাসের ভুল সংশোধনে বহু সময় আবশ্যক হইলেও তিনি তাহা সুশৃঙ্খল না করিয়া স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গৃহে আবর্জ্জনার স্থান ছিল না, স্বয়ং সম্মার্জ্জনী লইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিতেন।

ব্রহ্মপুত্রের সম্মুখবর্ত্তী বারেন্দা শরৎ বাবুর বিশ্রাম গৃহ ছিল। অপরাহ্ণে এই গৃহ যুবক বৃদ্ধ বালকে পূর্ণ হইয়া যাইত, রাত্রিতে উজ্জ্বল দীপালোকে উৎসাহ আমোদে সমস্ত উৎসবময় হইয়া উঠিত। আগন্তুক আত্মীয়ের জন্যই হউক অথবা অতিথি অন্তরঙ্গের অর্থেই হউক, নিত্য ভোজব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত। শরচ্চন্দ্রের বাক্যে বিদ্যুৎ খেলিত। নিরাশ জন তাঁহার কথায় আশা পাইত। জড় সামগ্রীগুলি তাঁহার স্পর্শে ক্রেতার মনে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিত, বোধ হইত যেন ক্ষুদ্র পিন হইতে বৃহৎ প্রস্তরাসন বিক্রয়ের সঙ্গে শরচ্চন্দ্র আপনার সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠা, এবং আনন্দ উৎসাহ অকাতরে বিলাইয়া যাইতেছেন। শরচ্চন্দ্র একজন জীবিত ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য দ্রব্য এবং দোকান মৃত হইয়াও অমৃত লোকের আভাস প্রদান করিত;

লোকে যে এখনও এই দোকানের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহা পেন পেন্সিল, দীপ দর্পণ, এসেন্স ঔষধের অভাবে নহে, তেজঃপুঞ্জ পুরুষ শরচ্চন্দ্রের অভাবে। ব্রাহ্মদোকান শরচ্চন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ ছিল।

ব্রাহ্মদোকানের এই অভিনব স্ফূর্ত্তির সময়ে এক উৎসাহশীল ব্যক্তি আসিয়া শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইনি বাবু কালীনারায়ণ সান্ন্যাল। ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অদম্য উৎসাহ, উচ্চ চরিত্র এবং অটল সঙ্কল্পের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে অতি দুর্লভ। বাবু কালীনারায়ণ তখন ছায়াচিত্র দেখাইয়া অপরের এবং আপন চিত্ত বিনোদন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে এক উচ্চ সাধনার নিগূঢ় মন্ত্র লুক্কাইত ছিল। শরচ্চন্দ্র মূর্ত্তিমান "ব্রাহ্ম দোকান", কালীনারায়ণ মূর্ত্তিমান "ভারত মিহির"। ১৮৭৫ সনের ১৫ই ডিসেম্বর বাবু কালীনারায়ণ সান্ন্যালের জপমন্ত্র, "ভারতমিহির" রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়। বাবু কালীনারায়ণকে কেন্দ্র করিয়া বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু জানকীনাথ ঘটক, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র, বাবু দীনেশচরণ বসু, অমরচন্দ্র দত্ত ক্রমে ক্রমে ভারতমিহিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, ভারতমিহির যন্ত্র এবং ভারতমিহির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে, ভারতমিহিরের লেখক এবং গ্রাহক সংগ্রহ ব্যাপারে একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ব্রাহ্ম দোকান-গৃহেই ভারতমিহির যন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহে ভারতমিহির-যুগে যে নবজীবনের সৃষ্টি হইয়াছিল,

শরৎ বাবু উহার অন্যতম প্রবর্ত্তক স্বরূপ ছিলেন। যাঁহারা ভারত-মিহিরের আদি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত শরচ্চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ভারতমিহিরের পূর্ব্বে ১৮৭৪ সনে এই নগর হইতে বাবু শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদকতায় "বাঙ্গালি" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছিল। শরচ্চন্দ্র এই বাঙ্গালী পত্রের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। ঐ সনে বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহ নগরে মাইনার স্কুল স্থাপন করেন, শরৎ বাবু এই কার্য্যে তাঁহার প্রথম সহযোগীর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার অভাব বশতঃ শিক্ষা দান এবং সাহিত্য সেবায় তাঁহার যে অসামর্থ্য ছিল, তিনি উৎসাহের উদ্দীপনায় এবং নিঃস্বার্থ পরিচর্য্যায় চক্রবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতেন।

১৮৭৫ সনের ডিসেম্বরে সচ্চরিত্র সত্যপ্রিয় সুহৃৎ বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের মৃত্যুতে শরচ্চন্দ্র, হৃদয়ে অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ সনে তাঁহার সহযোগী লোকহিতৈষী বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই ভয়ঙ্কর রোগে শরচ্চন্দ্র শুশ্রূষার চূড়ান্ত করিয়া ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ এবং ভগবান বাবুর অভাব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—দুর্লভেরাই দুর্লভের মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারে। যক্ষ্মারোগে দীর্ঘকাল ক্লেশ পাইয়া ব্রাহ্ম বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ব্রাহ্ম দোকানে দেহত্যাগ করেন। শরৎ বাবু মাতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা এবং ময়মনসিংহে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে তখন স্বাধীন ব্যবসায়ের একটা উচ্চ চিন্তা সকলের মনে স্থান পাইয়াছিল। বাবু শ্রীনাথ দত্ত এবং বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎবাবু কলিকাতায় কালীর ব্যবসায়ের সূচনা করেন। "রায়-ব্রাদারস্" নামে যে কালী সর্ব্বত্র পরিচিত, রায় শরচ্চন্দ্রই তাহার "রায়"। ১৮৭৭ সনে এই কালী প্রথম প্রচলিত হয়।

(৮)

শরচ্চন্দ্র জীবনের উৎকৃষ্ট এবং অধিকাংশ সময় ছাত্র সমাজের উন্নতির জন্য অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে এই উচ্চব্রতে হস্তক্ষেপ করেন তৎকালে ময়মনসিংহে নাট্যশালার আমোদ হিল্লোলে অনেক ছাত্রের নৈতিক চরিত্র হেলিয়া পড়িতেছিল। ময়মনসিংহ নগরে "ইষ্ট-বেঙ্গল থিয়েটার," জামালপুরে "দি ফার্ষ্ট ময়মনসিংহ থিয়েটার" মুক্তাগাছা ও টাঙ্গাইল থিয়েটার—বহু নাট্যশালায় বিবিধ নাট্য-রঙ্গ কিরূপ উছলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ছাত্রসমাজের কি ক্ষতি হইয়াছিল, ভারত-মিহিরে, "টুনটুনী" "বিশ্বনিন্দুক" প্রভৃতির পত্রে তাহা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ের ভারতমিহির এক স্থানে বলিতেছেন,—"বাঙ্গালি চরিত্রে যে দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে বাঙ্গালির হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বিলাসভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে,

কিসে তাহা অপনীত হইবে বলিতে পারি না। কোন সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান হউক, বাঙ্গালি তাহার শত যোজন দূরে অবস্থিতি করিবে। একটী আমোদের ঢেউ তুলিয়া দেও, একটী বিলাসের খেলা খেলিয়া দেও, অমনি বাঙ্গালি চরিত্র পরীক্ষিত হইবে। কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়া মফস্বলের নগরে নগরে থিয়েটার হইতেছে। এমন কি এই গারো-পর্ব্বত সন্নিহিত ময়মনসিংহেও থিয়েটারের ক্ষুদ্র তরঙ্গ কি উত্থিত হয় নাই? পঞ্চাশৎ-বর্ষ পশ্চাদ্বর্ত্তী ময়মনসিংহবাসীর কি থিয়েটারে নিমজ্জিত থাকিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও লজ্জা হয় না।" ভারতমিহির অন্যস্থানে বলিতেছেন—"আবার নাটকাভিনয়ের তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হইয়াছে। নাটকের উদ্দেশ্য কেবল জাতীয় চরিত্র সংগঠন, সমাজের দুর্নীতি দূরীকরণ। সেই নাটক দ্বারা যদি দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি পায়, রঙ্গভূমির লীলাতরঙ্গ যদি বিলাসী বাঙ্গালিকে অধিকতর বিলাসী করিয়া তুলে, আমোদের খল সমীর যদি চরিত্রে কলঙ্ক আনিয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা নাটকাভিনয়ে উৎসাহী হইতে পারি না।" ভারতমিহির আরও বলেন—নাট্য-গৃহে বালকদের ব্যবহার মনে করিলে দুঃখ হয়। দুর্গাবাড়ীর ব্যাপার উল্লেখ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, কেননা উহার আদি মধ্য শেষ একই বর্ণে চিত্রিত হইতে পারে। বাই খেমটার বিলাস আসরে আমোদ কলুষের প্রখর প্রবাহে বালকদিগের এত যাতায়াত কেন? কোন কোন বালক সেখানে কেবল দর্শকের ন্যায় শান্তভাবে গমন করে নাই, তাহাদিগের ভাব শুনিয়া

বোধ হয় তাহারা সেই বাই খেমটার বিচিত্র উৎসবে একবারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে বারাঙ্গনাদিগের মুখমাধুরীর প্রতি লোল দৃষ্টি, তাহাদিগের বিলাস-গলিত অঙ্গভঙ্গী অথবা তান গানে বাহাবা প্রদান, কেবল বালকদিগের কেন, শিক্ষিত লোক মাত্রের পক্ষেই কেমন জঘন্য। ময়মনসিংহের ছাত্রদিগের কলুষিত স্বভাব দেখিয়া এক একবার এখনকার শিক্ষার প্রতি আমাদিগের ঘৃণা জন্মে। ছাত্র-স্বভাব এতদূর কাদর্য্য হইতে পারে তাহা অনুমান করাও কঠিন।" কোন বিধবার প্রতি এই জেলার একটী প্রসিদ্ধ স্কুলের কোন ছাত্রের অবৈধ প্রণয় এবং সেই প্রণয়ে কণ্টক স্বরূপ একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হত্যা, তিনকড়ি পালের ঘটনা অপেক্ষাও গুরুতর আন্দোলনের বিষয় হইয়াছিল। কালী কেরাণীর পুত্র রঙ্গালয়ে লীলাবতী রূপিণী সারদা তখন স্কুলের ছাত্র। তাহার অধঃপতনে (এই বালক অবশেষে নানারোগ-গ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে) নগরবাসিগণ ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। সমগ্র ছাত্রসমাজ যে অধঃপতনের অন্তসীমায় উপনীত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু বালকদের ঘৃণিত আচরণে তৎসময়ে দুর্নীতির একটী সাধারণ চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া ছিল।

এই সময়ে শরচ্চন্দ্র ছাত্র-সমাজের সংস্কার এবং চরিত্রগঠনের গুরুতর কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ করেন। উপদেশের ন্যায় সুলভ উপহার সংসারে দ্বিতীয় নাই। শরচ্চন্দ্র ছাত্রদিগকে উপদেশ উপহার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি

সৎকার্য্যের সৃষ্টি করিতেন, বালকদিগকে লইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন, আপনি সদনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন। তিনি বালকদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, বিপদে বন্ধু ছিলেন। বালকগণ রোগশয্যায় শরচ্চন্দ্রকে পাইয়া পিতামাতার অনুপস্থিতির অভাব ভুলিয়া যাইত। এইরূপ দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। শরৎবাবু, ছাত্র তারিণীচরণ নন্দী (এক্‌ষ্ট্রা এসিসটাণ্ট কমিশনার) এবং মহিমচন্দ্র রায়ের (বর্ত্তমানে এম এ বি এল, উকীল) ওলাউঠা রোগে এবং বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তীর (এম, এ প্রিন্সিপাল) সান্নিপাতিক জ্বরে যেরূপ সেবা শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের সুহৃদগণ সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ছাত্র বিজয়চরণ নাগ (বর্ত্তমানে সেরপুর নয় আনীর দেওয়ান) একবার দাহজ্বরে এরূপ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। শরৎ বাবু তাঁহার শ্যাম-স্নিগ্ধ বিশাল বক্ষে উত্তপ্ত উপল খণ্ড তুল্য বালককে তুলিয়া লইলেন। যতক্ষণ দাহ নিবারিত না হইল, ততক্ষণ তিনি তাহাকে মাতার ন্যায় অম্লানচিত্তে আরাম প্রদান করিলেন। যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত ৺প্রসন্নকুমার ঘোষ এবং বসন্ত-রোগী ৺ভগবানচন্দ্র সরকারের শুশ্রূষাকালে শরচ্চন্দ্র নির্ভীকতা, সেবাপরতা এবং আত্মত্যাগের কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তই না দেখাইয়াছিলেন। দিবারাত্রি শরচ্চন্দ্রের গৃহ ছাত্রে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার স্নেহ চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমভাবে সকলকে সুশীতল করিত। শরচ্চন্দ্রের প্রীতি অনন্ত প্রেমময়ের

পবিত্র উৎস হইতে উৎসারিত হইত, তাই তাহাতে আবিলতা ছিল না, তাহার মূল সরস এবং সুদৃঢ় ছিল। তিনি প্রিয়জনে শিবসুন্দরের প্রতিবিম্ব দেখিতেন, শিবসুন্দরে প্রিয়জনকে অর্পণ করিয়া আরামলাভ করিতেন। তিনি প্রার্থনার বলে বহু জীবনে সুকৃতির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। মৃত জানকীনাথ করের পুত্র ছাত্র সূর্য্যকুমারকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনি পরোক্ষভাবে কত যত্ন করিতেছিলেন, এই সময়ে হতভাগ্য বালক বিষ পানে আত্মহত্যা করে। সূর্য্যকুমারের আত্মার সদ্গতির জন্য শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মদেকোনে এরূপ শোকসূচক আয়োজনে উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ছাত্রসমাজ তাঁহার দিকে প্রবলবেগে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সকলের "দাদা মহাশয়" ছিলেন। "দাদা মহাশয়" বলিতে শরচ্চন্দ্রকেই বুঝাইত। শরচ্চন্দ্র ছাত্রদিগকে যেমন স্নেহ করিতেন তেমনি শাসন ও করিতেন, তাঁহার নিকট অসদাচরণের প্রশ্রয় ছিল না। তিনি কাহারও আলস্য ক্ষমা করিতেন না। তাহার ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া উঠিত। তিনি হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীস্টান, ছাত্রকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি ছাত্রদের জন্য কেবল শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া যান নাই, প্রচুর অর্থও ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত এবং সংগৃহীত অর্থে কত বালকের সহায়তা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। ইংলণ্ড, ইটালী, প্রভৃতি দেশে তাঁহার সহায়তায় কত ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল তাহা নহে, বালক দেখিলেই তাঁহার মাতৃ-হৃদয় মমতায় উথলিয়া উঠিত। একটী অপরিচিত বালক টোকচাঁদপুর হইতে ময়মনসিংহে নৌকাপথে বাণিজ্য করিত। তাহার মূলধনের অভাব ছিল। একদা সে শরৎ বাবুর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার অভাব জানায়, শরৎ বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে চল্লিশ টাকা দেন। এই টাকা যথা সময়ে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। বালক তাহা ফিরাইয়া দেয় নাই। প্রতারিত হইলেও তাঁহার ভলবাসার অন্ত ছিল না। কিছুদিন পরে আবার এক বালক পিতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য টাকা প্রার্থনা করে। শরৎ বাবু মুক্তহস্তে তাহাকে সাহায্য করেন। আমরা অঙ্ক পাত করিয়া দেখিয়াছি, তিনি স্বকীয় এবং সংগৃহীত ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার টাকা ছাত্র হিতৈষণায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিধারী প্রথম স্থানীয় একটী দরিদ্র বালকের জন্য সংগৃহীত অর্থ মৃত্যুকালে তাঁহার বাক্সে পাওয়া গিয়াছিল। টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পাঠাইবার অবসর পান নাই, এই সময়ে তিনি দারুণ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ ১৮৭৭ সনে শরৎ বাবুর সহায়তায় ছাত্র সভা এবং ভবিষ্যৎ ভরসার রেণু কণা লইয়া ময়মনসিংহে ময়মনসিংহ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতিও ঐ একই উৎসের সৃষ্টি। "১৮৭৮ সনে বসন্ত পঞ্চমী দিনে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, আনন্দচন্দ্র মিত্র ও

শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বিশেষ উৎযোগী হইয়া এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন" (রিপোর্ট সারস্বত সমিতি)। শরচ্চন্দ্র, ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এক সুন্দর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদোকান ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সে সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে ; শরচ্চন্দ্রের স্থান পূর্ণ করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

(৯)

শরচ্চন্দ্র যে সময়ে ছাত্র সমাজের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেন, সেই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ নগরে একটী জেলা স্কুল এবং একটী মাইনর স্কুল ছিল। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রত্নমণি গুপ্ত শিক্ষাপ্রদান-কৌশল এবং ছাত্র-বাৎসল্যে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু দীনেশ চরণ বসু কবিত্ব এবং কৃতিত্বে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। উভয় স্কুলে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ১৮৭৮ সনের ১৩ই নবেম্বর মাইনর স্কুল যখন এণ্ট্রেন্স স্কুলে উন্নীত হয় তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু উহাতে শরচ্চন্দ্রের ছাত্র-সাম্রাজ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটিতে পারে নাই। তিনি উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রকে একই প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নদ নদী যেরূপ সাগরে পড়িয়া একাকার হইয়া যায়, শরচ্চন্দ্রের উদারতায় উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্র তাঁহার গৃহে এক-হৃদয় হইয়াছিল।

ব্রাহ্মদোকানে যে সকল ছাত্রের সমাগম হইত তন্মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অধিক ছিল। বাবু রত্নমণি গুপ্ত শরৎ বাবুর ছাত্র-হিতৈষণা ছাত্রদের নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষার অতিশয় অনুকূল মনে করিতেন। বাবু রত্নমণি ব্রাহ্মদোকানের একজন অংশী ছিলেন। ব্রাহ্মদোকানে ছাত্রগণের সমাগম তিনি জেলা স্কুলের উচ্চ অঙ্গের একটী শাখা অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহায়তা এবং শরৎ বাবুর পরিচর্য্যায় ছাত্র-সমাজ একটী সুখী পরিবারের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। এদেশে তখন বোর্ডিংএর অস্তিত্ব ছিল না। কোন কোন শিক্ষক শিক্ষা দান করিয়াই দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতেন। কোন কোন স্থলে অভিভাবক এখনও যেরূপ তখনও সেইরূপ বেতন দিয়াই আপন কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সুখ দুঃখে সমপ্রাণতা ব্যতীত কেহ কোথায়ও অন্তর-রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিতে পারে না, ছাত্র সমাজের নেতা হইতে পারে না। শরৎ বাবু গৃহে পরিবারে এবং ক্রীড়াস্থলে ছাত্রগণের সুখ দুঃখের সাথী থাকিয়া তাহাদের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। শরৎ বাবু রত্নমণি বাবুর সহায়, রত্নমণি বাবু শরৎবাবুর সহায়। গৃহে এবং বাহিরে ছাত্রগণ তাহাদের উন্নতির পথে বিবিধ অনুকূলতা প্রাপ্ত হইত। তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা ছিল—তিনি ছাত্রদের আপন আপন নির্দ্দেশ অনুসারে রাত্রি একটা দুইটার সময় তাহাদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে পড়িবার জন্য জাগাইয়া দিয়া আসিতেন। তৎসময়ে জেলা স্কুল, প্রবেশিকা

পরীক্ষায় যে উৎকৃষ্ট ফল দেখাইত বাবু শরচ্চন্দ্র তাহার অন্যতম কারণ। শিক্ষক বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন, শরচ্চন্দ্র ছাত্রের গৃহে এবং আপন গৃহে তাহার মানসিক বৃত্তি সেই জ্ঞান গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। কত অশিষ্ট ও অনাবিষ্ট বালককে তিনি ব্রাহ্ম দোকানে বাস করিবার অধিকার দিয়া, অধ্যয়নের সুবিধা করিয়া দিয়া, শিষ্ট এবং সদুৎসাহী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৮৭৭ সনে ১৫ই নভেম্বর শরৎ বাবুর প্রতি একটী সাহেবের আক্রমণে ছাত্র সমাজ, সহানুভূতি সূত্রে তাঁহার দিকে প্রবলবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ঘটনাটী এই—(ভারত মিহির হইতে উদ্ধৃত)

"রায় সরকার কোম্পানীর দোকানে বাবু লাল বিহারী অবস্তীর ম্যানেজার মেঃ গ্যাম্পার কোন কার্য্য বশতঃ উপস্থিত ছিলেন। মদ্য বিক্রেতা বাবু মদন মোহন রায়ও তথায় উপস্থিত হইয়া সাহেবের নিকট তাঁহার প্রাপ্য টাকা চাহেন। সাহেব ইংরেজীতে মদন বাবুকে কয়েকটী সুশ্রাব্য কথা শুনাইলেন, মদন বাবুর গুরদৃষ্ট, তিনি ইংরেজী জানেন না, তিনি সাহেবকে বলিলেন "সাহেব আমি ইংরেজী জানি না, কিন্তু তুমি আমাকে যাহা বলিলে তুমিও তাই।" সাহেব অগ্নিমূর্ত্তি, মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া আসিয়া মদন বাবুকে সজোরে চেয়ার হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন। নদীর দিকের উত্তরের বারেন্দায় এক অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া সাহেব হলের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। সাহেব বিচারের সময় কহিলেন— আমি পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া দেখি নদীর দিকের দ্বার রুদ্ধ, অতএব আমি সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিব, এই সময় শরৎ বাবু আসিয়া

দ্বার রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করাতে আমি আত্মরক্ষার জন্য সজোরে দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতেছিলাম এমন সময়ে দোকানের চাকর আমাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল; আমিও তাহাকে আক্রমণ করিলাম, তখন শরৎ বাবু আসিয়া উপস্থিত; দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইল। অমনি শরৎ বাবুর নাসিকায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু শরৎ বাবু বলিলেন—"আমি দেখি আমার দুর্ব্বল ভৃত্যকে সাহেব আক্রমণ করিয়াছেন, আমি সম্মুখে যাওয়াতেই সাহেব আমার নাসিকায় আঘাত করেন।" শরৎ বাবু এবং মদন বাবু উভয়েই সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন; জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে শরৎ বাবুর মোকদ্দমা ডিসমিস হয়; মদন বাবুর মোকদ্দমায় সাহেবের দুই টাকা অর্থদণ্ড ও এক টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইয়াছিল। উভয় মোকদ্দমার রায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠি হইতে পাঠাইয়া দেন।"

সাহেব-হস্তে প্রহার এবং মোকদ্দমার ফল ভাবিয়া ছাত্রগণের সহানুভূতি শরৎ বাবুর দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। শরৎ বাবু তাহার দুর্ব্বল ভৃত্যের রক্ষা জন্য অগ্রসর হইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। মোকদ্দমা নিষ্ফল হইলেও দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য আত্মপ্রসাদ হইতে তাঁহাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

ব্রাহ্মদোকানে বৃদ্ধ, প্রৌঢ় এবং যুবকের সম্মিলনে একটী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্মদোকানের পাদস্পর্শী ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গের তালে তালে যেন প্রতিধ্বনিত হইত:—

বৃদ্ধ—Once in battle bold we shone.

প্রৌঢ়—Try us our vigour is not gone.

যুবক—The palm remains for us alone.

তিনের সম্মিলনেই শক্তি। ব্রাহ্মদোকানের বিলোপের সঙ্গে সে মহাশক্তির বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে।

(১০)

ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে "আন্দোলন" এবং "জীবন" একই কথা। ১৮৩০ সনে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ সনে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষপুট পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন ব্রাহ্মসমাজে এক নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল। ১৮৭৮ সনের আন্দোলন উল্লিখিত উভয় আন্দোলন অপেক্ষা বিস্তৃত এবং বেগবান। ৬ই মার্চ্চ কুচবিহার মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

কুচবিহার বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রাহ্ম সমাজে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। কুচবিহার রাজের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দানে নিবৃত্ত হইবার জন্য কতিপয় ব্রাহ্ম নামস্বাক্ষর করিয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমীপে এক লিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপি নিষ্ফল হইয়া যায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে ব্রাহ্মগণের এক অধিবেশন হয়। সভায় ৺ আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তিনি সূচনায় বলেন, "এই বিষয়ে ৮৬টী ব্রাহ্মসমাজ সমীপে লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, ৫৭টী সমাজ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫০টী বিবাহের প্রতিবাদী ৩টী অনুকূল এবং ৪টী নিরপেক্ষ।" ইহা হইতে আমরা প্রতিকূল আন্দোলনের পরিধি এবং গভীরতা বুঝিতে পারিতেছি। ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিবাদকারীর অন্যতম। বাবু শরচ্চন্দ্র এই প্রতিবাদে আপনার শক্তি সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

তৎকালে ৺ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান প্রচারক এবং প্রধান পরিচারক। বঙ্গ বাবু ৭ই চৈত্রের লিখিত পত্রে প্রকাশ করেন, "যদ্যপিও এই বিবাহে পৌত্তলিকতার সংস্রব ও বাল্য বিবাহের দোষ ধরিয়াই প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বর আদেশে আচার্য্য মহাশয় এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতেও সেই কথার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই, এই দেখিয়া আমি প্রতিবাদীদের সঙ্গে কিছুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি রাখিতে অক্ষম হইয়াছি।" এ দিকে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৯শে বৈশাখের পত্রে লিখিলেন, "ব্রহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশব বাবু ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিলেন যে, ইহা কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এজন্য ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেশব বাবু স্বীয় কন্যার বিবাহে ঈশ্বরের বিধি প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক

হইতে প্রতিবাদ হইল, তিনি প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রচারিত ঈশ্বরের বিধিকে পদাঘাত করিলেন।”

এই দুইখানি পত্রে পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের তেজ গ্রহণ করিয়া ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাহ আন্দোলন বল সঞ্চয় করিল। আনন্দনাথ ঘোষ, শরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীনাথ চন্দ, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, অমর চন্দ্র দত্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, রত্নমণি গুপ্ত, কালীকুমার গুহ, মহিমচন্দ্র বসু প্রভৃতি পনর জন প্রতিবাদের পক্ষ এবং কালীকুমার বসু, গোপীকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি চারিজন কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রহ্মমন্দির লইয়া এখানে কলিকাতার অনুরূপ অভিনয় হইয়াছিল। শরৎ বাবু ১৮৭৮ সনের ২৩শে মে তারিখের ভারতমিহিরে এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে এই আন্দোলনের বৃত্তান্ত এবং শরৎ বাবুর মনের আবেগ ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই ব্যাপার সম্বন্ধে শরৎ বাবুর পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

“শুনিতে পাইলাম, গোপী বাবু কর্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া মন্দিরের দ্বারে পুলিস নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বাস্তবিকও তাহাই। আমাদের নিকট মন্দিরের চাবি ছিল। মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি—অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কতকটী কনষ্টবল সহ ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর ও কোর্ট ইনস্পেক্টর রক্ষক নিযুক্ত আছেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলাম, পুলিস তাহা দিল না। আমরা যাই তালা খুলিয়া দিলাম অমনি কয়েক জন পুলিস দ্বারের মুখে দাঁড়াইল। আমরা বলিলাম আমরা উপাসনা করিতে আসিয়াছি, কেন মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইব না, যদি আমরা

না পাই তবে তালা বন্ধ করিয়া যাই, পরে যাহা হয় হইবে। গোপী বাবু মৃদুস্বরে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, You see that's opposition. পুলিস আমাদের কথা শুনিল না। তবে কি আমরা চলিয়া যাইব, পুলিসকে বারবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুলিস আমাদিগকে তাহাই আদেশ করিল। আমরা সাধারণকে কয়েকটী কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কোন হাঙ্গামা না করিয়া এমন অত্যাচারে সময় যে আমরা শান্ত ভাবে চলিয়া আসিতে পারিয়াছি তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। * * * সাধারণের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা উভয় দলের কার্য্য প্রণালী দেখুন। প্রত্যেক হৃদয়ে ন্যায়ের স্থান হউক, আমরা ইহা ভিন্ন কিছুই চাই না।"

ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণের মধ্যে প্রতিবাদকারী পনর জন এবং কেশব বাবুর পক্ষে চারি জন। চারি ব্যক্তি মন্দির হস্তগত করিলেন, পনর জন পরাস্ত হইয়া আসিলেন। ১৫ই মে, তখন স্কুল বন্ধ, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ও বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা চলিয়া যাওয়াতে শরৎ বাবু এই অবস্থায় পড়িয়া কি ভাবিতে ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সূর্য্যাস্তের সময় এভিনিউ রোডের পশ্চিমে ব্রহ্মমন্দিরের বারান্দায় উক্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শরৎ বাবু এই ব্যাপারের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া পথের পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে আসিয়া একবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশাল দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, অথচ প্রতিবিধানের কোনও উপায় নাই। তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বর্ণনা করা অসাধ্য।

১৯ কার্ত্তিক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হন, তাঁহার কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"আমি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে গোপী বাবু বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার বাসায় বাসস্থান প্রদান করেন। আমি গোপী বাবুকে অনেক প্রবোধ বাক্যদ্বারা বুঝাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের গোলমাল মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে উভয় পক্ষ হইতে ট্রষ্টি নিযুক্ত করা হউক এবং পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা করা হউক, ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত ব্রাহ্মগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে গোপী বাবু মত না দেওয়াতে কিছুই ফললাভ করিতে পারিলাম না।"

তখন মোকদ্দমা করা ব্যতীত অন্য উপায় রহিল না। শরৎ বাবু ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। মোকদ্দমার জন্য অর্থ সংগ্রহ, উকীল নিয়োগ ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। হিন্দু-সমাজের অগ্রগণ্য উকীল বাবু বাণেশ্বর পত্রনবিশ মহাশয়কে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতিকারী প্রধান প্রধান বৃদ্ধ উকীল তাঁহাদের পক্ষ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের উদারতা ভাবিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইয়া পড়িতেন। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম সবজজ বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ সমীপে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, দীর্ঘকাল পরে এই নিষ্পত্তি হয় যে, উভয় দল মন্দিরের তুল্য অধিকার পাইবেন। ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতার প্রতিবাদকারিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং

কেশব বাবুর পক্ষগণ নববিধান-সমাজ ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহ নগরেও দুইটী দল স্পষ্ট হইয়া উঠে। এক মন্দিরে উভয় দলের উপাসনা অসম্ভব মনে করিয়া মধ্যস্থতায় মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মন্দিরের স্বত্ত্ব নববিধান-সমাজের নিকট বিক্রয় করেন। সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে নগরের মধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৯৩ সনে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত শরচ্চন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে সম্পাদক শরৎ বাবু এই মন্দিরের জন্য ভূমির পাট্টা গ্রহণ করেন। নানা স্থান হইতে দান সংগ্রহ ব্যাপারে শরৎ বাবু অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শরৎ বাবু জীবনে হৃদয়ে চারিটী দারুণ আঘাত পাইয়া গিয়াছেন। কুচবিহারে বিবাহে বিবাদ বিসংবাদ প্রথম এবং প্রধান; অপর তিনটীর বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। অভিনব সুবৃহৎ ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা, প্রথম আঘাতের কথঞ্চিৎ শীতল প্রলেপ স্বরূপ হইলেও সে ক্ষতের অন্তর্জ্বালা তাঁহার অন্তকাল পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত ছিল। আন্দোলনের পর হইতে শরৎবাবু দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সময় সমাজের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলন সময়ে তাঁহার যত্নে এবং বাবু শ্রীনাথ চন্দ এবং বাবু অমরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই নগরে "সঞ্জীবনী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবনী দেড় বৎসর জীবিত ছিল।

১৮৭৮ সনের জুন মাসে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে শরৎবাবু তাঁহার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। উভয়ের উৎসাহ অসীম, কার্য্যস্পৃহা অদম্য. একে অন্যকে পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বসু মহাশয় প্রায় এক মাস কাল এই নগরে ছিলেন; প্রতি রাত্রে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং ছাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইত। অনেক দিন এমন হইত যে, কথা প্রসঙ্গের উৎসাহে রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। ময়মনসিংহের উন্নতির জন্য কত প্রস্তাবনাই হইত, ভাবিলে এখনও মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

(১১)

শরচ্চন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা বুঝিয়া দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। রাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষী দলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। উদারনৈতিক দলের নেতা গ্লাডষ্টোনের প্রথমবার মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির সংবাদ শুনিবা মাত্র তিনি ব্রাহ্ম দোকানে মহা ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ৺শীতলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, ৺কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ প্রভৃতি ময়মনসিংহে আসিলে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন। তিনি নানা প্রকারে

তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। সমাজ-সংস্কারে তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সমাজ সংস্কারক বলিতে যে ব্রতের কথা বুঝায় তিনি কখনও সঙ্কল্প করিয়া সে ব্রতগ্রহণ করেন নাই। ব্যক্তিগত জীবন গঠিত হইলে রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্ম্মের উন্নতি হয়, ইহাই তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে ভবিষ্যৎ বংশের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনেই তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সমাজ সংস্কারে অগ্রবর্ত্তী হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। শরৎবাবু চিরকুমার ছিলেন। কোন হিন্দু বন্ধু তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়ার সহিত শরৎবাবুর বিবাহের প্রস্তাব করেন। শরৎ-বাবু কোন প্রকারেই সম্মত হন না। কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৯ সনে সমাজ সংস্কারের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত ঐ হিন্দু বিধবার বিবাহ কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণেরও অজ্ঞাতসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। সদ্যপরিণীতা, অচিরে পরিত্যক্তা, উক্ত মহিলাটীর ভরণ পোষণের জন্য নানা ভয় বিভীষিকা এবং অনিষ্টাশঙ্কার মধ্যে তিনি ঐ বিধবার হিন্দু কর্ত্তা-পক্ষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য অসাধারণ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। শেষ জীবন পর্য্যন্ত মহিলাটী ঐ অর্থে কায় ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ইহা শরৎবাবুর একটী সান্ত্বনার বিষয় ছিল। এই বিবাহ তাঁহার মর্ম্ম স্থলে দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত। এই

আঘাতে তাঁহার সুদৃঢ় পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি ইহলোকে উহার বেদনা ভুলিতে পারেন নাই।

অতঃপর তাঁহার জীবনে ছাত্রমোকদ্দমা এক উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ১৮৮২ সনের সেপ্টেম্বরে ছাত্র মোকদ্দমার সূচনা হয়। ইংরেজী স্কুলের অতি নিকটে মেঃ কেলেনোস একটী ব্যাঘ্র-শিশুর জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত এক পিঞ্জর প্রস্তুত করেন। ঐ পিঞ্জরে এক ব্যাঘ্র-শিশু রক্ষিত ছিল। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে জেলা স্কুল এবং হার্ডিঞ্জ স্কুলের ছাত্রগণ বালক-স্বভাব-সুলভ কৌতূহল বশতঃ ঐ ইষ্টকালয়ের নিকট গমন করে। কোলাহলাদি দ্বারা ব্যাঘ্র শাবককে উত্যক্ত করায় কোলোনাস সাহেবের লোকেদের সঙ্গে ছাত্রদের বিবাদের সূত্রপাত হয়। জেলা স্কুলের গৃহে ১১ টার পূর্ব্বে উভয় দলে সংঘর্ষ হয়; প্রায় বিশ পঁচিশ জন অশ্ব-রক্ষক দীর্ঘ দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে জেলা স্কুলের দ্বার ভগ্ন এবং প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রহার করে। বিচারালয়ে উভয় দল অভিযোগ উপস্থিত করে। মেজিষ্ট্রেট মেঃ গণ্ সাহেব সমীপে মোকদ্দমার বিচার হয়। বিচারে পাঁচটী ছাত্রের প্রত্যেকের ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। অপর পক্ষের তিনজন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

শরৎ বাবু তখন কলিকাতায়, ছাত্রগণের অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত কেমন বিকল হইয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মোকদ্দমা কম্প্রোমাইজ করিবার কথা উঠিয়াছিল। শরৎ বাবু উহার বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। এখান হইতে

তাঁহার উপর ছাত্রদের সমর্থনার্থ বারিষ্টার নিয়োগের ভার অর্পিত হইল। তিনি বারিস্টার নিয়োগের সমস্ত আয়োজন করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে জমিদার উকীল বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার মনের অবস্থা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বারিষ্টার দ্বারা পক্ষ সমর্থনে হিতে বিপরীত হইতে পারে ভাবিয়া ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এদিকে শরৎ বাবু বারিস্টার নিয়োগের কথা একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, শেষ মুহূর্ত্তে তাহা রহিত করা সহজ নহে। তখন ময়মনসিংহে টেলিগ্রাফ আফিস ছিল না। বারিষ্টারের উপস্থিতি বারণ করিবার জন্য ৬০৲ টাকা চুক্তিতে বার দাঁড়ী এক নৌকা করিয়া বার ঘণ্টায় নিষেধ সংবাদ নারায়ণগঞ্জ টেলিগ্রাফ আফিসে প্রেরিত হইয়াছিল। ছাত্রদের হিতের জন্য বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উপর শরৎ বাবুর শ্রদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ছাত্র মোকদ্দমায় ক্রোধের অভিনয় নিবৃত্ত হইয়া গেলে ভারতমিহিরে একখানি কৌতুকাত্মক পত্র প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ছাত্রদের Case হইয়া গেল, এখন ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করি, এটী Nominative না objective case। যাহা হউক আমি এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তোমাদিগকে গ্রামার বুঝাইয়া দিতেছি।

তোমরা যখন বাঘের ছানার কাছে Hurrah করিলে এই হইল Interjection।

কেলোনাস সাহেবের ভূমিতে প্রবেশ—এইটী হইল Verb, বাঘকে উত্যক্ত করিয়াছ, এটী ভারি গুরুতর Verb, Adverb তার সঙ্গে।

সাহেবের লোকের সঙ্গে যখন তোমাদের ধৃতরাষ্ট্র কোলা-কুলি তখনই Conjunction। প্রথম আঘাত ভারি Conjunction।

যখন লোকে শিক্ষকদিগকে Coward বলে, অভিভাবকেরা তোমাদিগকে Naughty বলেন, মাস্টার মহাশয়েরা Disobedient বলেন, এই হইল Adjective। Noun এবং Pronoun যদি না বুঝিয়া থাক তবে সরস্বতীকে সেলাম দিয়া বাড়ী চলিয়া যাও।

Preposition হইতেছে to তে, in মধ্যে। এ ব্যাপারে প্রিপজিসন ঠাহর করা কঠিন; তবে ইংরেজী স্কুলের বারেন্দায় প্রিপজিসন পাওয়া যাইতে পারে। প্রি এবং পজিসন আলেদা আলেদা।

Case বুঝিবার আর বাকী নাই। Sentence বুঝিয়াছ ত? Sentence ৫০৲ টাকা জরিমানা।

ভারতমিহির সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিলেন তাহার নাম Article।

সন্ধি—Compromise এই কথা তোমাদের অনেকদিন

স্মরণে থাকিবে। তোমাদের হিতের জন্য যাহা তাহা তৎ+হিত=তদ্ধিত।”

এরূপ ব্যাকরণ কিৎ সাহেবও লিখেন নাই।

শরৎ বাবু এই পত্রে লিখিত বাঙ্গালী-স্বভাব-সুলভ Compromise শব্দ লইয়া অনেক বিদ্রূপ ও বিতণ্ডা করিতেন। তিনি জীবনে কম্প্রোমাইজ জানিতেন না; মৃত্যু শয্যায় তাঁহার শেষ উপদেশ এই—“কখনও কম্প্রোমাইজ করিও না।”

(১২)

বহুমূত্র রোগে শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮৮২ সনে এক ঘটনায় এই রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। একটী হাস্য-কৌতুক হইতে এই বেদনার সৃষ্টি। ঘটনাটী এই—৮২ সনের বর্ষাকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন। এক দিন রাত্রে তাঁহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। ভোজ্য সামগ্রী একটী হিন্দু আত্মীয়ের গৃহ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবে এরূপ বন্দোবস্ত থাকে। এই সঙ্গে তাঁহার অপর একটী আত্মীয় কালীকুমার বাবু নিমন্ত্রিত হন। ব্রাহ্মদোকানে কোন ভোজের আয়োজন হইলে সচরাচর প্রায় সব সুহৃদ্ সঙ্গীই নিমন্ত্রিত হইতেন। কিন্তু সেদিনের বন্দোবস্ত অতি গোপনে হইয়াছিল, অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শরৎ বাবু গোপনে যত্ন করিলে কি হইবে, তাঁহার সুহৃদ্‌গণ তাঁহার সরল মুখের ভাব এবং অকপট গতি বিধি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, একটা ভোজের আয়োজন হইতেছে। অপরাহ্ণে সকল সুহৃদ্ সমবেত হইলেন, ব্যবহারটা একটু ঢাকিয়া চাপিয়া চলিতে লাগিল। এরূপ হইল, যেন, অনিমন্ত্রিত সুহৃদ্‌গণ চলিয়া গেলেই ভোজের আয়োজনগুলি দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুহৃদ্‌গণের মধ্যে—স বাবু অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক; তিনি গৃহে পদার্পণ করিয়া শরৎ বাবুর দিকে চাহিয়াই বুঝিলেন, ভোজের আয়োজন হইতেছে; তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কথায় কাটাইয়া যেন কিছু সন্ধান পান নাই এরূপ দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্ম দোকানের হল টেবিল আলমারীতে পূর্ণ;—স বাবু গৃহের বাহিরে যাইয়াই আবার কোন্ মুহূর্ত্তে—ঘ বাবু এবং—চ বাবুকে লইয়া অতর্কিতে উপস্থিত হইলেন এবং টেবিল ও আলমারির অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে রাত্রি একটু অগ্রসর হইল। আহারের সামগ্রী হিন্দু বন্ধুর গৃহ হইতে আনীত হইয়া আহারের গৃহে রক্ষিত হইল। তখনও রামকুমার বাবু ও কালী বাবু আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাঁহারা একটু অধিক রাত্রে আসিবেন এইরূপ কথা ছিল। আহারের সামগ্রী গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া রাখিয়া শরৎ বাবু অন্য কতিপয় নিমন্ত্রিত সুহৃদের সঙ্গে তাঁহার কক্ষে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সুযোগে—সা বাবু,—ঘ বাবু,—এবং—চ বাবু টেবিল ও আলমারির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া চুপে চুপে আহারের গৃহে দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রসগোল্লা, পিঠা, পায়স ইত্যাদির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ঐ দিকে একটা শব্দ হইল ; শরৎ বাবু মনে করিলেন, ঘরে বিড়াল গিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, ঘরে আলো প্রবেশ করিয়াছে, শরৎ বাবু এবং অন্য নিমন্ত্রিত সুহৃদ্গণ বিড়াল তাড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখেন যে, তিন মূর্ত্তির মুখ চপাচপ্ চলিতেছে। "কি কর" "কি কর" "কখন ঢুকলে" এই সব ধ্বনি হইতে লাগিল ; তিন তস্করের মুখে শব্দ নাই, তাঁহারা রামকুমার বাবুর নাম উল্লেখ করিলেন না, এই "কালীর নিমন্ত্রণ" মুখে এক রসগোল্লা ; এই "কালীর নিমন্ত্রণ" মুখে চন্দ্রপুলী, এই "কালীর নিমন্ত্রণ" মুখে গোকুল পিঠা। থাবায় থাবায় ছয় খানি হাতে কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল, কে ধরিয়া রাখে ? এ দিকে রামকুমার বাবু, কালীকুমার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; হৈ চৈ উপস্থিত হইল ; তখন দাঁড়াইয়া হাতাহাতি করিয়া যে যাহা পারিলেন উদরস্থ করিতে লাগিলেন।—চ বাবু শরৎ বাবুর মাথায় বুটের দাইলের এক তাল ছুড়িয়া দিলেন ;—ঘ বাবু দৌড়িয়া এক হুকা আনিয়া উহার জল শরৎ বাবুর শরীরে ছিটাইয়া ফেলিলেন। তখন অন্নক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র। রসগোল্লা গোলার মত একে অন্যের উপর ছুড়িতেছে ; অন্ন, পরমান্ন বাতাসে বৃষ্টির মত উড়িয়া পড়িতেছে। সকলেই নদীর দিকে

অগ্রসর হইলেন। শরতের জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ব্রহ্মপুত্রে বর্ষার জল আতট তর্ তর্ করিতেছে।—ঘ বাবু শরৎ বাবুকে সজোড়ে টানিয়া ব্রহ্মপুত্রে ফেলিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং তাঁহার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। শরৎ বাবু ইহাতে কটি-দেশে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। তখন অধিক অনুভব করিতে পারিলেন না, হাস্য কৌতুকে "কালীর নিমন্ত্রণ" সমাপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন হইতে শরৎ বাবুর বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক চিকিৎসা হইল, এই বেদনা আর আরাম হইল না; কখন ঔষধ ব্যবহারে একটু নিবৃত্ত থাকিত, আবার কখন অনিয়ম হইলেই বাড়িয়া উঠিত। শেষ-জীবন পর্য্যন্ত এই বেদনা তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী ছিল। তাঁহার চিকিৎসকগণ বলেন, ঐ আঘাতে মূত্রাশয় বিকল হইয়া গিয়াছিল।

(১৩)

১৮৮৩ সনে ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন (সিটিস্কুল পরে নাম হয়) স্থাপন তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য। ছাত্র লইয়া তাঁহার সংসার, তাহাদের সুখ সুবিধা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহার চিন্তার প্রধান বিষয়। বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রের বিভিন্ন অভাব পূর্ণ করা সহজ নহে। কিন্তু শরৎ বাবুর তাহাতে অবসাদ ছিল না। তাঁহার যে সকল ছাত্র বি, এ পড়িতেছে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদিগকে লইয়া একটি স্কুল করিতে হইবে তিনি,

অমরচন্দ্র দত্ত ও বাবু শশিকুমার বসু ১৮৮১ সনে এই প্রস্তাব ধার্য্য করেন। শরৎ বাবু এই প্রস্তাব মেঃ আনন্দমোহন বসুর নিকট উপস্থিত করেন। একজন গেজুয়েট এবং অণ্ডার গেজুয়েট শিক্ষা বিস্তার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ শুনিয়া মেঃ বসু অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং ক্রমেই প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত এই স্কুলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকা এবং কলিকাতায় শরৎ বাবুর অনেক ছাত্র ছিল ; তাঁহাদের মধ্য হইতে শিক্ষক সংগ্রহের আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৮১ এবং ৮২ সনে মেঃ বসু এবং শরৎ বাবুর ছাত্রদের সঙ্গে এই প্রস্তাব স্থির করা হয়। শরৎ বাবু যখন কলিকাতা যাইতেন তখন এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

১৮৮২ সনের ছাত্র মোকদ্দমার পর শরৎ বাবুর অনেক ছাত্র নূতন একটী স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও শরৎ বাবু তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন নাই। এই সময়ে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ ময়মনসিংহে স্কুল ইনস্পেক্টার ছিলেন। শরৎ বাবু তাঁহার সহিত স্কুল সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। ব্রজেন্দ্র বাবু এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দেন। শরৎ বাবু তাঁহার ছাত্রদিগকে যে সকল ভাবে পরিচালিত করিয়া কার্য্য করিতে বলেন, তাহা তাঁহার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"আমরা যখন অর্থ বলের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে হাত দিতেছি না তখন কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে অর্থের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে বিপদে পড়িতে হইবে।"

"এই কার্য্যে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে কাহারও এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, একার্য্য দ্বারা আমরা বড় মানুষ হইব—এ কার্য্যের পুরস্কার কার্য্যই হইবে। এখন কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়; যে সম্বন্ধে যতটা বিভীষিকা ভাবিতে পার, তাহাই ভাবিবে, অনুকূলতা পরে বিধাতা দেন দিবেন। ভরসা কেবল ঈশ্বর।"

"সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে যাহাতে নিয়ম অনুসরণ করিয়া কার্য্যে হাত দিতে পারেন, তাহাই করিবে। বুঝিয়া ধর ধরিয়া ছাড়িও না।"

"স্বাধীন মতের স্বাধীন ইচ্ছার চুল পরিমাণ খর্ব্ব করিয়া কোন কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। শিক্ষার প্রচার আমি খুব ইচ্ছা করি কিন্তু নিজদের কোন শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া নহে। এই কথায় যদি লোকে ঘোরতর স্বার্থপর মনে করে তবে আমি সেইরূপ স্বার্থপর হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মত সম্বন্ধে ইচ্ছা সম্বন্ধে আমা কর্ত্তৃক কোন বিষয়ে "কম্প্রোমাইজ" হইবে না।"

শরৎ বাবু উক্ত সকল ভাব দ্বারা তাঁহার ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করেন। একটী কমিটী দ্বারা স্কুল পরিচালনের কথা মেঃ বসুর সঙ্গে সাব্যস্ত হইয়া যায়। এদিকে স্থানীয় "নসিরাবাদ স্কুলটীর" আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। সম্পাদক বাবু কালী

কুমার বসু স্কুল চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ব্রজেন্দ্র বাবুর দ্বারা এই স্কুলের সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। কিন্তু কে স্কুল করিতেছে তাহা তখনও অপ্রকাশিত থাকে।

স্কুল স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শরৎ বাবুকে তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধু কালেক্টরীর পেস্কার বাবু গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলীর শুশ্রূষায় অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। এক দিকে স্কুলের আয়োজন, অপরদিকে রোগীর শুশ্রূষা, তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। এত শুশ্রূষায়ও গোবিন্দ বাবু রোগমুক্ত হইলেন না। শরৎ বাবু কলিকাতায় লিখিলেন "গোবিন্দ বাবুর জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ১৫ দিন খাটিলাম কিন্তু পুরস্কার পাইলাম দুঃখ ও যন্ত্রণা। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল।" এই সময়ে আরও কয়েকটী আত্মীয়ের মৃত্যু শোক তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইহার ভিতর স্কুল স্থাপন কার্য্যের আয়োজন অম্লানচিত্তে করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী মেঃ আনন্দমোহন বসু প্রেসিডেণ্ট, জমিদার উকীল বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেণ্ট, বাবু পরেশ নাথ সেন বি, এ সম্পাদক, বাবু শরৎচন্দ্র রায়, বাবু অমর চন্দ্র দত্তকে লইয়া এক সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে "ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্‌ষ্টিটিউসনের অনুষ্ঠান পত্রের অনুলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

A Higher class English School to be called

"The Mymensingh Institution" will be opened at Mymensingh under the patronage of A. M. Bose* Esq, M. A., Barrister-at-law and Babu Kesav Chandra Acharya Choudhury Zemindar, Muktagacha from the 1st of January 1883. It will be the aim of the Institution to impart education on an improved and comprehensive plan. The committee of Management will take special care to suppliment the present system of education by a course of physical and moral training. Along with intellectual culture on a proper basis, the improvement of character, enforcement of discipline and the healthful development of all the faculties of pupils entrusted to their charge, will engage the earnest attention of the Committee and will form one of the chief features of the Institution.

We are glad to be able to announce that a competent body of graduates and under-graduates has been secured to form the instructive staff of the Institution.

Calcutta, The 6th December, 1882.

Pares Nath Sen B. A.
Secretary,
Provisional Committee.

The following gentle-men form the provisional

committee for the establishment and organisation of the Institution.

A. M. Bose Esq, M. A., Barrister-at-law President, Babu Kesav Chandra Acharya Choudhury Vice President,

Babu Sarat Chandra Roy,

Babu Amar Chandra Datta,

Babu Pares Nath Sen, B. A. Member and Secretary.

বাবু দক্ষিণাচরণ সেন এম, এ কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা কলিকাতা হইতে শিক্ষা-প্রচার-ব্রতধারী শরৎ বাবুর গ্রেজুয়েট এবং অণ্ডার গ্রেজুয়েট ছাত্রগণ এই স্কুলের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী একটী সুললিত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া স্কুলের প্রথম ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্যক, ময়মনসিংহে কলেজ প্রতিষ্ঠায় পরলোকগত সদুৎসাহী কেশব বাবুর বক্তৃতার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে।

(১৪)

১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অবিলম্বে প্রায় তিন শত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ৩১ জানুয়ারী এই নগরের কতিপয় পদস্থ ব্যক্তি বাবু কালীকুমার বসুর নিকট হইতে

নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুল পুনরুজ্জীবিত হইল। ইন্‌ষ্টিটিউসনে বহু অনুরোধে বাহিরের দুই একটী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল; তাঁহারা নসিরাবাদ স্কুলে কার্য্য গ্রহণ করিলেন, ছাত্র লইয়া যাইতে লাগিলেন। ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠার জন্য শরৎ বাবু কতিপয় সুহৃদের নিকট মূলধন স্বরূপ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা স্কুলের প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন করেন। তাঁহাদের ভরসা ছিল, ছাত্র সংখ্যা এরূপ হইবে যে, প্রতিষ্ঠা-জন্য প্রাথমিক ব্যয় সঙ্কুলনের উপযোগী মূলধন হইয়া গেলে আর অর্থের অভাব থাকিবে না। ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে অর্থের অনটন উপস্থিত হইল। জনবলের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল; পরিতাপের বিষয়, শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ এই দুঃসময়ে চলিয়া গেলেন। শরৎ বাবুর প্রিয় ছাত্র বাবু গগনচন্দ্র দাস বি এ (পরে ইনি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) ইংরেজী শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই সময়ে সাঙ্ঘাতিক নিমনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এদিকে শরৎ বাবুর বেদনা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। গগন বাবুর শুশ্রূষা, আপনার বেদনা ও স্কুলের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শরৎ বাবু চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও একাগ্রতা একটুকুও টলিল না।

গগনচন্দ্রকে শরৎ বাবু অতিশয় ভাল বাসিতেন। কলিকাতায় গগন বাবু মাছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ২৮ নং বাড়ীতে বাস করিতেন। শরৎ বাবু কলিকাতায় যাইলে এই ২৮ নং বাড়ীতে অধিক সময় যাপন করিতেন। তাঁহার ছাত্র মহলে "২৮ নং" বলিতে প্রীতির একখানি অভিধান বুঝাইত। সেই গগনচন্দ্রের সাঙ্ঘাতিক রোগ—শরৎ বাবুর অতিশয় চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। জেলাস্কুল হইতে শরৎ বাবুর বহু ছাত্র ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মদোকান ছাত্রদের এক প্রধান দুর্গ মনে করিয়া, জেলাস্কুলের কতিপয় শিক্ষক ব্রাহ্ম দোকান ধ্বংস কামনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মদোকানের অংশী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ উঠাইয়া লইলেন; বিপদের উপর বিপদ ঘন হইয়া উঠিল। বিধাতার কৃপার অবধি নাই, এই সময় বৃদ্ধ বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ, বাবু কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু চন্দ্র মোহন বিশ্বাস শরৎ বাবুকে অর্থ সাহায্য করিয়া দোকানের বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। এক বিপদ কাটিয়া উঠিল কিন্তু অন্য বিপদ দেখা দিল। অপর এক দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মদোকান ধ্বংসের আয়োজন হইল। দশ হাজার টাকা মূলধনে দোকান হইবে ঘোষণা পড়িয়া গেল। বাবু কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ কণ্ট্রাক্টার শরৎ বাবুর একজন পরম সুহৃদ্ ছিলেন। কুড়ি হাজার টাকা মূলধন করিয়া দোকান করিবেন বলিয়া বাবু কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ ভারতমিহিরে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন,

প্রতিপক্ষ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। শরৎ বাবুর যে সকল ছাত্র জেলা স্কুল হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ বাসা হইতে তাড়িত হইল। ইহাদের বাসা ইত্যাদির সংস্থান করা শরৎবাবুর এক গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে নানা সঙ্কটে জড়িত হইয়াও তাঁহার উৎসাহের বিরাম ছিল না। তিনি ছাত্রদের বাসের সুব্যবস্থা করিয়া তুলিলেন। গগন বাবুর রোগশয্যায় থাকা কালে শরৎ বাবুর অন্য প্রিয় ছাত্র বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী বি এ (এম এ জগন্নাথ কলেজ, ময়মনসিংহ সিটি কলেজ এবং আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন) ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ইংরেজী শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্কুলের অর্থকষ্ট নিবারণের উপায় কি, উপস্থিত ঘোরতর প্রতিযোগিতায় স্কুল রক্ষার উপায় কি?

নশিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ একত্র যে দলিল সম্পাদন করিয়া স্কুল আরম্ভ করেন তাহাতে একটি ধারা এই ছিল যে "আমরা সকলে একত্র হইয়া সম্মিলিত ভাবে অথবা অন্য অংশীদিগের রেজেষ্টারীকৃত সম্মতিপত্র লইয়া এক বা ততোধিক অংশিগণ স্কুলের সমুদয় স্বত্ব অথবা নিজ নিজ স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিব।" এই ধারায় নগরের সকলেই বুঝিতে পারিলেন, নসিরাবাদ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ইন্‌ষ্টিটিউসনের দলে কাহারও কাহারও মনে মিলিত হইবার

চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া শরৎ বাবুর ক্ষোভের সীমা থাকিল না, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন, "স্কুল যদি উঠিয়া যায়, যদি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় তথাপি তাঁহার মিলন সম্ভবপর নহে, তাঁহা দ্বারা কম্প্রো-মাইজ হইবে না।" তখন তাঁহার মুখে মুহুর্মুহু এই কথাই শুনা যাইত, তিনি এই সঙ্গীতে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।—

তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো।

বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং শরৎ বাবুর প্রিয় ছাত্র-শিক্ষকগণ সঙ্কল্প করিলেন, জীবিকা নির্ব্বাহের যৎ-সামান্য অর্থ লইয়া স্কুলের পরিচর্য্যা করিবেন। শরৎ বাবু এই সঙ্কল্প স্কুলের সভাপতি মেঃ আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলেন। উচ্চচরিত্র এবং আজীবন ছাত্র হিতৈষণার জন্য শরৎ বাবুর প্রতি মেঃ বসুর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। মেঃ বসু শরৎ বাবুর পত্র পাইয়া বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাই-লেন—"ইহাঁদের সদিচ্ছা এবং স্বার্থত্যাগ নিষ্ফল হইয়া যায় ইহা আমি কখনও ইচ্ছা করি না। আমি স্কুলের ব্যয় ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করিবেন" (ইংরেজী পত্রের অনুবাদ)। এই পত্র আসিবামাত্র শিক্ষক এবং তাঁহাদের সুহৃদগণের মনে আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার হইল। নগরের কতিপয় শিক্ষিত

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক কমিটী গঠিত হইল। কিন্তু শরৎ বাবু সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন না।

এদিকে বাবু গগন চন্দ্র দাস সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে ঘন মেঘের ঘোর অন্ধকার কাটিয়া উঠিল। মেঃ বসু মাসিক দুই তিন শত টাকা ক্ষতি বহন করিয়া স্কুল পরিচালন করিতে লাগিলেন। প্রথম বর্ষেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি উৎকৃষ্ট হইল। নসিরাবাদ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেড় বৎসর স্কুল পরিচালন করিলেন, তৎপর মেঃ বসুর নিকট স্কুল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

উভয় স্কুল মিলিত হইল বটে কিন্তু ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন সত্বর স্বচ্ছল হইতে পারিল না! মেঃ বসুকে বহু টাকা ক্ষতি বহন করিতে হইল। দুই বৎসর পরে এই স্কুল সিটী স্কুলের শাখা স্বরূপ গণ্য হয়। ময়মনসিংহ স্কুলের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ সম্বন্ধে শরৎ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অচিরে এই বিদ্যালয় স্বচ্ছল হইয়া উঠে। কিন্তু এই স্কুল পরিচালনে "স্বকীয় স্বাধীন মত ও স্বাধীন ইচ্ছা" রক্ষা পাইতেছে না দেখিয়া তিনি স্কুলের প্রতি কোন কোন বিষয়ে অপ্রসন্ন হইয়া পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই অপ্রসন্নতা বিদ্যমান ছিল।

ইতঃপূর্ব্বে শরৎ বাবু দেশীয় বস্ত্রের বহুল প্রচার জন্য এক সমিতি গঠন করেন। তখন পাবনায় অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। তিনি এই সকল বস্ত্র আনাইয়া লাভ না লইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। বাবু জানকী নাথ ঘটক,

বাবু কালী নারায়ণ সান্যাল, বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই কমিটীর সভ্য ছিলেন।

---

(১৫)

উভয় স্কুল মিলিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ১৮৮৪ সনের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহের অগ্রগণ্য সুহৃৎ বাবু কালী নারায়ণ সান্যাল তাঁহার ভারতমিহির এবং ভারতমিহির যন্ত্র লইয়া কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। শরৎ বাবু ভারতমিহির প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান সহায় ছিলেন; উহার প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কলিকাতায় তাঁহার কোন সুহৃদকে লিখিয়াছিলেন, "ময়মনসিংহে প্রেস আনা ঠিক হইয়াছে, এখন কি করিয়া চালান যাইবে ঠিক করিতে পারি নাই। কয়েকদিন হইল দিনেশ বাবুকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি কি আমার হইয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহে আসার জন্য কিছু অনুরোধ করিতে পার। ময়মনসিংহে প্রেসের প্রয়োজন দিন দিন যেন অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে তোমরা যে যে পরিমাণে সাহায্য করিতে পার তাহা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইও না।" ইতঃপূর্ব্বে ১৮৮১ সনে এই নগরের আনন্দযন্ত্রের অন্তরালে থাকিয়া কেহ কেহ "নবমিহির" নামে একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া ভারতমিহিরের ক্ষতি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শরৎ বাবু যাহাতে এই ক্ষতি না হইতে পারে

তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধাতার কৃপায় সমস্ত চক্রব্যূহ ছিন্ন হইয়া আনন্দযন্ত্র এবং ভারতমিহির যন্ত্র সম্মিলিত হইয়া যায় এবং তৎপর বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল ১৭ই জ্যৈষ্ঠ আনন্দ যন্ত্র ক্রয় করেন। নবমিহির গর্ভেই তনুত্যাগ করে।

ভারতমিহির যে শক্তি বলে পরিচালিত হইত, দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে শক্তি-সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভারতমিহির অধ্যক্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাবু কালী নারায়ণ সান্যালের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি বহুপূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং ১৮৮১ সনে একবার কলিকাতা প্রস্থান করিতে আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎ বাবু প্রভৃতি সুহৃদগণের জন্য সে সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল দিব্যচক্ষে ময়মনসিংহের ভবিষ্যৎ মানচিত্র দেখাইয়াছিলেন এবং আপনার কার্য্যক্ষেত্র চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সনে কোনও বন্ধন আর বাবু কালী নারায়ণ সান্যালকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। যে ভারতমিহিরের জন্য শরৎ বাবু বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভারতমিহিরের কলিকাতা প্রস্থানে শরৎ বাবু অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

ভারতমিহির চলিয়া গেল, শরৎ বাবু সেরপুরে বাবু হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত চারুযন্ত্র এখানে আনাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে অমর বাবুকে লিখিয়াছিলেন "হরচন্দ্র বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিয়াছেন, চারুযন্ত্র এখানে পাঠাইতেছেন। বনওয়ারী বাবুও আমাকে এই কথা লিখিয়াছেন।

এ সময়ে তুমি এখানে থাকিলে বিশেষ কাজ হইত।" অবিলম্বে চারুযন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং চারুবার্ত্তা এই নগর হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময়ের একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, বঙ্গদেশে নবযুগ প্রতিষ্ঠাকালে যে সরল এবং সত্যভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, লোকের চিন্তার বিপর্য্যয়ে তাহার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল। ইংরেজী শিক্ষা নিষ্ফল এবং মারাত্মক ঘোষিত হইতে লাগিল। যাহা কিছু সমাজের কল্যাণকর তাহার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। রাজনীতি চর্চ্চার উপর বিদ্রূপ আরম্ভ হইল এবং ব্যক্তিগত আচরণে কপটাচার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র এই মতের সারথ্য গ্রহণ করিলেন। শরৎ বাবু কপটাচারের ঘোর শত্রু। ময়মনসিংহ নগরে তখন আর্য্যদর্শন সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট। শরৎ বাবু ইহাঁকে সভাপতি স্থির করিয়া এক সভার আয়োজন করিলেন। এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। উকীল বাবু ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং বাবু শ্রীনাথ চন্দ প্রভৃতি অনেকে ঐ সংবাদপত্রের প্রতিপগামী মতের বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করিলেন। শরৎ বাবু, বাবুদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি সেই অধিবেশন স্থলে উক্ত সংবাদপত্র দগ্ধ করিয়া আপনাদের গভীর অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদপত্রখানি শরৎ বাবুর ভিন্নমতাবলম্বী দলের ছিল। ভিন্নমতাবলম্বী দলের বলিয়া যে তিনি এরূপ

করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদলের সংবাদপত্রও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার দলের একখানি সংবাদপত্রে এক ব্যক্তির গর্হিত স্তুতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎ বাবু এই সংবাদপত্রের বিক্রেতা ছিলেন, দোকানে রাখিয়া উহা নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। এই স্তুতিবাদের পর মুহূর্ত্ত হইতে তিনি ঐ সংবাদপত্র আপন দোকান হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; জীবনে আর উহা স্পর্শ করেন নাই।

১৮৮৫ সনের চৈত্র মাসে ময়মনসিংহ নগর ভীষণ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। বহুলোক অর্দ্ধদগ্ধ হয় এবং বহুলোক অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করে। এই সময়ে শরৎ বাবু, ছাত্র প্রিয়লাল গাঙ্গুলী (রায় বাহাদুর) প্রভৃতি দগ্ধ রোগিগণের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদের প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। বড় বাজারে এক গৃহে বিক্রয়ার্থ অনেক পরিমাণ বারুদ ছিল, অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ হইয়া গেলেও ঐ গৃহের চারিদিক দগ্ধ হইয়া ক্রমে অগ্নি উহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। কোন্ মুহূর্ত্তে বারুদ গৃহ স্ফুটিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। এক প্রকোষ্ঠপূর্ণ বারুদে এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি প্রবেশ করিতে পারিলে ভীষণ কাণ্ড হইবে ভাবিয়া লোকে প্রমাদ গণিতে লাগিল। উকীল বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু শরচন্দ্র রায় এবং কতিপয় পুলিশ, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। বারুদ গৃহ নিরাপদ হইল। উহা

স্ফুটিত হইলে কি বিপ্লবই না সংঘটিত হইত! অগ্নিদাহে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য জন্য যে সভা হইয়াছিল, বাবু শরচ্চন্দ্র তাহার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

---

(১৬)

১৮৮৭ সনে মহাসমারোহে সারস্বত সমিতির বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের অনুরোধে মহারাজা সূর্য্য-কান্তের আগ্রহে ও আনুকূল্যে কুমারখালীর সাধক হরিনাথ মজুমদার মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তৎকালে মহারাজা সূর্য্যকান্ত "মনরে ভবে এসে কি করিলি" ইত্যাদি বৈরাগ্য সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সময়ে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও আগমন করেন। উভয়ের সঙ্গে ২৫।৩০ জন সেবক ছিলেন। ইহাঁরা গোস্বামী এবং মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে এক বাসায় ছিলেন। সকলের পরিচর্য্যার ভার শরৎ বাবুর উপর অর্পিত হয়। হরিনাথ কবি, গায়ক এবং সাধক। গোস্বামী মহা ভক্ত সিদ্ধপুরুষ। সেবকদল সুগায়ক, সংকীর্ত্তনে ইহাঁদের কণ্ঠে মধুবৃষ্টি হইত। যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, অনেকের ভাবাবেশে দশা হইত। শরৎ বাবু ইহাঁদের ভোজনের আয়োজনে এবং ভক্তি ভজনায় সমভাবে যোগ রাখিয়া চলিতেন। তিনি অন্তরে উদ্বেলিত হইতেন, বাহিরে উহার কোন প্রকাশ দেখা যাইত না। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের

ব্রহ্মজ্ঞান, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবাদির ভক্তি যোগের নিত্য সাধক ছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের মহাভাব দেখিয়া তিনি শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িতেন। ইতঃপূর্ব্বে এক বৎসর তাঁহার এক জন স্নেহভাজন, ব্রাহ্ম দোকানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত জগমোহন বীর মহাশয়ের দ্বারা গীত "আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়,—হরি সংকীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়"—সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবাবেশে বিভোর হইয়া পড়েন। প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এই ভাবাবেশ ছিল। ব্রাহ্ম দোকানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, বহুলোক দশায় পড়িয়াছিলেন, শরৎ বাবু সকলেব পরিচর্য্যায় ব্যস্ত এবং ভাবে বিভোর কিন্তু বাহিরে অটল। অটল ভাবই শরচ্চন্দ্রের স্বভাব ছিল। হরিনাথ তাঁহার আমন্ত্রণে ব্রাহ্ম দোকানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র দেখিতে দেখিতে—"কেনরে ঝরে নেত্র, ব্রহ্ম পুত্র, আজ আমারে বল বল" তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এবং শরৎ বাবুর আদরের জল-পান লঙ্কা ও সতেল মুড়ী খাইতে খাইতে গান করিতে থাকেন— "খাওরে লঙ্কা, নাইরে শঙ্কা, চিবাইয়া মুড়ীর সাথে।" শরৎ-চন্দ্রের ব্রাহ্ম দোকানে তাঁহার আগ্রহে আহূত বহু সাধকের পদ-ধূলি পড়িত।

১৮৮৭ সনে শরৎ বাবু রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে বাবু অমরচন্দ্রের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে ক্রমে বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, বাবু চন্দ্র-মোহন বিশ্বাস, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পল্লীতে স্থানান্তরিত

হন। বহু দিন হইতে নানা কারণে ব্রাহ্মদোকান নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। রেলওয়ে বিস্তারে লোকে কলিকাতা হইতে ব্যবহার্য্য সামগ্রী আনাইতে লাগিল, ব্রাহ্ম দোকানের বিক্রয় হ্রাস হইয়া পড়িল। শরৎ বাবু দোকান উঠাইয়া দিতে সংকল্প করিলেন। ১৮৮৮ সনে বাহ্মদোকান উঠিয়া গেল। শরৎ বাবু ব্রাহ্ম-দোকান ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মপল্লীতে বাবু অমরচন্দ্রের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

ময়মনসিংহ-নগরে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের বিপুল দানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৺রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মরণার্থ "রাজরাজেশ্বরী জলের কল" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তখন ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারমেন এবং শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাইস চেয়ার মেন। ইহাঁরা উক্ত প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব ব্যর্থ করিয়া জলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখিতে যত্ন করেন। বাবু শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে ঘটনাক্রমে আগত বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সহায়তায় বিরুদ্ধ সভার প্রতিকূলে এরূপ ভাবে কার্য্য পরিচালনা করেন যে প্রতিবাদকারিগণের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের স্মৃতি স্থাপনার্থ শরৎবাবুর যত্নে এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কি চিত্তই শরৎবাবুর ছিল। তিনি ঘন ঘন জলপান করিতেন; এক গ্লাস কলের জল হাতে লইতেই তিনি

মহারাজা সূর্য্যকান্তকে স্মরণ করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

ব্রাহ্মপল্লীতে থাকিয়া তিনি ভাওয়ালে জ্বালানি কাষ্ঠের এক বৃহৎ ব্যবসায়ের সূচনা করেন। ভাওয়ালের গড়ে কাষ্ঠ সংগৃহীত হইতে থাকে, তিনি ময়মনসিংহ এবং কাওরাইদে কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করেন। যখন কাষ্ঠের ব্যবসায় সফল হইবে, এই সময়ে এক ঘোর বিপত্তি ঘটিল। ভাওয়াল হইতে তাহার সমস্ত কাঠ ক্রোক হইয়া গেল। কাঠ মুক্তির জন্য শরৎ বাবু ভাওয়ালের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সমীপে কতবার প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন, কত ক্লেশ স্বীকার করিলেন, তাহা বক্তব্য নহে। কাঠের আর মুক্তি হইল না, বহু সহস্র মুদ্রার কাঠ কোন্ চুল্লীতে চলিয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। এই আঘাতই শরৎবাবুর জীবনের চতুর্থ আঘাত। শরৎ বাবু এই ব্যবসায়ে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বেদনা বাতব্যাধিতে পরিণত হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসুর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন এবং তৎপর প্রায় সাত আট বৎসর কলিকাতায় বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং হেমেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে বাস করেন। কলিকাতায় লোকের অগোচরে তিনি বহু অনাথের সাহায্য করিতেন।

১৮৯৭ সনে শরৎ বাবুর মাতার মৃত্যু হয়। জননী একবার শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "পরিবারের জন্য তুই ত কিছুই

সাহায্য করিস্ না।” শরৎ বাবু উত্তরে বলিয়াছিলেন “মা, কৈলাস যখন সংসারের জন্য উপার্জ্জন করিতেছে, তখন আমার সাহায্যের দরকার কি, আমাকে নিরুপায়ের জন্য খাটিতে দেও।” শরৎচন্দ্র, কি কমিল্লা, কি কলিকাতা, কি ময়মনসিংহ, কি অন্যত্র যেস্থানে থাকিয়াছেন সেই স্থানেই পরের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন। পরের জন্য যে জীবন দেয় সেই ব্যক্তিই ধন্য।

(১৭)

শরৎবাবু ছোট এবং অল্প কিছুই ভাল বাসিতেন না, সব বড় চাই, সব অধিক চাই। বড়র সাধনায় তাহার মন বড় হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু সুহৃদ সমাজে ইংরেজী কথোপকথনের মর্ম্ম এমন বুঝিতেন, বাঙ্গালার মধ্যে ইংরেজী এমন দুই একটী শব্দ প্রয়োগ করিতেন যে, তিনি ইংরেজী জানিতেন না, ইহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না। আকাঙ্ক্ষা তাঁহার উচ্চ ছিল, তিনি আলোচনায় সর্ব্বদাই উচ্চস্তর ধরিয়া চলিতেন। লঘু বিষয় এবং লঘু ভাব তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত তাঁহাকে “কুমার শরচ্চন্দ্র” বলিয়া ডাকিতেন। একদিন কলিকাতায় মহারাজার দরবারে এক রাজার সমক্ষে মহারাজা তাঁহাকে “কুমার শরচ্চন্দ্র” বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহাতে সামান্য কৌতুক হইয়াছিল না! উক্ত রাজা তাঁহাকে রাজকুমারোচিত

সম্ভ্রম জানাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইলে তিনি শরৎ বাবুর মহচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া রাজোচিত সম্মান অপেক্ষা উচ্চ সম্মানে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। মহারাজা, সূর্য্যকান্তের স্নেহের উপর শরৎবাবুর এমনি এক দাবি ছিল যে, মহারাজা তাঁহার নিবেদন না শুনিয়া পারিতেন না। কালক্রমে মহারাজার মাতা লক্ষ্মীদেব্যার ঘাট—থানার ঘাট ভাঙ্গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। শরৎ বাবু একদিন মহারাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই ঘাটের সংস্কার জন্য এমনি তীব্র ভাবে নিবেদন করিলেন যে, মহারাজা তৎক্ষণাৎ ঘাটের সংস্কারার্থ ব্যয় মঞ্জুর করিয়া দেন। অচিরে ঘাটের সংস্কার হইয়া যায়।

ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারী সমাজে একমাত্র মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর শরৎ বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে; মুক্তাগাছার ৺শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরী, ৺দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী, ৺কেশব চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, ৺ যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ৺ অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, রামগোপালপুরের শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কাশীপুরের ৺অভয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, গোলোকপুরের শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, আঠারবাড়ীর ৺ মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী, জঙ্গলবাড়ীর ৺ দেওয়ান রহমান দাদ খাঁ চৌধুরী, সেরপুরের ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায়

চারু চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, ধলার ৺ গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বাহাদুর তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

শরৎ বাবু সরলতার মূর্ত্তি ছিলেন। কোন কার্য্যে তাঁহার সংশ্রব দেখিলে লোকে উহা 'পলিসী' এবং কুটিলতা বর্জ্জিত মনে করিত। ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত শরৎ বাবুকে তাঁহার উচ্চ চরিত্র এবং সরল ব্যবহারের গুণে অতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা সারস্বত উৎসবে এক অভিনয়কালে এক অঙ্ক অতর্কিতে অতি কুৎসিৎ আকার ধারণ করে। মেঃ দত্ত সপরিবারে অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। ঐ অংশের অভিনয় দেখিতে কিছু দূর অগ্রসর হইবামাত্র তিনি স্ত্রী ও কন্যা লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সারস্বত কমিটি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়েন। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছিল। শরৎ বাবু এরূপ ভাবে মেঃ দত্তের নিকট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করেন যে, মেঃ দত্ত প্রসন্ন হন, সকল ত্রুটী ভুলিয়া যান। তিনি বিদ্যা এবং বিত্তে উচ্চশ্রেণীর ছিলেন না। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে তাঁহার তুল্য লোক আমরা অধিক দেখিতে পাই নাই।

---

(১৮)

১৮৮০ সনে শরচ্চন্দ্র রায় কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক, দুইজন কলেজের অধ্যাপক সহ জীবনের কতকগুলি উচ্চ কর্ত্তব্য সাধন জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি সম্মুখে করিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কলিকাতায় সহধর্ম্মিগণের সংসর্গে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের যথেস্ট সুযোগ হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-প্রণালীতে কোন ত্রুটী কিম্বা অবৈধাচরণ দেখিলে তিনি নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেন, সংস্কারে যত্ন করিতেন, আপন সমাজ হইলেও তিনি দোষ এবং পাপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না, তিনি পাপের দুস্ট পক্ক ব্রণ দেখিলে নির্ভীক চিকিৎসকের ন্যায় তাহাতে শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন।

তিনি যখন প্রথমবার ময়মনসিংহে ছিলেন তখন ময়মনসিংহ নগরে ঢাকা হইতে আসিবার কালে বাবু অমরচন্দ্র দত্তের নৌকায় কতিপয় চোর কতকগুলি জিনিষ অপহরণ করিয়া নৌকায় লুকাইয়া রাখে। নৌকা ব্রাহ্মদোকানের ঘাটে পৌঁছিলে উহারা ধৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে বিচারার্থ অর্পণ করেন। এই জলদস্যুগণ স্থানীয় কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রজা ছিল; তিনি সদলে এই তস্করদিগকে রক্ষার জন্য যত্ন করেন এবং শরৎ বাবুকে নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। শরৎ বাবু ভীত হইবার লোক ছিলেন না; শরৎ বাবু তস্করদিগকে দণ্ডিত করাইয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন।

এই নগরে এক প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাকে আদালতে উপস্থিত করাইয়া কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকের অধীন করিবার জন্য কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন। শরৎ বাবু এই সময়ে সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া বিধবাটার সহায়তা করিয়াছিলেন। যেখানে অত্যাচার সেই স্থানেই শরচ্চন্দ্র নির্ভীক রক্ষক এবং শাসনকর্ত্তা, তিনি শত ঘটনায় তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা থাকা কালে ময়মনসিংহের প্রতি তাঁহার চিত্তের আকর্ষণ কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিল হয় নাই। ১৮৯১ সনে বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষের মৃত্যুতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন "চন্দ্রকান্ত বাবুর মৃত্যুতে ময়মনসিংহ অন্ধকার হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত বাবুকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতাম।"

---

(১৯)

ময়মনসিংহ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, ময়মনসিংহের সারস্বত তাঁহার স্বহস্ত রোপিত, সিটী স্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্মপল্লী তাঁহার যত্নের ফল, ভূম্যধিকারী সমাজে এবং নগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাঁহর সুহৃজ্জন বহু। বাবু অভয়চরণ নাগের অভাব, অমৃত বাবু এবং হরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের মৃত্যু তাঁহাকে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল "প্রিয়তম" ময়মনসিংহ একবার দেখিয়া যান।

১৮৯৯ সনের মে মাসে শরৎ বাবু ময়মনসিংহে উপস্থিত হন।

এই সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে এই নগরে স্থায়ী হইবার জন্য যত্ন করেন। ব্রাহ্মপল্লীতে যে কোন গৃহে তিনি সমাদরে বাস করিতে পারিতেন। তিনি সুহৃজ্জনের কথায় সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি নিষ্কর্ম্ম আমোদ আহ্লাদে জীবন কাটাইবার লোক ছিলেন না। তিনি তখন কলিকাতা চলিয়া গেলেন, পূজার পূর্ব্বে আসিয়া "রায় কোম্পানি" নামে এক দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্ষুদ্র অবয়বে ব্রাহ্মদোকানের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চাতে ব্রহ্মপুত্রের সে স্রোত রহিল না, কিন্তু যে স্থানে শরচ্চন্দ্র সেই স্থানেই মহোৎসব। অচিরে রায়-কোম্পানি নগরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মিলন স্থান হইয়া উঠিল। এই স্থানে একটা আলোচনার কথা উল্লেখ করিতেছি। শরৎ বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় "পরকাল সম্বন্ধে আপনার মত কি?" তিনি বলিলেন, "তৎসম্বন্ধে আমার কিছু ভাবিবার নাই, ইহকালে আমি ভগবান হইতে যে সময় ও সামর্থ্য টুকু পাইয়াছি উহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল।"

শরৎ বাবুর অতি আদরের বস্তু সারস্বত সমিতি নানাকারণে কতিপয় বর্ষ হইল অতিশয় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ সদুৎসাহী বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, বাবু জানকীনাথ ঘটক এবং বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার

প্রভৃতিকে সম্মিলিত করিয়া সমিতির এক নবজীবনের সূত্রপাত করেন। চতুর্বিংশবার্ষিক উৎসব তাঁহার যত্নে অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

আগষ্ট মাসে মেঃ আনন্দ মোহন বসু ময়মনসিংহে পদার্পণ করেন। এই সময় সিটিস্কুলটীকে কলেজে উন্নীত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়।

১৯০১ সনের এপ্রিলে ময়মনসিংহ নগরে একটী স্কুল ও তৎপর কলেজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনে শরৎ বাবু নানা বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে সিটিস্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার ব্যাপারে আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। সিটিকলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সিণ্ডিকেট সমীপে উপস্থিত করিয়াও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে এক প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল এবং কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ যতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে এই বৎসর কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিরত হইলে যে ঘোর বিপত্তি ঘটিবে, শরৎ বাবু দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরম সুহৃদ্ মেঃ আনন্দ মোহন বসুকে এই সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাহার তেজ, উৎসাহ, ঐকান্তিকতা ও অটল বিশ্বাস ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি বহুমূত্র রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন এবং এই অবস্থায় বাবু প্রসন্ন

কুমার বসুর আহ্বানে টাঙ্গাইল আলিসাকান্দা যাইয়া আরও অসুস্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার রুগ্ন শয্যায় থাকা কালে এই নগরে প্রচারিত হয়, এবার আর কলেজ হইতেছে না তাঁহার এক স্নেহভাজন সুহৃৎ—যিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন—তিনি এই প্রসঙ্গ লইয়া একদিন রাত্রে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। শরৎ বাবু প্রথমত একটী কথাও বলিলেন না, কিছুক্ষণ পরে অতি গম্ভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমরা বলিতেছ, এবার কলেজ হইবে না, বড়লাট কলেজ মঞ্জুর করিবেন না, এরূপ অবিশ্বাসে ধিক্, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বড়লাট কলেজ মঞ্জুর করিবেন; যদি স্কুলের কল্যাণ চাও, আপন কার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাও, অবিলম্বে কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন ঘোষণা করিয়া দাও।" স্থানীয় কলেজ কমিটী দৈবী এবং মানবী বাধা বিঘ্নের মধ্যে অবিলম্বে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মেঃ বসুকে লিখিয়া পাঠাইলেন। মেঃ বসু ১৮ই জুলাই কলেজ স্থাপন করিতে হইবে বলিয়া টেলীগ্রাম করিলেন। ১৮ই জুলাই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। শরৎ বাবু জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের পর আসিয়া জ্বালা অনুভব করিতেছেন মনে করিয়া স্নান করেন। এই স্নানই তাঁহার শেষ স্নান। ক্রমে জ্বর এবং বহুমূত্র বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দোকান হইতে ব্রাহ্মপল্লীতে বাবু শ্রীনাথ চন্দের গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার

এস্, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র দাস, ডাক্তার তারানাথ বল, ডাক্তার বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার অতি যত্নে চিকিৎসা করেন। অতি যত্নে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম বালক বালিকা এবং মহিলাগণ তাঁহার শুশ্রূষা করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বাবু কৈলাসচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সেবা করেন, তাঁহার শয্যার চারিদিকে নগরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বহু-লোক উপস্থিত থাকিতেন। ঢাকা হইতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী, কাওরাইদ হইতে শ্রদ্ধেয় কালী-নারায়ণ গুপ্ত ও কলিকাতা হইতে বাবু শ্যামাচরণ দে আসেন। ২০শে জুন প্রিয় সুহৃৎ বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী এবং ২৬শে জুলাই বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর মৃত্যু হয়। ৩রা আগষ্ট বাবু শরৎচন্দ্র রায় যেন ইহাঁদের অনুসরণ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই ঃ——

১। যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়াছে।

২। * * ছাত্রকে আমি মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিতাম, * * ছাত্রের জন্য মাসিক ৬৲ টাকা সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহারা যেন তাহা পায়।

৩। ইহলোক ও পরলোকে প্রভেদ নাই, একই রাজার দুই রাজ্য।

৪। অন্যায় এবং অসত্যের সহিত কখনও Compromise করিও না।



ময়মনসিংহে সহৃদয়, সত্যনিষ্ঠ, শিক্ষানুরাগী পূত-চরিত্র, পরার্থপর সেবকের প্রয়োজন ছিল। শরচ্চন্দ্র সময়ের সৃষ্টি। সময় বুঝিয়া তিনি ময়মনসিংহের পরিচর্য্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজ,—উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠার নিদর্শন; স্ত্রীজাতির উন্নতি,—উহাতে তাঁহার পবিত্র স্পর্শ; বালকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা,—উহাতে তাঁহার হস্ত-চিহ্ন। প্রায় পঁচিশ বৎসর শরচ্চন্দ্র ময়মনসিংহকে নানা অনুষ্ঠানে সজীব রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্ম-সমাজ একজন স্পষ্টবাদী, অকুতোভয় ভক্ত সাধক হারাইয়াছে। নগরবাসী একজন নিস্বার্থ সেবকের পরিচর্য্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ছাত্র-সমাজের দিকে চাহিবার জন্য আর তদ্রূপ ব্যক্তি কোথায়? হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানে সমান সুহৃদ্ ভাবাপন্ন ক'জন দেখা যায়? তাঁহার ন্যায় মহদাশয় ব্যক্তির অভাব কবে পূর্ণ হইবে জানি না।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

৺শরচ্চন্দ্রের পত্র হইতে কিয়দংশ।

"আমরা তো ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়াছি, তবে বল, আমাদের মধ্যে কেন ঠিক সাংসারিক ভাবের ভালবাসা থাকিবে। আমরা এক স্থানেই থাকি, আর কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভিন্ন স্থানেই থাকি, হৃদয় সম্বন্ধে যেন কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে পতিত না হই। প্রীতি, ভালবাসার উচ্চতা মধুরতা যদি ব্রাহ্ম অনুভব করিতে না পারেন তবে বল, জগতে আর কে অনুভব করিবে? যখন প্রতিদিন পিতার চরণ পূজা করিতে যাই তখন যদি পিতার পবিত্র চরণের নীচে হৃদয়বন্ধুর প্রফুল্ল মুখ দেখিতে না পারি, আমার জন্য যেমন পিতার কাছে দুটী কথা বলিলাম, বন্ধুর জন্য যদি দুটী কথা বলিতে না পারি তবে আমাদের প্রীতি ভালবাসার অর্থ কি? দেখিবে কত আনন্দ কত সুখ যখন পিতার চরণে হৃদয়বন্ধুকে দেখিয়া তাঁহার জন্য দুটী কথা বলিতে পারিবে। এইরূপ আনন্দ, এইরূপ সুখ যে জগতের কোথাও মিলে না। ইহা পাপীর জীবনের পরীক্ষিত ব্যাপার। আমার মতে পবিত্র প্রীতি ভালবাসার মধ্যে পাপীর পরিত্রাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতার দ্বারে যাইতে হইলে প্রেমিক হইতে হইবেই হইবে।" ১৪ই আশ্বিন ১২৭৯।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৺কালী গাঙ্গুলীর বাসায় (বর্ত্তমান করটীয়ার বাসা) শিক্ষক ৺ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তিগণের যত্ন ও উৎসাহে ময়মনসিংহ নগরে এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে কেরাণীপাড়ায় (বর্ত্তমান নবাব সাহেবের বাসা) উপাসনার জন্য একখানি গৃহ ক্রীত হয় এবং উহাতে উপাসনার কার্য্য চলিতে থাকে। অতঃপর তালুক বেয়ার্ড্ে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৮৬৯ অব্দে উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৮৭৮ সনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ কুচ-বিহার বিবাহ উপলক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়:—ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান সমাজ। বিভক্ত হইবার কালে ব্রহ্মমন্দির নববিধান সমাজভুক্ত ব্যক্তি-গণের হস্তগত থাকে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মন্দিরে অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। বিচারে উভয় পক্ষ তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-গণ কিছু অর্থগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের স্বত্ব নববিধান সমাজের নিকট বিক্রয় করেন। ১৮৯৭ সনের ভূকম্পে মন্দির ধ্বংস হইয়া যায়। এখন ঐ স্থানে নববিধান সমাজ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ষ্টেসন রোডে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হলের আয়তন ৪৫ফুট × ২০ফুট। ১৮৯৩ সনে উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরের ট্রাষ্ট ডিড আছে।

১৮৮১ সনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা ১৯ জন ছিল। তন্মধ্যে ৭জন আনুষ্ঠানিক, ১২জন অনানুষ্ঠানিক। ১৯১৪ সনে সভ্য সংখ্যা ২৯ জন, তন্মধ্যে ২১জন আনুষ্ঠানিক এবং ৮জন অনানুষ্ঠানিক।

১৮৮৭ সনে ৺শরচ্চন্দ্র রায়ের যত্নে রেলওয়ে ষ্টেসনের দক্ষিণে ব্রাহ্ম-পল্লীর পত্তন হয়। এই পল্লীতে ৭জন সাধারণব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং ১ জন নববিধানসমাজভুক্ত ব্রাহ্মের বাড়ী আছে। এই পল্লীর ব্রাহ্ম-গণের সংখ্যা ৭০। নগরের অন্যত্র ২কটী নববিধান পল্লী আছে। উভয় সমাজভুক্ত ব্রাহ্মের জন সংখ্যা ১৬৬।

—০—

সিটি স্কুল ও আনন্দমোহন কলেজ

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল উহাতে শরৎ বাবুর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। ঐ আঘাত তাঁহার হৃদয়ে তৃতীয় আঘাত। এই সময়ে তাঁহার স্নেহ-ভাজন ছাত্র-শিক্ষক গণের মধ্যে বাবু নবকুমার সমদ্দার, বাবু শশীকুমার বসু, বাবু গোলক চন্দ্র দাস ও বাবু ঈশান চন্দ্র ঘোষ বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া শরৎ বাবুর স্নেহের যথেষ্ট মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে ইহার ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৩০০ ছিল। ১৯১৫ সনের মার্চ্চ ছাত্র সংখ্যা ৯৭১। রাম বাবুর রোডের পার্শ্বে এই স্কুল অবস্থিত। ১৮৯০ সনে ইহার নাম "সিটিকলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ" করা হয়। কলিকাতা সিটিকলেজ কাউন্সিলের অধীনে স্থানীয় কমিটী দ্বারা ইহার কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এই স্কুলটী কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি।

১৯০১ সনে এই স্কুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ১৯০৮ সনের ২০শে মে উহা উঠিয়া যায়। ঐ সনেই ২১শে মে এক কমিটী গঠিত হইয়া উহার প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকগণ লইয়া ঐ সনেই পুনঃ

অট্টালিকায় "ময়মনসিংহ কলেজ" নামে কলেজ চলিতে থাকে। ১৯০৯ সনে ভূম্যধিকারী এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে নগরের পশ্চিম প্রান্তে কলেজের বিপুল অট্টালিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৭ বিঘা। ১৯০৯ সনে ইহার নাম ৺আনন্দ মোহন বসুর নাম অনুসারে "আনন্দমোহন কলেজ" হইয়াছে। ১৯১৪ সনে বি, এ ক্লাস খোলা হইয়াছে। ইহার অট্টালিকা সুবৃহৎ, ইহার কেমিকেল লেবরেটরী অতি উৎকৃষ্ট। হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিনটী বোর্ডিং আছে। ১৯১৫ সনের জুলাই ছাত্রসংখ্যা ৫৬২। ১ম বার্ষিক শ্রেণী ২৪৭, ২য় বার্ষিক ২৪৩, ৩য় বার্ষিক ৩৭, ৪র্থ বার্ষিক ৩৫।

১৯১৪ সন পর্য্যন্ত জন-সাধারণ এবং ভূম্যধিকারিগণ এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা, এবং গবর্ণমেণ্ট একলক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা এই কলেজের জন্য দান করিয়াছেন। কলেজটী গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে।

বালিকা বিদ্যালয়।

১৮৭৩ সনে ৺শরচ্চন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর যত্নে ময়মনসিংহ নগরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত নিম্ন-প্রাইমারীর পাঠ্য পড়ান হইত। তৎপর ক্রমে উচ্চ-প্রাইমারী, মধ্য-বাঙ্গালা এবং মধ্য-ইংরেজী। প্রতিষ্ঠা সময়ে ছাত্রী সংখ্যা ৭ জন ছিল।

১৮৮১ সনে জেলার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নামানুসারে ইহার নাম "আলেক জেণ্ডার বালিকা বিদ্যালয়" হয়। তখন ছাত্রী সংখ্যা ৪১। ইহার

জন্য একটী [illegible] নির্ম্মাণার্থ গোলোকপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ছয় হাজার টাকা দান করেন। ১৯০৪ সনে [illegible]র উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

১৯১০ সনে মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (রাজা) এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ—পঞ্চাশ টাকা দান অঙ্গীকার করেন। এই অর্থে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১৩ সন হইতে ইহার নাম দাতার ৺মাতৃদেবীর নাম অনুসারে "বিদ্যাময়ী উচ্চশ্রেণীর বালিকা শিক্ষালয়" হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে ১৯০৪ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত ২৬টী বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ জন বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। ১৯১৫ সনে ছাত্রী-সংখ্যা ২১০, তন্মধ্যে হিন্দু ১২১, মুসলমান ১৬, ব্রাহ্ম ৫৮, খৃষ্টিয়ান ১৫ জন। এই বিদ্যালয় রাম বাবুর রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্কুলটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অর্থ ব্যতীত ৺শরচ্চন্দ্রের স্মৃতি স্থাপনার্থ ১৯১৫, ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত তারিণীচরন নন্দী একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট, কমিশনর শ্রীহট্ট, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লা, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়লাল গাঙ্গুলী বাহাদুর হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

THE

STATE MEDICAL FACULTY, BENGAL

LICENTIATE COURSE.

THE PRIMARY

EXAMINATION PAPERS

ON

PHYSICS AND CHEMISTRY

CALCUTTA

THE BOOK COMPANY.

4-4A, College Square.